চতুর্থ বর্ষ ; ৫ম খণ্ড।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাসমালার সপ্তদশ উপন্যাস

# মৌতাতে প্রমাদ

( প্রথম সংস্করণ )

কলিকাতা,

১৪এ, রামতনু বসুর লেন,

"মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;

ও

নদীয়া, মেহেরপুর হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

এই খণ্ডের মূল্য এক টাকা চারি আনা।

# উৎসর্গ

রহস্য-লহরীর উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক,

স্বজাতীয় সমাজের অলঙ্কার,

দিনাজপুর-বাহিনের বিদ্যোৎসাহী জমিদার,

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে,

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

# নিবেদন

'রহস্য-লহরী" উপন্যাসমালার চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম উপন্যাস 'মৌতাতে প্রমাদ' প্রকাশিত হইল। ইহা আর কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে 'রহস্য-লহরী'র সারদীয় খণ্ড' মহাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত; কিন্তু নানা অপরিহার্য্য বিঘ্ন বশতঃ এ আশা পূর্ণ হইল না।

'মৌতাতে প্রমাদ' রহস্য-লহরীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর করা হইয়াছে। সুতরাং কাগজের মূল্যাধিক্য বশতঃ ইহার খরচা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও, যাঁহারা দয়া করিয়া এতদিন রহস্য-লহরীর প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আশা করি 'রহস্য-লহরী'র উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবৃন্দ এবং হিতৈষী গ্রাহক ও অনুগ্রাহক পাঠকমণ্ডলী 'মৌতাতে প্রমাদ' পাঠে সন্তোষ লাভ করিবেন।

রহস্য-লহরীর অনেক গ্রাহক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রহস্য-লহরীর উপন্যাসগুলি চিত্র-ভূষিত করিয়া প্রকাশ করা কি অসম্ভব? বিভিন্ন ঘটনাগুলি চিত্রের সাহায্যে অধিকতর পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী হয়; পাঠক সমাজের চিত্ত ইহার প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়,—ইহা কে অস্বীকার করিবে? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি—রহস্য-লহরীর যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকার অনুগ্রহে অতিকষ্টে ইহার প্রকাশব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত; আবার সকলেই উপন্যাসের সকল খণ্ড গ্রহণ করেন না, অথচ গ্রাহকগণের মনোরঞ্জনের আশায় সকলকেই তাহা পাঠাইতে হয়; এই ভাবে অনেক পুস্তক ফেরত আসায় প্রতিমাসে আমাদিগকে যে ডাকমাশুল দণ্ড দিতে হয়, তাহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বহ। ভবিষ্যতে এই ক্ষতি নিবারিত হইলে, এবং গ্রাহক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে আমরা রহস্যলহরী চিত্রশোভিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি; কিন্তু কাগজের মূল্য হ্রাস না হইলে রহস্য-লহরী চিত্রশোভিত করা দূরের কথা, ইহার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হইবে। বর্ত্তমান দুঃসময়ে

সাহিত্যরসজ্ঞ সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণের অনুগ্রহে কোনপ্রকারে ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। রহস্য-লহরীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক উৎকলের সামন্ত নরপতিকুলভূষণ, সাহিত্যরসজ্ঞ, সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত তাল্‌চেরাধিপতি মহোদয় কৃপাপরবশ হইয়া ইহার যেরূপ কল্যাণ ও উন্নতি-কামনা করিতেছেন, ও সদুপদেশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহামনা নৃপতিশ্রেষ্ঠেরই উপযুক্ত ; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

রহস্য-লহরীর কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে কিছুদিন বিশ্রাম দান করিয়া অন্য নায়ক আমদানী করিলেই ভাল হয়।—এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মিঃ ব্লেকের কার্য্যাবলীই এই পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয়। যে সকল উপন্যাসাবলম্বনে রহস্য-লহরীর বিভিন্ন খণ্ড রচিত হইতেছে, তাহা এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; এবং পৃথিবীর চারিখণ্ডের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ পাঠকের নিকট সমাদৃত। মিঃ ব্লেক বিভিন্ন উপন্যাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং স্মিথ ও টাইগার তাঁহার অপরি-হার্য্য সহচর হইলেও তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। বঙ্গীয় পুলিসের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর প্রিয়নাথ বাবু 'দারোগার দপ্তর' সম্পাদন করিবার সময় এইরূপ একজন নায়কের কর্ত্তৃত্বাধীনেই কি বিভিন্ন ঘটনাপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস প্রকাশ করিতেন না ?—সেই নায়ক রাম, শ্যাম, কানাই বা ক্ষুদিরাম যে কেহ হইতে পারে, তাহাতে আপত্তির কি কারণ আছে ? দুইখানি উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জে ও আলোচ্য বিষয়ে পুনরুক্তি দোষ না ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য আছে। 'রহস্য-লহরী'র বিভিন্ন উপন্যাসে অন্য সকল চরিত্রই নূতন ; কার্য্যক্ষেত্র, ঘটনার বিষয়, রহস্যের প্রকৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র। তথাপি 'নামে অরুচি' হইলে, তাহা দূর করা আপাততঃ আমাদের সাধ্যাতীত।

'রহস্য-লহরীর চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ উপন্যাস 'সারদীয়খণ্ড' "সাংঘাতিক উইল" মুদ্রিত হইতেছে ; কিন্তু আমরা উহার সমস্ত কাগজ এককালে সংগ্রহ

করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুস্তকখানি পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মহাপূজার পর ছাপাখানা খুলিলেই, কোজাগর লক্ষ্মীপূজার অব্যবহিত পরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

পূজার উপন্যাস বলিয়া 'সাংঘাতিক উইল'খানি আমরা গতবর্ষের পূজার উপন্যাস অপেক্ষা সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক, গভীরতর রহস্যপূর্ণ ও বহু বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। আশা করি তাহা সহৃদয় গ্রাহকগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে; এবং সকলেই তাহা দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। এই উপন্যাসের নায়িকা সুন্দরী 'মীনা' পৃথিবীর যে কোন দেশের উপন্যাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়িকাবৃন্দের সমকক্ষ হইবার যোগ্যা।

পূজাবকাশে যাঁহারা কিছু বেশী দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা দয়া করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে ঠিকানা রাখিয়া না যাইলে পুস্তকখানি তাঁহাদের হস্তগত হইতে অযথা বিলম্ব হইতে পারে; ইতি।

চতুর্থ বর্ষ ; ৫ম খণ্ড।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাসমালার সপ্তদশ উপন্যাস

# মৌতাতে প্রমাদ

( প্রথম সংস্করণ )

কলিকাতা,

১৪এ, রামতনু বসুর লেন,

"মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;

ও

নদীয়া, মেহেরপুর হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

এই খণ্ডের মূল্য এক টাকা চারি আনা।

# উৎসর্গ

রহস্য-লহরীর উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক,

স্বজাতীয় সমাজের অলঙ্কার,

দিনাজপুর-বাহিনের বিদ্যোৎসাহী জমিদার,

**শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী**

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে,

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

# নিবেদন

'রহস্য-লহরী" উপন্যাসমালার চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম উপন্যাস 'মৌতাতে প্রমাদ' প্রকাশিত হইল। ইহা আর কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে 'রহস্য-লহরী'র 'সারদীয় খণ্ড' মহাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত; কিন্তু নানা অপরিহার্য্য বিঘ্ন বশতঃ এ আশা পূর্ণ হইল না।

'মৌতাতে প্রমাদ' রহস্য-লহরীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর করা হইয়াছে। সুতরাং কাগজের মূল্যাধিক্য বশতঃ ইহার খরচা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও, যাঁহারা দয়া করিয়া এতদিন রহস্য-লহরীর প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আশা করি 'রহস্য-লহরী'র উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবৃন্দ এবং হিতৈষী গ্রাহক ও অনুগ্রাহক পাঠকমণ্ডলী 'মৌতাতে প্রমাদ' পাঠে সন্তোষ লাভ করিবেন।

রহস্য-লহরীর অনেক গ্রাহক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রহস্য-লহরীর উপন্যাসগুলি চিত্র-ভূষিত করিয়া প্রকাশ করা কি অসম্ভব? বিভিন্ন ঘটনাগুলি চিত্রের সাহায্যে অধিকতর পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী হয়; পাঠক সমাজের চিত্ত ইহার প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়,—ইহা কে অস্বীকার করিবে? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি—রহস্য-লহরীর যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকার অনুগ্রহে অতিকষ্টে ইহার প্রকাশব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত; আবার সকলেই উপন্যাসের সকল খণ্ড গ্রহণ করেন না, অথচ গ্রাহকগণের মনোরঞ্জনের আশায় সকলকেই তাহা পাঠাইতে হয়; এই ভাবে অনেক পুস্তক ফেরত আসায় প্রতিমাসে আমাদিগকে যে ডাকমাশুল দণ্ড দিতে হয়, তাহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বহ। ভবিষ্যতে এই ক্ষতি নিবারিত হইলে, এবং গ্রাহক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে আমরা রহস্যলহরী চিত্রশোভিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি; কিন্তু কাগজের মূল্য হ্রাস না হইলে রহস্য-লহরী চিত্রশোভিত করা দূরের কথা, ইহার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হইবে। বর্ত্তমান দুঃসময়ে

সাহিত্যরসজ্ঞ সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণের অনুগ্রহে কোনপ্রকারে ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। রহস্য-লহরীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক উৎকলের সামন্ত নরপতিকুলভূষণ, সাহিত্যরসজ্ঞ, সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত তাল্‌চেরাধিপতি মহোদয় কৃপাপরবশ হইয়া ইহার যেরূপ কল্যাণ ও উন্নতি-কামনা করিতেছেন, ও সদুপদেশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহামনা নৃপতিশ্রেষ্ঠেরই উপযুক্ত ; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

রহস্য-লহরীর কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে কিছুদিন বিশ্রাম দান করিয়া অন্য নায়ক আমদানী করিলেই ভাল হয়।—এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মিঃ ব্লেকের কার্য্যাবলীই এই পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয়। যে সকল উপন্যাসাবলম্বনে রহস্য-লহরীর বিভিন্ন খণ্ড রচিত হইতেছে, তাহা এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; এবং পৃথিবীর চারিখণ্ডের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ পাঠকের নিকট সমাদৃত। মিঃ ব্লেক বিভিন্ন উপন্যাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং স্মিথ ও টাইগার তাঁহার অপরি-হার্য্য সহচর হইলেও তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। বঙ্গীয় পুলিসের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর প্রিয়নাথ বাবু 'দারোগার দপ্তর' সম্পাদন করিবার সময় এইরূপ একজন নায়কের কর্ত্তৃত্বাধীনেই কি বিভিন্ন ঘটনাপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস প্রকাশ করিতেন না?—সেই নায়ক রাম, শ্যাম, কানাই বা ক্ষুদিরাম যে কেহ হইতে পারে, তাহাতে আপত্তির কি কারণ আছে? দুইখানি উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জে ও আলোচ্য বিষয়ে পুনরুক্তি দোষ না ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য আছে। 'রহস্য-লহরী'র বিভিন্ন উপন্যাসে অন্য সকল চরিত্রই নূতন ; কার্য্যক্ষেত্র, ঘটনার বিষয়, রহস্যের প্রকৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র। তথাপি 'নামে অরুচি' হইলে, তাহা দূর করা আপাততঃ আমাদের সাধ্যাতীত।

'রহস্য-লহরীর চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ উপন্যাস 'সারদীয়খণ্ড' "সাংঘাতিক উইল" মুদ্রিত হইতেছে ; কিন্তু আমরা উহার সমস্ত কাগজ এককালে সংগ্রহ

করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুস্তকখানি পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মহাপূজার পর ছাপাখানা খুলিলেই, কোজাগর লক্ষ্মীপূজার অব্যবহিত পরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

পূজার উপন্যাস বলিয়া 'সাংঘাতিক উইল'খানি আমরা গতবর্ষের পূজার উপন্যাস অপেক্ষা সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক, গভীতর রহস্যপূর্ণ ও বহু বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। আশা করি তাহা সহৃদয় গ্রাহকগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে; এবং সকলেই তাহা দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। এই উপন্যাসের নায়িকা সুন্দরী 'মীনা' পৃথিবীর যে কোন দেশের উপন্যাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়িকাবৃন্দের সমকক্ষ হইবার যোগ্যা।

পূজাবকাশে যাঁহারা কিছু বেশী দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা দয়া করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে ঠিকানা রাখিয়া না যাইলে পুস্তকখানি তাঁহাদের হস্তগত হইতে অযথা বিলম্ব হইতে পারে; ইতি।

# মৌতাতে প্রমাদ

## পূর্ব্বকথা



### ( ১ )

লর্ড ওয়ারিং ইংলণ্ডের একজন মহা-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; বংশগৌরবে ও বৈভবে তিনি ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি বার্দ্ধক্য-সীমায় পদার্পণ করিয়া এসেক্স জেলার ললহাম নামক ক্ষুদ্র গ্রামের পল্লীভবনে বাস করিতেছিলেন।

এই সময় একদিন রাত্রিকালে তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন; তাঁহার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্কে একটি বালিকা রোগশয্যায় শায়িত ছিল। শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়;—তাহার জীবনের আশা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি ধাত্রী সেই গভীর রাত্রেও রোগাতুর শিশুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। লর্ড ওয়ারিং চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক অত্যন্ত কাতরভাবে মৃতকল্পা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন; তাঁহার নিদ্রাহীন নেত্রে গভীর অন্তর্বেদনা ও নিরাশা পরিস্ফুট হইতেছিল।

লর্ড ওয়ারিং বিপত্নীক। প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে কোনও অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া লেডি ওয়ারিং আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের চেষ্টা যত্ন ও চিকিৎসাকৌশল ব্যর্থ করিয়া লেডি ওয়ারিং ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স তেমন অধিক হয় নাই; তাঁহার স্বামীর বয়সের তুলনায় তাঁহার বয়স অনেক অল্প ছিল। উভয়কে দেখিলে মনে হইত, তিনি লর্ড ওয়ারিংএর তৃতীয়পক্ষের পত্নী; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, লর্ড ওয়ারিং

অনেক অধিক বয়সে এই সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা দীর্ঘকাল দাম্পত্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। লর্ড ওয়ারিং তেষট্টি বৎসর বয়সে প্রেমময়ী সুন্দরী পত্নীকে হারাইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। এই দম্পতি-যুগল পরস্পরকে যেরূপ ভালবাসিতেন, বয়সের অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সেরূপ প্রগাঢ় প্রণয় সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

লেডি ওয়ারিং মৃত্যুকালে এই শিশু কন্যাটিকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ছয়মাস অতীত না হইতেই এই বিপদ! কন্যাটি লর্ড ওয়ারিংএর নয়নপুত্তলি ছিল, এবং তাহাকেই তিনি সংসারের একমাত্র বন্ধন মনে করিতেন; সুতরাং তাহার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় তিনি যে অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়া পড়িবেন, ইহা বিচিত্র নহে। প্রাণাধিকা কন্যার জীবনের আশা নাই বুঝিয়া লর্ড ওয়ারিং এতই উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার বোকার্ল আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কন্যাটির মৃত্যু হইলে তিনি হয় ত পাগল হইবেন; এইজন্য ডাক্তার বোকার্ল সিষ্টার শ্লেটার নাম্নী ধাত্রীকে রুগ্না বালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া লর্ড ওয়ারিংএর প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়ারিং সময়ে সময়ে এরূপ অসংলগ্ন কথা বলিতেন যে, কন্যাটি জীবিতা থাকিতেই তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইত। ডাক্তার তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু লর্ড ওয়ারিং তাঁহার প্রবোধবাক্যে কর্ণপাত করিতেন না। তাহার পর একদিন লর্ড ওয়ারিং হঠাৎ মূর্চ্ছিত হন; মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। তাহার পর কিছুদিন তিনি ভাল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা বালিকা ডোরোথিকে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিত। বালিকা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল; ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে নিউমোনিয়া দুঃসাধ্য ব্যাধি।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ডাক্তার বোকার্ল রোগিণীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানান্তরে আর একটি রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক পড়ায় তাঁহাকে অগত্যা সেই রোগীর গৃহে গমন

করিতে হয়। সেদিন মধ্যাহ্নের পর হইতেই তিনি লর্ড ওয়ারিংএর গৃহে উপস্থিত ছিলেন; কারণ সেদিন বালিকার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই ধাত্রী গভীর রাত্রেও রুগ্না বালিকার শয্যাপ্রান্তে বসিয়াছিল। কখন কি হয়, কে বলিতে পারে?

লর্ড ওয়ারিং স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বালিকার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার নয়নে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধাত্রীকে বলিলেন, "ধাত্রী, মেয়েটা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছে; ইহার যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়—আমি পাগল হইয়া যাইব। উঃ কি কষ্ট! ধাত্রী, ডাক্তার বোকার্ল এখনও ফিরিলেন না কেন?"

ধাত্রী টেবিলস্থিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না; ডাক্তার শীঘ্রই আসিবেন, তাঁহার ফিরিবার সময় হইয়াছে।"

লর্ড ওয়ারিং উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন; উপর্য্যুপরি দুইরাত্রি জাগিয়া তাঁহার চক্ষু জ্বালা করিতেছিল। অসুস্থ দেহে নিদারুণ মানসিক উৎকণ্ঠায় তিনি অবসন্ন হইয়া ছিলেন। লর্ড ওয়ারিং ধাত্রীর কথা শুনিয়া অধীরভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত নিঃশব্দে; পাছে নিদ্রিতা বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি মানসিক উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া একএকবার উভয় হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন।

লর্ড ওয়ারিংএর অধীরতা লক্ষ্য করিয়া ধাত্রী তাঁহাকে বলিল, "আপনি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?"

লর্ড ওয়ারিং তীব্র দৃষ্টিতে ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি অনুরোধ?"

ধাত্রী বলিল, "আপনাকে বৈকালে যে কথা বলিয়াছিলাম।—আপনি গত-কল্য অপরাহ্ণ হইতে কিছুই আহার করেন নাই। আমার আশঙ্কা হইতেছে,

দীর্ঘকাল অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিলে আপনিও অসুস্থ হইবেন। আপনার কিছু পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত।"

লর্ড ওয়ারিং সবিষাদে বলিলেন, "ধাত্রী! আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই, কিছুই খাইতে পারিব না ; খাইবার চেষ্টা করিলে খাদ্য গলায় বাধিয়া যাইবে।"

ধাত্রী বলিল, "একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন, অন্ততঃ একটু মাংস ও এক গ্লাস সুরা—"

লর্ড ওয়ারিং বাধা দিয়া বলিলেন, "না ধাত্রী, এ সকল দ্রব্যে আমার রুচি নাই, তুমি আমাকে আর আহারের জন্য অনুরোধ করিও না ; আমি যে কি অন্তর্যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা তোমার বুঝিবার শক্তি নাই। আমার প্রাণাধিকা কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, এখন কি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে? না, আমার মাথার ঠিক নাই। হে পরমেশ্বর, শুনিয়াছি তুমি চিরকরুণাময় ; তবে তুমি কেন এই নিষ্পাপ কুসুম কলিকাটিকে এত কষ্ট দিতেছ? প্রভু! এই কি তোমার দয়ার পরিচয়? তুমি আমার প্রিয়তমা পত্নীকে অকালে আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়াছ ; আবার আমার সংসারের বন্ধন,আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন কন্যাটিকেও কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছ! ইহার অভাবে আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব?"

লর্ড ওয়ারিং হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ধাত্রীর মুখ হইতে আর একটিও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না ; কিন্তু তাহার নারী-হৃদয় এই নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। লর্ড ওয়ারিং কয়েক মিনিট পরে মুখ তুলিয়া নিদ্রিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগভরে বলিলেন, "ডোরোথি! ডোরোথি! তুই কি সত্যই আমায় ছাড়িয়া যাইবি? তাহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলেই বাঁচিতাম।"

ঠিক সেই সময়ে বহির্দ্বারে কে করাঘাত করিল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তার বোকার্ল রোগী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভৃত্যের কথা শেষ

হইতে না হইতে ডাক্তার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ব্যাকুল দৃষ্টিতে রোগাতুরা বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার রেজিনাল্ড বোকার্ল সুপুরুষ। তাঁহার বয়স অধিক নহে; কিন্তু তাঁহার মুখে প্রায়ই কেহ হাসি দেখিতে পাইত না। গত পাঁচ বৎসর হইতে তিনি লর্ড ওয়ারিংএর পারিবারিক চিকিৎসকরূপে কাজ করিতেছিলেন। এসেক্স জেলার লল্‌হাম পল্লীতেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎকালে এই পল্লীতে সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব ছিল; একজন মাত্র বৃদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ডাক্তার বোকার্ল অল্পদিনেই পসার করিয়া ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু রোগীরা ডাক্তার বোকার্লকে তেমন শ্রদ্ধাভক্তি করিত না। পসার প্রতিপত্তি হইবার পর দরিদ্ররোগীদিগকে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করিয়া দেখিতেন না; তাহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহারও বড় রূঢ় ছিল। যথাযোগ্য পারিশ্রমিক লইয়া কাজ না করায় জনসাধারণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তথাপি প্রাণের দায়ে তাহারা তাঁহাকে ডাকিতে বাধ্য হইত। সকালে সংবাদ পাঠাইলে তিনি সন্ধ্যাকালে রোগী দেখিতে যাইতেন, অথচ কিজন্য এরূপ বিলম্ব হইত, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেন না। অনেক রোগী তাঁহার উপেক্ষায় মৃত্যুমুখে পতিত হইত; ইহাতে তাঁহার আক্ষেপ ছিল না।

কিন্তু গ্রামস্থ কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি পীড়িত হইলে ডাক্তার বোকার্ল তাঁহার চিকিৎসায় চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করিতেন না। লর্ড ওয়ারিং প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ডাক্তার প্রাণপণে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। এই জন্য লর্ড ওয়ারিংএর ধারণা ছিল, ডাক্তার বোকার্ল অত্যন্ত ভদ্রলোক; যেরূপ সুচিকিৎসক, সেইরূপ সদাশয়! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, লোকটি প্রকাণ্ড ভণ্ড, কুটিল প্রকৃতি ও কপট। তিনি বাহ্যিক সৌজন্যে লর্ড ওয়ারিংকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, লর্ড ওয়ারিং তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ব্যথার ব্যথী মনে করিয়া সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইতেন; এমন কি, লর্ড ওয়ারিং যে উইল করিয়াছিলেন, সেই উইলে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ডাক্তার

বোকার্ল তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

লর্ড ওয়ারিং ডাক্তার বোকার্লকে একদিন কথা-প্রসঙ্গে এই দানের কথা জানাইলে, ডাক্তার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার সদাশয়তায় আমি মুগ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—আপনি দীর্ঘজীবি হউন; আপনার প্রতিশ্রুত অর্থলাভের জন্য আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি।—এই অর্থ অপেক্ষা আপনার জীবন আমার নিকট অধিক মূল্যবান।"

কিন্তু ভণ্ড ডাক্তারের এই উক্তি যে অন্তরের কথা নহে, ইহা বলাই বাহুল্য; উইলের কথা শুনিয়া ডাক্তার বোকার্ল এতই প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি দিবারাত্রি লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুকামনা করিতেন।—কিন্তু মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না; নানা রোগে ও পত্নীশোকে লর্ড ওয়ারিং মৃতকল্প হইলেও ডাক্তার বোকার্লের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি মরিবার সুযোগ পাইলেন না; ইতিমধ্যে সেই গ্রামে ডাক্তার বোকার্লের এক প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল! এই ডাক্তারটি রমণী; তাঁহার নাম—ডাক্তার মিস্ ইসোবেল মার্সার। তাঁহার বয়স অল্প ও তিনি অসামান্য রূপবতী; তাঁহার হৃদয় বড়ই কোমল, স্নেহমমতায় পূর্ণ, তিনি প্রাণপণ যত্নে রোগীদের চিকিৎসা করিতেন, এবং আদৌ অর্থগৃধ্নু ছিলেন না।

ডাক্তার ইসোবেল মার্সার গ্রামপ্রান্তে একখানি নবনির্ম্মিত সুন্দর অট্টালিকায় বাসা লইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, অতি অল্পদিনেই লল্‌হামে ও তাহার চতুঃপ্রান্তবর্ত্তী গ্রামসমূহে বেশ পসার জমাইয়া লইলেন; ইহাতে পরশ্রীকাতর ডাক্তার বোকার্ল হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বোকার্ল যেখানে রোগী দেখিতে যাইতেন, সেইখানেই বলিতেন, "ডাক্তারী করাটা মেয়ে মানুষের অনধিকার চর্চ্চা; পাশই করুক,আর 'মেডাল'ই পাউক,স্ত্রীলোকেরা ডাক্তারী বিদ্যায় কোনও কালে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না। যমকে ত রূপ দেখাইয়া ভুলাইতে পারা যায় না!"—কিন্তু কয়েক মাসেই

গ্রামবাসীরা বুঝিল, ডাক্তারের এই দৈববাণী তাঁহার গাত্রদাহের ফল মাত্র। —দরিদ্র গ্রামবাসীরা ক্রমে ডাক্তার ইসোবেল মার্সারেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের সহিত আত্মম্ভরী, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ডাক্তার বোকার্লের তুলনা হয় না; ডাক্তার ইসোবেল অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন, সংবাদ পাইলেই রোগীর গৃহে উপস্থিত হন, টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না, বরং দুঃস্থ রোগিগণকে সময়ে সময়ে অর্থসাহায্যও করেন। —সাধারণের মধ্যে ডাক্তার বোকার্লের পসার-প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আয়ও কমিয়া গেল; কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বড়লোক অপেক্ষা গরীবের চিকিৎসা করিয়াই ডাক্তারেরা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন; পাঁচজন বড়লোকে যাহা দিতে পারেন, পাঁচশত গরীবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তিল কুড়াইয়াই তাল।

যাহা হউক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে মূল ঘটনা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাউক।

ডাক্তার বোকার্ল রোগী দেখিয়া লর্ড ওয়ারিংএর গৃহে প্রত্যাগমন করিলে লর্ড ওয়ারিং ডাক্তারকে বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ ছিলে না, আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমার আসিতে অধিক বিলম্ব হইলে হয় ত তোমার সন্ধানে লোক পাঠাইতে হইত; যাহাহউক, মেয়েটা এখন কেমন আছে একবার দেখ।"

ডাক্তার বোকার্ল কোন কথা না বলিয়া পীড়িতা বালিকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; লর্ড ওয়ারিং ও ধাত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন।

বাহিরে তখন প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল, উদ্দাম নৈশবায়ু-প্রবাহে সেই প্রাচীন অট্টালিকার দ্বার ও বাতায়নশ্রেণী কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে ঝটিকার বেগ বর্দ্ধিত হইল। একে শীতকালের রাত্রি, তাহার উপর তুষার-শীতল বায়ুর প্রবাহ; বোধ হইল, শীঘ্রই তুষারপাত আরম্ভ হইবে। লর্ড ওয়ারিংএর এই অট্টালিকাটি অতি প্রাচীন; প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র

পাহাড়ের সানুদেশে এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে এই জীর্ণ অট্টালিকার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অট্টালিকাটির সম্মুখে একটি 'আইভি'কুঞ্জ ছিল, তাহার নিবিড় লতাপত্রে অট্টালিকা প্রাচীরের একাংশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; ঝটিকাবেগে লতাগুলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল!

ডাক্তার বোকার্ল সাবধানে বালিকার দেহ পরীক্ষার পর তাহার বক্ষঃস্থিত আবরণ পুনঃস্থাপিত করিলেন। লর্ড ওয়ারিং ডাক্তারের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহার পর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ বুঝিতেছ, ডাক্তার! অবস্থা কি পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ বোধ হইতেছে?"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ কে বলিল? তবে অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল একথাও অবশ্য বলিতে পারি না; ঠিক এক ভাবেই আছে।"

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "শীঘ্র কি পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা আছে?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে এখনও তাহার বিলম্ব আছে; এ অবস্থায় সমস্ত রাত্রি আমার এখানে থাকিবার দরকার দেখি না।"

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "কিন্তু উহার প্রাণরক্ষার জন্য যতটুকু সাবধানতা অবলম্বনের আবশ্যক, তাহা করিয়াছ কি? বল, আর কি করিতে হইবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "যাহা যাহা করা আবশ্যক, ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা কোনও বিষয়েরই বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; এ অবস্থায় আপনি অনর্থক ব্যস্ত হইতেছেন।—এখন কেবল একটি কাজ করিতে বাকি আছে, কিন্তু এখনও তাহার সময় হয় নাই; চরমকালেই তাহা করিবার আবশ্যক হইতে পারে।—আমি অন্নজ্ঞান প্রয়োগের কথা বলিতেছি।"

ধাত্রী সিষ্টার শ্লেটার এতক্ষণ পরে কথা কহিল, বলিল, "ডাক্তার, আপনি কি তাহার প্রয়োগ অপরিহার্য্য মনে করিতেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, আবশ্যক হইতে পারে। কেট্‌লিতে বাষ্প হইতে থাকুক, তুমি মেয়েটির অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আমার বাড়ী এখান হইতে কয়েক মিনিটের পথ বৈ ত নয়; তুমি উহার অবস্থার কোনও

পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে টেলিফোঁ করিবে।—আমি অবিলম্বে চলিয়া আসিব।"

অনন্তর ডাক্তার লর্ড ওয়ারিংএর করমর্দ্দন করিয়া গমনোন্মুখ হইলেন, যাইবার সময় লর্ড ওয়ারিংকে বলিলেন,"আপনি হতাশ হইবেন না,'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' ইহা জানেন ত? স্বীকার করি রোগ কঠিন, কিন্তু এরূপ কঠিন রোগেও রোগী বাঁচিয়া যায়। চেষ্টা যত্নের ত ত্রুটি হইতেছে না; আমার বিশ্বাস, আপনার কন্যা শীঘ্র না হউক বিলম্বে আরোগ্য লাভ করিবে। বিশেষতঃ, আপনার কন্যা খুব জানশক্ত।—আপনি যে প্রকার ব্যাকুল হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে, মেয়েটির চিকিৎসা করিতে করিতে হয় ত আপনারও চিকিৎসা করিবার আবশ্যক হইবে। আপনি এত উতলা হইয়াছেন কেন? রোগ কাহার না হয়? আপনি আমার পরামর্শ শুনুন, আপনি দুশ্চিন্তায় কাতর হইবেন না; মন স্থির করুন, রাত্রে একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। এই নিদারুণ দুশ্চিন্তা, তাহার উপর অনিদ্রা, শরীর টিকিবে কেন?"

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "দেখ বোকার্ল, আমি কোন মতেই মনস্থির করিতে পারিতেছি না; আমার মনের ভাব তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমার কন্যার আর জীবনের আশঙ্কা নাই, ইহা যতক্ষণ বুঝিতে না পারিতেছি—ততক্ষণ আমার এই দারুণ উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইবে না।"

লর্ড ওয়ারিং হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার বোকার্ল ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় সূচক অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ডাক্তার দ্বিতলের সিঁড়িদিয়া নামিতে নামিতে মনে মনে বলিলেন, "যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি মেয়েটা এযাত্রা কোন মতেই রক্ষা পাইবে না। তা মন্দ কি? পৃথিবীতে এই মেয়ে ভিন্ন বুড়ো যখটার আর কেহই নাই। মেয়েটা মারা পড়িলে বুড়োর উইলে আমার বৃত্তির পরিমাণ বাড়িতে পারে। টাকাগুলা পরের ভোগেই লাগিবে, একথা ভাবিয়া হয় ত আমার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতেও পারে; আমি বন্ধুলোক কি না, হা, হা!"

ডাক্তার নিম্নতলস্থ হলে উপস্থিত হইলে দ্বারবান তাঁহার বহির্গমনের জন্য দ্বার খুলিয়া দিল। বাহিরে তখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল, ঝটিকার প্রকোপে ডাক্তার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তিনি অন্ধকারপূর্ণ পথে আসিয়া বলিলেন, "কি ভয়ানক ঝড়, এমন রাত্রে কোথায় ঘরে পুরু বিছানায় শুইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইব, না এই কর্ম্ম ভোগ!—নাঃ, মেয়েটাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; বাঁচিবে না তা জানি, কিন্তু শীঘ্র যে মরিতেছেও না!—ওয়ারিং উইলে আমাকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিয়াছে, টাকাগুলি হস্তগত হইলে আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া একটা কিছু ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিব, নাড়ি টিপিয়া টাকা উপার্জ্জন অপেক্ষা সে অনেক ভাল; তাহাতে এমন করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া রাত্রি কাটাইতে হয় না। মিথ্যা আশা দিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে প্রলুব্ধ করিবারও আবশ্যক হয় না।"

ডাক্তার কিছুকাল অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া পুনর্ব্বার অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "পঁচাত্তর হাজার টাকা কম টাকা নয়; বুড়ো অনায়াসেই লাখটাকা দিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বেটা বড় কৃপণ! দেখা যাউক কতদূর কি হয়, এখন আর আস্‌মানে কেল্লা তৈয়েরী করিয়া ফল কি? কে জানে টাকাগুলা কত দিনে আমার ভোগে লাগিবে।"

ডাক্তার বোকার্ল কয়েক মিনিট পরে গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র অট্টালিকাটি পাহাড়ের একপ্রান্তে অবস্থিত; বাড়ীটির অবস্থা দেখিয়াই ডাক্তারের বর্ত্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাক্তার বোকার্ল অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা তাঁহার বিলাস-লালসা পরিতৃপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এজন্য তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদাই খিট্‌খিটে দেখা যাইত। তাঁহার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি যাহার নিকট যাহা পাইতেন—তাহা তাহার গলায় আঙ্গুল দিয়া বাহির করিয়া লইতেন; কিন্তু পাওনাদারেরা তাঁহার নিকট তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত।

ডাক্তার বোকার্ল যখন তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন বহির্দ্বার রুদ্ধ

ছিল; তিনি রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র তাঁহার ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।—এই ভৃত্যটি চীনাম্যান। ডাক্তার বোকার্ল একবার চীনের মুলুকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময় এই ভৃত্যরত্নটিকে সংগ্রহ করিয়া আনেন।

ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিয়া ডাক্তারকে অভিবাদন করিল, কিন্তু ডাক্তার তাহাকে কোন কথা না বলিয়া একবার কট্‌মট্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চীনা ভৃত্য তাহার কি অপরাধ বুঝিতে না পারিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

ডাক্তার বোকার্ল যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষটি প্রাচ্যদেশ-সুলভ আসবাবপত্রে সজ্জিত। কক্ষাভ্যন্তরে মেঝের উপর পুরু গালিচা প্রসারিত। টেবিলের উপর একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি,তাহার হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও মস্তকসংলগ্ন। গৃহ-প্রাচীরে প্রাচ্যদেশোৎপন্ন শিল্পসম্ভার ও নানাপ্রকার অদ্ভুতদর্শন অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবিষ্ট। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে কড়িকাঠসংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহার ফানুষটি লোহিতাভ কাচ-বিনির্ম্মিত। ল্যাম্প-বিনিঃসৃত লোহিত আলোক-রশ্মিতে কক্ষটি আলোকিত হইতেছিল।

ডাক্তার এই কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, পথে আসিতে ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইয়াছিল, একটু ভিজিয়াছিলেন; সুতরাং অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া একটু গরম হইয়া লইবার বাসনা বলবতী হইল!—তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক একখানি পুরু গালিচায় দেহভার প্রসারিত করিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "হান্!"

হান্ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "পাইপ্ আনিব?"

ডাক্তার বলিলেন, "না থাক্! হান্, তুই কি আমাকে পাকা চণ্ডুখোর না করিয়া ছাড়িবি না?"

হান্ বলিল, "মনিব মহাশয় আজ রাত্রির মত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "না হান্, রাত্রে বোধ হয় আবার আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে।"

হান প্রভুর মুখের দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "তবে প্রভু, একটু মৌতাত করিয়া লউন।—বেশী নয় দুই চারিটানেই বেজুত শরীর বিলক্ষণ জুত হইবে। মৌতাত ভিন্ন এত পরিশ্রমে শরীর টিকিবে কেন?"

ডাক্তার মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, শরীরটা বড়ই ম্যাজ্‌মেজে বোধ হইতেছে,ঠাণ্ডাটাও খুব লাগিয়াছে; আচ্ছা নিয়ে আয় পাইপ্‌টা, দুই এক-টান দিই।"

চীনাভৃত্য মৃদু হাসিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল, এবং চণ্ডুধূমপানের সরঞ্জাম-সহ প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া চণ্ডুর নলটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল।

ইংরাজ চণ্ডু খাইতেছে! শুনিয়া পাঠক হাসিবেন না;—প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পাপগুলিই যে জাহাজে চড়িয়া প্রাচ্য মহাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ নহে, প্রাচীর অনেক পাপ ও কুঅভ্যাস পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও শিকড় গড়িয়াছে। ইউরোপ চীনকে জলপথে চলিতে শিখাইয়াছে, প্রাচীন চীনও ইউরোপকে ব্যোমপথে আকাশকুসুম চয়ন করিতে শিক্ষা দিয়াছে!

ডাক্তার লম্বা হইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া মহা আরামে মৌতাত করিতে লাগিলেন।—হান্ তাঁহার অদূরে বসিয়া মৌতাতের যোগাড় দিতে লাগিল।

দুই একটান দিয়া ডাক্তার জড়িতস্বরে বলিলেন, "হান্, বাবা! এখন তুমি যাইতে পার।"

হান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধূমপান করিলেন; কিছুকাল মধ্যেই সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি দুর্গন্ধময় অহিফেন ধূমে পূর্ণ হইল।

ধূমপান শেষ হইলে ডাক্তার বোকার্ নলটি নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এই রাত্রে আবার লর্ড ওয়ারিংএর বাড়ী যাইতে হইবে, আর অধিক মৌতাত করা হইবে না; কি জানি শেষে হয় ত চলিতে পারিব না!"

কিন্তু ডাক্তার বোকার্লের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল না, চণ্ডুধূমপানের সমস্ত উপকরণই সম্মুখে প্রস্তুত। তিনি আর একবার ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনে মনে বলিলেন,"লর্ড ওয়ারিং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে টেলিফোঁতে সংবাদ দিবেন এরূপ বোধ হয় না। ইতিমধ্যে যদি চ্লুনী আসে, তাহা হইলে হান্ আমাকে জাগাইয়া দিবে।"

ডাক্তার বোকার্ল অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। মাতালের মদের পিপাসার ন্যায় চণ্ডুখোরের ধূমপানের পিপাসাও অসহ্য; পিপাসা শান্তি না হইলে মানসিক অতৃপ্তি দূর হয় না।

চীনদেশের লোক সংস্কারের পথে পদার্পণ করিয়াছে। তাহারা টিকি কাটিয়াছে, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া অহিফেন ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি পৃথিবীর যে সকল দেশে চীনের প্রভাব বর্ত্তমান আছে, সে সকল দেশে চণ্ডু বা গুলির আড্ডার অভাব নাই; এমন কি, চায়না টাউন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলেও অহিফেন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। মদ না খাইলেও মাতালের দুই একদিন চলে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৌতাত না করিলে, আফিং-খোরের প্রাণসংশয়ের উপক্রম হয়। এই কদর্য্য অভ্যাসে কর্ম্মানুরক্ত কত উদ্যোগী পুরুষ, সাক্ষাৎ শক্তি স্বরূপিণী কত বুদ্ধিমতী রমণী চীরজীবনের মত অধঃপাতে গিয়াছেন। আমাদের যে সকল পাঠকের অহিফেনের সহিত পরিচয় আছে, তাঁহাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই; অহিফেনের ভয়াবহ মূর্ত্তি তাঁহাদের কল্পনা করিবারও শক্তি নাই। যাহারা সুস্থ সবল ও কর্ম্মক্ষম অহিফেন তাহাদের যত অনিষ্ট করে, যাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিবাস্বপ্নে জীবনের সুদীর্ঘ দিবস অতিবাহিত করে, অহিফেন তাহাদের তত অনিষ্ট করিতে পারে না; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

ডাক্তার বোকার্ল সর্ব্বপ্রথম কিরূপে এই স্বর্গীয় রসের আস্বাদন লাভ করেন তাহার কাহিনী কৌতুকাবহ।—যৎকালে তিনি চীন-রাজধানী পিকিন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক চণ্ডুর আড্ডায় প্রবেশ করেন। রহস্যলহরীর

পাঠক পাঠিকাগণকে এই সকল আড্ডার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। 'জাল মোহান্ত' নামক উপন্যাসে এই সকল আড্ডার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার দেখিলেন, তাঁহার বন্ধুটি মৌতাতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। তাঁহাকে অসঙ্কোচে চণ্ডু টানিতে দেখিয়া ডাক্তারের মনে বড় ঘৃণা হইল। তিনি তাঁহার বন্ধুর নলটি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। অহিফেন সেবনে স্বতঃই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ডাক্তারের বন্ধুরও তখন মনের অবস্থা এইরূপ; তিনি তৎক্ষণাৎ চণ্ডুর নলটি প্রসন্ন মনে ডাক্তারকে দান করিয়া বলিলেন, "বন্ধু, নলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার উহার রসাস্বাদন করিয়া দেখ।" ডাক্তার বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া একটানে খানিকটা ধূম উদরস্থ করিয়া মেজের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যে স্বপ্ন দেখিলেন তাহা অনির্ব্বচনীয়! পরদিন তিনি আড্ডার খাতায় নাম লেখাইলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইত, অভ্যাসটা বড় কদর্য্য, উহা ছাড়িয়া দিয়া মদ ধরিবেন; কিন্তু তিনি বড় আশ্রিতবৎসল, যে নীরাকার তাঁহার স্মরণ লইল, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন না; অর্থাৎ উভয়ই চলিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর ডাক্তারের চণ্ডুপানের আসক্তি বাড়িতে লাগিল; অনুতাপটুকু চিরকালই ছিল, কিন্তু নেশার সময় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। তিনি যতদিন পিকিনে ছিলেন, সাহেবপাড়া হইতে চীনেপাড়ায় আসিয়া চণ্ডুর আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন। লজ্জা বা অপমানভয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার অধঃপতনে দুঃখিত হইলেন, সমালোচকেরা ছি ছি করিতে লাগিল; যাহাদের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল—তাহারা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

লর্ড ওয়ারিং তাঁহার এ সকল গুণের কথা জানিতেন না। ডাক্তার বোকার্ল তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; কিন্তু দুর্ম্মতি বশে আজ লর্ড ওয়ারিংএর সহিত প্রতারণা করিলেন। তিনি জানিতেন, মুমূর্ষু বালিকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের শেষ মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়; মুহূর্ত্তেই জানিতে পারা যাইবে রোগের গতি কোন পথে হইবে, আরোগ্যের পথে, কি মৃত্যুর পথে।— কিন্তু

ডাক্তার বোকার্ল লর্ড ওয়ারিংএর নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন না ; তাঁহার সমস্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এখনও সে অবস্থা আসিতে অনেক বিলম্ব !—ডাক্তারের মৌতাতের সময় হইয়াছিল, তাই তিনি সংশয়াপন্ন বালিকাটিকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডু খাইতে বাড়ী আসিলেন ; রোগীর অবস্থা মন্দ শুনিলে পাছে লর্ড ওয়ারিং তাঁহার গমনে বাধা দান করেন। —মানুষের অধঃপতন ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক শোচনীয় হইতে পারে ?

ডাক্তার একবার দুইবার করিয়া বহুবার চণ্ডু পান করিল।—শেষে আর তাহার বসিবার শক্তি রহিল না ; সে গালিচায় শয়ন করিয়া মুদিত নেত্রে যে সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তাহা তাহার জীবনকে সুধাময় করিয়া তুলিল। ডাক্তার সংসার ভুলিল, ডাক্তারী ভুলিল, রোগীর কথা বিস্মিত হইল ; এবং তাহার কল্পনানেত্রে কুবেরের রত্নভাণ্ডার পদ্মরাগকান্তি বিকাশ করিতে লাগিল।

অবশেষে ডাক্তার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তখন তাহার চূড়ান্ত মৌজ !

রাত্রি গভীর। ধাত্রী তখন পর্য্যন্ত নতনেত্রে রোগিণীর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা ; নিদ্রা নাই, চক্ষুতে পলক নাই, নির্নিমেষ নীল নেত্রে যেন স্নেহ ও করুণা ঝরিতেছিল। যেন সে প্রস্তর-খোদিত, স্নেহস্ফুরিতাধর অনিন্দ্যসুন্দর পাষাণ-প্রতিমা ! অদূরে লর্ড ওয়ারিং কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে উপবিষ্ট।—ঘড়িতে টিক্-টিক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নাই।

ধাত্রী হঠাৎ মাথা তুলিয়া লর্ড ওয়ারিংকে বলিল, "মেয়ের শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হইতেছে ; শীঘ্র ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।"

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "এইবার বুঝি পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত—হয় এদিক না হয়—, টেলিফোঁতে ডাক্তারকে সংবাদ দিতে হয়। চাকরদের আদেশ করিলে তাহারা বিলম্ব করিতে পারে, আমিই যাইতেছি।"

হলঘরের বামপার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে টেলিফোঁর কল ছিল ; লর্ড ওয়ারিং দ্রুতপদক্ষেপে সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া কলে হাত দিলেন। তিনি প্রথমে ডাক্তারের বাড়ীর কলের সহিত যোগ-সাধন করিয়া ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন, "ডাক্তার বোকার্ল !" অল্পক্ষণ পরে কি উত্তর হইল ; তাহা শুনিয়া লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "ওহো, তুমি ডাক্তারের চাকর ?—আচ্ছা, তোমার মনিবকে বল, লর্ড ওয়ারিং তাঁহার বাড়ী হইতে টেলিফোঁ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন ; আসিতে বিলম্ব না হয়।"

আধ মিনিট, এক মিনিট চলিয়া গেল, দুই মিনিটও যায়—লর্ড ওয়ারিং উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কি হে ! ব্যাপার কি ? ওহে ও, চাকর বাবাজি ! ওখানে আছ কি ?—আমার কথার জবাব দিতেছ না কেন ?"

লর্ড ওয়ারিংএর চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল ; তাঁহার ললাট হইতে টস্-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সর্দ্দার খানসামা ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মিসির অবস্থা আরও খারাপ !"

লর্ড ওয়ারিং উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিকৃত স্বরে টেলিফোঁতে বলিলেন, "ডাক্তার, ডাক্তার ! আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না ? রোগীর সঙ্কটজনক অবস্থা, আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে মেয়েটা বাঁচিবে না। এ সঙ্কটে ডাক্তার তুমি চুপ করিয়া বসিয়া আছ ? ঘুমাইয়া পড়িয়াছ না কি ? উত্তর নাই কেন ? তোমার কি মাথাও খারাপ হইয়াছে ? কি সর্ব্বনাশ ! এখন উপায় কি ?"

লর্ড ওয়ারিং টেলিফোঁ আফিসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল বিগ্‌ড়াইয়াছে না কি ?—কোন উত্তর পাইতেছি না কেন ?"

কলের কেরাণী বামাকণ্ঠে বলিল, না মহাশয়, কল ঠিকই আছে, একটু আগেও কলে কাজ হইয়াছে।"

লর্ড ওয়ারিং আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "৭নং সল্‌হামে ডাক্তার বোকার্লের বাড়ীর কলে ভাল করিয়া ঘণ্টা দেও। আমার 'যোগ' খুলিয়া দিও না।"

লর্ড ওয়ারিং ডাক্তারের বাড়ীর টেলিফোঁ হইতে কোন জবাব না পাইয়া দ্রুতবেগে বাহিরে আসিলেন ; ভৃত্য বলিল, "আপনার কোট ও টুপি আনিব ?"

লর্ড ওয়ারিং তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পথে উপস্থিত হইলেন। তখনও ঝটিকার বেগ প্রবল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল।—সুশীতল নৈশ বায়ুপ্রবাহ তাঁহার উত্তপ্ত ললাট শীতল করিতে পারিল না ; ঝটিকা ও অন্ধকার তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ডাক্তারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।—দ্বারে ঘণ্টা ছিল, তিনি সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ; ঢং ঢং করিয়া তাহার প্রতিধ্বনি হইল ;—কিন্তু কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন তিনি বাতায়নের শার্শি ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মন তখন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তিনি ভাবিতেছিলেন, "ব্যাপার কি !—ডাক্তার সাড়া দিল না কেন ?—সে কি তবে অন্য কোথাও রোগী দেখিতে গিয়াছে ?—না, তাহা সম্ভব নহে ; আর ডাক্তার বাড়ী না থাকিলে চাকরটাও ত সে কথা বলিতে পারিত ; সে পর্য্যন্ত সাড়া দিল না কেন ? হায়, ডাক্তারের অবহেলাতেই আমি আমার প্রাণের ডোরোথিকে হারাইলাম !"

তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই একটা চীনাম্যানকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।—সে হান্, ডাক্তার বোকার্লের ভৃত্য।

লর্ড ওয়ারিং তাহার পাশ দিয়া দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মনিব কোথায় রে !"

লর্ড ওয়ারিং ডাক্তারের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ডাক্তার সেখানে নাই !—তখন তিনি ভিতরের কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন ; হান্ মিট্‌মিট্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া চীনাবাজারের ইংরাজীতে বলিল, "( 'নট্ ই ইন্ দেয়াল !' ) তিনি ওদিকে নাই।"—চক্ষুর নিমিষে সে লর্ড ওয়ারিংএর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল ; এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল, "ওদিকে যাইবেন না।"

লর্ড ওয়ারিং ক্ষিপ্তবৎ হইয়া ঘুসি তুলিলেন। ঘুসিটা তাহার নাকের উপর

নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার চ্যাপ্টা নাক সমভূমি হইয়া যাইত; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ পলাইয়া বাঁচিল। লর্ড ওয়ারিং আর তাহার দিকে না চাহিয়া ঝড়ের মত বেগে ধাবিত হইলেন।

অদূরে ডাক্তারের মৌতাতের কক্ষ।—কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল; লর্ড ওয়ারিং দ্রুতবেগে সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার-গোলকটি স্পর্শ করিয়াছেন,—এমন সময় হান্ একলম্ফে তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া এক ধাক্কায় তাঁহার হাত সরাইয়া দিল; কিন্তু সে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই লর্ড ওয়ারিং দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কক্ষ মধ্যে যেমন পদার্পণ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই নিশ্বাস-রোধকারী উৎকট উগ্র চণ্ডুধূম তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল!—তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া একলম্ফে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বার খোলা ছিল; সুতরাং তিনি দেখিতে পাইলেন, ডাক্তার বোকাল সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি গালিচার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে! দেহ স্থির, যেন সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত; তাহার হাতের নিকটেই চণ্ডুর নলটি নিপতিত।—লর্ড ওয়ারিং পূর্ব্বে কখন চণ্ডুর নল না দেখিলেও, ডাক্তার বোকার্ল মৌতাতে অভ্যস্ত, একথা কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছিলেন; তিনি সে কথা বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু সেই রাত্রে ডাক্তারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, এবং তাহার হাতের কাছে চণ্ডুর নলটি দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন।

লর্ড ওয়ারিং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "অহিফেনে ইহার এই দুর্গতি?—কি ভয়ানক!—এখন আমি করি কি?—দায়িত্বজ্ঞানহীন এইরূপ নরপশুর হস্তে আমার প্রাণাধিকা কন্যার চিকিৎসার ভার দিয়াছিলাম; এখন যে সর্ব্বনাশ হয়!"

লর্ড ওয়ারিংএর দৃষ্টি সহসা ডাক্তার বোকার্লের চীনা ভৃত্যের উপর নিপতিত হইল; সে অদূরে কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল।—লর্ড ওয়ারিং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মনিব মড়ার মত পড়িয়া আছে!

ঘুমাইতেছে না কি? উহাকে শীঘ্র জাগাও। আমার মেয়েটির আসন্ন কাল উপস্থিত; ডাক্তারকে এই মুহূর্ত্তে লইয়া না যাইলে তাহার জীবনের আশা নাই।” —শীঘ্র জাগাও।”

হান্ বলিল, “মনিব মহাশয়ের নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছে, এখন উঁহার ঘুম ভাঙ্গিবে না। টেলিফোঁতে আপনি উঁহাকে ডাকিলে আমি জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উঁহার হুঁস নাই।”

লর্ড ওয়ারিং হতাশ ভাবে বলিলেন, “তবে আমি এখন কি করি?”—তিনি ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, দুই একটি দুর্ব্বাক্যও বলিলেন।

ডাক্তার বোকার্ল চক্ষু না মেলিয়াই হাতখানি টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, “কেন বিরক্ত করিতেছিস্ হতভাগা!—যা, সরিয়া যা, বোকা চীনে শুয়োর!”—ডাক্তার বোকার্ল নেশার ঘোরে মনে করিয়াছিল, তাহার ভৃত্যই তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

কিন্তু লর্ড ওয়ারিং ডাক্তারের শয্যাপ্রান্ত ত্যাগ করিলেন না; তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল একঘুসিতে তাহার নেশা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ডাক্তারের হাত ধরিয়া পুনর্ব্বার টানাটানি করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট টানাটানির পর ডাক্তার বোকার্ল চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দীপালোকে সে লর্ড ওয়ারিংকে দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং উঠিয়া বসিবার জন্য একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না; সে শূন্য দৃষ্টিতে লর্ড ওয়ারিংএর মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, “লর্ড ওয়ারিং যে! আপনি কি মনে করিয়া এই অসময়ে—”

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, “তোমার এ কি রকম আক্কেল, ডাক্তার! আমার মেয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে, আর তুমি বাড়ী আসিয়া চণ্ডুর নেশায় চুর হইয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছ? এই কি তোমার মনুষ্যত্ব, এই কি তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান?—ধিক্ তোমাকে! যাহা

হউক, এখন আর তোমাকে তিরস্কার করিয়া কোন ফল নাই; এই মুহূর্ত্তে উঠিয়া আমার সঙ্গে চল।"

ডাক্তার বোকার্ল পুনর্ব্বার উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু গাত্রোত্থান দূরের কথা, সে সোজা হইয়া বসিতেও পারিল না, গালিচার উপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, এবং লর্ড ওয়ারিংএর দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল। লর্ড ওয়ারিং আর মহূর্ত্তকাল সেখানে না দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে তাহার অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইলেন।

লর্ড ওয়ারিং অন্ধকারপূর্ণ পথে আসিয়া ডাক্তার ইসোবেলের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; তিনি তাঁহার কন্যাটিকে মৃত্যু-শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছেন, এতক্ষণ সে জীবিত আছে কি না কে বলিবে? তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ডাক্তার ইসোবেলের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন। ডাক্তার ইসোবেল মার্সার একখানি সোফায় বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহার পরিচারিকা সেই রাত্রির জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছিল, অন্য পরিচারক বা পরিচারিকা সেখানে ছিল না।

লর্ড ওয়ারিং ব্যস্তভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীমতী ইসোবেলকে বলিলেন, "আমি লর্ড ওয়ারিং; আমার কন্যাটির আসন্নকাল উপস্থিত, আপনাকে দয়া করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

লর্ড ওয়ারিংএর কথা শুনিয়া শ্রীমতী ইসোবেল অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন, কারণ ডাক্তার বোকার্লের সহিত লর্ড ওয়ারিংএর ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; তিনি ডাক্তার বোকার্লকে না ডাকিয়া এই অন্ধকার রাত্রে স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ও ব্যাকুল ভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী ইসোবেল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে মুহূর্ত্তকাল বসিয়া রহিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া লর্ড ওয়ারিংকে বলিলেন, "আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না, চলুন আমার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করুন; রোগীর অবস্থার কথা শুনিয়া—"

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, "না, আর বসিব না, আর মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করিবার উপায় নাই। আমার প্রাণাধিকা কন্যার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহার জীবনের আশা অত্যন্ত অল্প।"

শ্রীমতী ইসোবেল বলিলেন, "তবে এখানেই আপনি বসুন; আমি আমার টুপি ও গায়ের কাপড় লইয়া এক মিনিটের মধ্যে আসিতেছি।"

লর্ড ওয়ারিং অনিচ্ছাসত্বেও অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন; ডাক্তার ইসোবেল বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইবার জন্য কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী ইসোবেলকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি লর্ড ওয়ারিংএর মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। ডাক্তার ইসোবেলের বয়স অধিক নহে; মুখখানি অতি সুন্দর, চক্ষুদুটি হাস্য প্রদীপ্ত, এবং মুখমণ্ডলে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন সুপরিস্ফুট; লর্ড ওয়ারিংএর বিশ্বাস হইল শ্রীমতী ইসোবেল এই সঙ্কটকালে বালিকার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ডাক্তার ইসোবেল যথাযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লর্ড ওয়ারিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি আপনাকে একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি জানি, ডাক্তার বোকার্ল্‌ই আপনার গৃহ চিকিৎসক; আপনি কি কোনও কারণে তাঁহাকে জবাব দিয়াছেন?"

লর্ড ওয়ারিং মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাহাকে জবাব দিয়াছি; কেবল জবাব দেওয়া নহে, তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ জীবনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইতে পারেন; কারণ আপনি জানেন না, ডাক্তার বোকার্লের কতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে! এই হতভাগা চণ্ডুর নেশায় উন্মত্ত হইয়া মনুষ্যত্ববঞ্চিত হইয়াছে। আমার প্রাণাধিকা কন্যা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পতিত আছে; এই হতভাগা ডাক্তার নেশা করিবার জন্য সেই অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে! কথা ছিল, আমি টেলিফোঁ করিবামাত্র সে আমার গৃহে উপস্থিত হইবে। আমি আমার কন্যার অবস্থা

খারাপ দেখিয়া তাহাকে টেলিফোঁ করিলাম ; কিন্তু তাহার কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তখন প্রাণের দায়ে এই অন্ধকার রাত্রে স্বয়ং তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, সে চণ্ডু টানিয়া নেশায় চুর হইয়া পড়িয়া আছে ! বিস্তর টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিলাম না ; অগত্যা আমাকে আপনার সাহায্য প্রার্থনায় এখানে আসিতে হইয়াছে।”

শ্রীমতী ইসোবেল লর্ড ওয়ারিংএর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, লর্ড ওয়ারিংএর কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; শেষে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, না, একথা বিশ্বাস হয় না ; ডাক্তার বোকাল চণ্ডুখোর ? আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন ! আপনার ভ্রম হয় নাই ত ?”

লর্ড ওয়ারিং বলিলেন, “যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকলই আপনাকে বলিলাম, আমি স্বচক্ষে তাহার হস্তে চণ্ডুর নল দেখিয়া আসিয়াছি। অহিফেন-ধূমে সেই কক্ষটি এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, সেখানে প্রবেশ করিয়া আমার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইয়াছিল ! যাহা হউক, আর কোন কথার আবশ্যক নাই, আপনি শীঘ্র চলুন ; এতক্ষণ মেয়েটা আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।”

শ্রীমতী ইসোবেল বলিলেন, “আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি ; কিন্তু আপনি রোগীর যেরূপ অবস্থার কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে খানিকটা অম্লজানের আবশ্যক হইবে ; আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছি, আপনি অগ্রসর হউন।”

লর্ড ওয়ারিং আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ডাক্তার ইসোবেলের বাড়ীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাগান ছিল ; লর্ড ওয়ারিং সেই বাগান পার হইয়া পথে আসিতে না আসিতেই ডাক্তার ইসোবেল তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে লর্ড ওয়ারিংএর বাসগৃহের দূরত্ব অধিক নহে ; কয়েক মিনিটের মধ্যে উভয়ে লর্ড ওয়ারিংএর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সর্দ্দার খানসামা দ্বার খুলিয়া দিল। ডাক্তার ইসোবেল লর্ড ওয়ারিংএর সঙ্গে রোগীর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত

হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ধাত্রী দূরে সরিয়া গেল; তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ।

ডাক্তার ইসোবেল বালিকার পাশে বসিয়া মুহূর্ত্ত কাল তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া লর্ড ওয়ারিং ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তবে কি মেয়েটার জীবনের আশা নাই?"

শ্রীমতী ইসোবেল বলিলেন, "না, আর মানুষের কোন হাত নাই।"

লর্ড ওয়ারিং হতাশভাবে বলিলেন, "তবে কি মারা গিয়াছে?" তিনি ডাক্তারের উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই কন্যার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালিকার দেহ তুষারশীতল, দেহে জীবনের চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তার বোকার্ল স্খলিত পদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার শ্রীমতী ইসোবেলকে রোগীর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল, অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রোগী কেমন?"

ডাক্তার বোকার্লের কথা শুনিয়া লর্ড ওয়ারিং ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বিকৃত স্বরে বলিলেন, "মারা গিয়াছে। আমার প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। তুমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলে হয় ত তাহার প্রাণ রক্ষা হইত। ডাক্তার বোকার্ল, তুমি আমার কন্যার হত্যাকারী।"

ডাক্তার বোকার্ল বলিল, "লর্ড ওয়ারিং, আপনি সংযতভাবে কথা বলিবেন; আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন।"

লর্ড ওয়ারিং অধীরভাবে বলিলেন, "তোমার মত ইতরের সহিত ভদ্রতা অনাবশ্যক; আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। তুমি আমার কন্যার হত্যাকারী নহ? আমার কন্যা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল, আর তুমি বাড়ী বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে চণ্ডু টানিতে লাগিলে! এইরূপেই কি রোগীর চিকিৎসা করে? তুমিই আমার কন্যার মৃত্যুর কারণ। শিশুহন্তা! তুমি আমার নিকট ভদ্রতা প্রত্যাশা করিতেছ? এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে

দূর হও, নতুবা আমি তোমাকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তুমি জীবনে আর আমার সম্মুখে আসিও না, আমি তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।”

ডাক্তার বোকার্ল বলিল, “মহাশয়, আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন, আপনার কন্যার মৃত্যুর জন্য আমাকে অনর্থক দায়ী করিতেছেন।”

লর্ড ওয়ারিং সক্রোধে বলিলেন, “যাও যাও! আর মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না। তুমি যে কি প্রকৃতির লোক, আজ তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার ন্যায় নরপশুকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; আমার সেই অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত ফল পাইয়াছি। কিন্তু তুমি মনে করিও না—আমি তোমাকে সহজে ছাড়িব। তুমি তোমার কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে, একথা আমি আমার মৃত কন্যার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতেছি। তোমাকে শাস্তি দান না করিলে আমি আমার কন্যার নিকট অপরাধী হইয়া থাকিব। আগামী কল্যই আমি আমার উইল পরিবর্ত্তিত করিব, নূতন উইল করিব, এবং সকলের নিকট তোমার আচরণের কথা প্রকাশ করিব; দেখিব, তুমি কিরূপে ডাক্তারী কর। তুমি এই মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাও, নতুবা তোমাকে জুতা মারিয়া তাড়াইয়া দিব।”

# মৌতাতে প্রমাদ

( গল্পারম্ভ )

## প্রথম পরিচ্ছেদ

লর্ড ওয়ারিংএর প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুর পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে।—এই তিন বৎসরে ক্ষুদ্র লল্‌হাম পল্লীতে অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই আখ্যায়িকার সহিত সেই সকল ব্যাপারের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই; সুতরাং আমরা এখানে সেই সকল অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লর্ড ওয়ারিং তাঁহার মৃতকন্যার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হন নাই। ডাক্তার বোকার্ল কি প্রকৃতির লোক, অহিফেনের নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া সে কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা তিনি সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং ডাক্তার বোকার্লকে আর কেহ না ডাকে—তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—ডাক্তার বোকার্লের যে কিছু পশার-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা অল্পদিনেই নষ্ট হইল; লোকে তাহাকে দেখিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইতে লাগিল। ডাক্তার বোকার্ল জনসাধারণের অবজ্ঞা, টিট্‌কারী, দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন প্রত্যূষে সকলের অজ্ঞাতসারে লল্‌হাম হইতে পলায়ন করিল।

লেডি ডাক্তার শ্রীমতী ইসোবেল অল্পদিনেই লর্ড ওয়ারিংএর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্রী হইলেন; তিনিই অতঃপর লর্ড ওয়ারিংএর গৃহচিকিৎসকের পদ লাভ করিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, এবং সুচিকিৎসায় গ্রামে

তাঁহার অখণ্ড পশার হইল। সকলের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি। লর্ড ওয়ারিং তাঁহার এতই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি ডাক্তার ইসোবেলের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

কন্যার মৃত্যুতে লর্ড ওয়ারিং মনে এতই আঘাত পাইলেন যে, অল্পদিনেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তাঁহার বয়স তেমন অধিক না হইলেও অকাল বার্দ্ধক্যে তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে একদিন তাঁহার অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল; তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া ডাক্তার ইসোবেল তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। লর্ড ওয়ারিং তখন শয্যাগত। ডাক্তার ইসোবেল তাঁহার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার বক্ষের স্পন্দন রহিত হইতে পারে। ডাক্তার ইসোবেল স্থির করিলেন, আর বিলম্ব না করিয়া হৃদরোগের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত সার চার্লস্ রিডারকে আনাইয়া তাঁহার হস্তে লর্ড ওয়ারিংএর চিকিৎসার ভার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সার চার্লস্ রিডার লণ্ডনের বিখ্যাত চিকিৎসক; হৃদরোগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া সমগ্র ইংলণ্ডে তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। তিনি দৈনিক সহস্র মুদ্রা দর্শনী লইয়া লল্হামে লর্ড ওয়ারিংএর চিকিৎসা করিতে আসিলেন।—তিনি মোটর গাড়ীতে লণ্ডন হইতে লল্হামে উপস্থিত হইলেন, এবং লর্ড ওয়ারিংএর রোগ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ইসোবেলের সহিত চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।—তাহার পর তিনি ডাক্তার ইসোবেলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

সার চার্লস্ রিডার মিস্ ইসোবেল মার্সারের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মিস্ মার্সার, আমি যতদূর বুঝিয়াছি—তাহাতে বোধ হয় লর্ড ওয়ারিংএর সুচিকিৎসা হইলে ও তিনি সাবধানে থাকিলে আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতে পারেন; কিন্তু উপস্থিত তাঁহার যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। সুখের বিষয় আপনি ঠিক সময়েই আমার পরামর্শ গ্রহণের

ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি কল্যই পুনর্ব্বার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিব।—আপনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।"

সার চার্লসের ন্যায় বহুদর্শী সুবিখ্যাত চিকিৎসকের এই প্রশংসায় মিস মার্সারের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সার চার্লসের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

সার চার্লস বলিলেন, "আমি ঔষধের যে ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিব, আপনি তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবেন; বিশেষতঃ, মর্ফাইনের (অহিফেন-সার) পরিমাণ সম্বন্ধে আপনি খুব সতর্ক থাকিবেন।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "এজন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।—আমি এই ঔষধ যে পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছি. আপনি কি তাহার অনুমোদন করেন না?"

সার চার্লস বলিলেন, "নিশ্চয়ই করি; তবে আপনি লক্ষ্য রাখিবেন—কোন কারণে উহার পরিমাণ যেন বর্দ্ধিত না হয়। লর্ড ওয়ারিংএর রোগ ঠিক সাধারণ রোগ নহে; তাঁহার হৃদ্‌রোগের যে সকল লক্ষণ দেখিলাম, সহস্র জনের মধ্যে একজন রোগীরও ঠিক এরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আমি ত ঠিক এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট রোগী এ পর্য্যন্ত একটিও পাই নাই।—রোগের জটিলতা অত্যন্ত অধিক। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র ও মূত্রাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে মর্ফাইনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে;—কিন্তু পরিমাণ বিন্দুমাত্র অধিক হইলেই ফল বিষময় হইবে।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "মাত্রাধিক্যে প্রাণ-সংশয় সম্ভব মনে করেন কি?"

সার চার্লস্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই।—মাত্রাধিক্য হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোগ সাধারণ নহে; যাহা হউক, আমি আপনার সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আপনি যথার্থই ভাগ্যবতী।"

মিস্ মার্সার লজ্জারক্তিম মুখে বলিলেন, "আপনি একথা বলিতেছেন কেন আমার কি সৌভাগ্য দেখিলেন ?"

সার চার্লস্ রিডার বলিলেন, "আজ লর্ড ওয়ারিংএর মুখে তিন বৎসর পূর্ব্বের একটা ঘটনার কথা শুনিলাম; লর্ড ওয়ারিং আপনার সদ্গুণের বড়ই পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার উইলে ডাক্তার বোকার্লকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই উইল রদ করিয়া ডাক্তার বোকার্লের পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণ টাকা আপনাকেই প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

মিস্ ইসোবেল মার্সার বলিলেন, "হাঁ, আমার প্রতি লর্ড ওয়ারিংএর বড়ই স্নেহ; তিনি তাঁহার নূতন উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানি। কিন্তু এই বিপুল অর্থ হস্তগত করিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, কারণ এই আগ্রহের অর্থ লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু কামনা।—তিনি যাহাতে অচিরে রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবি হইতে পারেন,—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। আমার এরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ আর কেহই নাই; আমি তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করি।—যাহা হউক, এখন আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আশা করি আগামী কল্য বেলা দুইটার সময় পুনর্ব্বার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।—প্রত্যুষেই আমি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লর্ড ওয়ারিংএর নিকট পাঠাইব।"

সার চার্লস রিডার টুপি খুলিয়া মিস্ ইসোবেল মার্সারকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার মোটর গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; মোটরখানি লণ্ডনাভিমুখে ধাবিত হইল।

ডাক্তার ইসোবেল মার্সার প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুইটি ছোট ছোট পোষা কুকুর ও একটি পারস্য দেশীয় সুবৃহৎ বিড়াল তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া খেলা করিতে লাগিল। তিনি এই বিড়াল-কুকুরগুলিকে বড়ই ভালবাসিতেন, এবং স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার দিতেন। কুকুর ও বিড়াল ভিন্ন তাঁহার একটি পোষা টিয়া পাখী ছিল; পাখীটির

অনেক বয়স হইয়াছিল, এবং তাহার মস্তকের সমস্ত পালক উঠিয়া গিয়াছিল। এই পাখীটি ঠিক মানুষের মত কথা কহিতে পারিত।

ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের শয়ন-কক্ষে একটি দাঁড়ের উপর পাখীটি বসিয়াছিল। তাহার নাম ডোডো। ডোডো ইসোবেলকে দেখিবামাত্র ডানা নাড়িয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, "ইসোবেল আসিয়াছ? খাবার কোথায়? পুষ, পুষ, আয়! মিউ মিউ।"

ইসোবেল বলিলেন, "ডোডো, তুই বড় পেটুক; কিছুতেই তোর পেট ভরে না।"—ইসোবেল ডোডোর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর চেয়ারে বিশ্রাম করিতে বসিলেন; তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল শ্রান্তি দূর করিয়া ইসোবেল তাঁহার ডেস্ক হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এই পত্রখানি নিউইয়র্ক সহর হইতে আসিয়াছিল। পত্র-লেখক লিখিয়াছিলেন, তিনি নিউইয়র্ক হইতে লিভারপুলে আসিতেছেন; লিভারপুলে উপস্থিত হইয়া সেখানকার কোন্ হোটেলে বাসা লইবেন, অন্য পত্রে সে সংবাদ জানাইবেন।

এই পত্রখানি প্রণয়-পত্র; পত্রলেখক পত্রে প্রেমপূর্ণ ভাষায় যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আনন্দে ও লজ্জায় ইসোবেলের মুখ আরক্তিম হইল; তিনি দুই-তিনবার পত্রখানি পাঠ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তম জ্যাক্ দীর্ঘকাল পরে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কতই সুখী হইব! কিন্তু আমার আশঙ্কা, আমি তাঁহার নিকট অধিক সময় থাকিতে পারিব না। এখন আমার হাতে অনেক রোগী আছে। নিজের সুখের জন্য তাহাদের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিলে চলিবে না। আপাততঃ লর্ড ওয়ারিংএর ঔষধের ব্যবস্থাপত্রখানি লিখিয়া রাখি, প্রত্যূষে উহা আমার কম্পাউণ্ডার জেমিসনকে দিব; সে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে। আজ রাত্রে আহারের পর একটু পড়াশুনা করা যাইবে, তাহার পর নিদ্রা; আজ বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি।"

অনন্তর ডাক্তার ইসোবেল তাঁহার নোটবহি বাহির করিয়া তাহার এক পৃষ্ঠায় সার চার্লসের ব্যবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন ; এবং কোনও প্রকার ভ্রমপ্রমাদ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থাপত্রখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার ইসোবেলের পরিচারিকা সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার ভাই রাল্‌ফ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

ডাক্তার ইসোবেলের ভ্রাতা রাল্‌ফের বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক নহে, সে ইসোবেলের দুই বৎসরের ছোট। এই যুবক লণ্ডনের কোনও ব্যাঙ্কে খাতাঞ্চীর কাজ করিত। সে লণ্ডন হইতে তাহার দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

ভ্রাতার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইসোবেল সহর্ষে বলিলেন, "রাল্‌ফ আসিয়াছে! কোথায় সে? তাহাকে শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দাও।"

ইসোবেলের কথা শেষ হইতে না হইতেই রাল্‌ফ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি, আমি দাসীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসিলাম।"

ইসোবেল সস্নেহে ভ্রাতাকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "রাল্‌ফ, তোমাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কিন্তু তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন? আজ রাত্রেই কি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবে? তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাইতেছে ; কি হইয়াছে ভাই বল। এরাত্রে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে তোমার বোধ হয় বড় কষ্ট হইবে।"—ইসোবেল উভয় হস্তে তাঁহার সহোদরের কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন।

রাল্‌ফ বিমর্ষভাবে বলিলেন, "দিদি, আর যদি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে না হইত, তাহা হইলে ত বাঁচিয়া যাইতাম।"

পরিচারিকাটি পূর্ব্বেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। ইসোবেল রাল্‌ফের

কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন, সাগ্রহে বলিলেন, "এরূপ কথা কেন বলিতেছ ভাই! কি হইয়াছে সকল কথা খুলিয়া বল। তোমার ভাব দেখিয়া আমার ভাল বোধ হইতেছে না; যদি তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

রাল্‌ফ বলিল, "না, ঔষধের আবশ্যক নাই, আমার শরীর ভালই আছে। রোগ আমার মনে, ঔষধে কি উপকার হইবে? দিদি, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।"

রাল্‌ফ ইসোবেলের হাত ছাড়াইয়া অদূরবর্ত্তী একখানি চেয়ারে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং পুনর্ব্বার হতাশভাবে বলিল, "এবার বুঝি আমার রক্ষা নাই!"

রাল্‌ফের কথা শুনিয়া ইসোবেলের মুখমণ্ডল হঠাৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। ব্যাপারখানা কি, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "রাল্‌ফ, আবার সেই কাণ্ড?"

রাল্‌ফ বিরক্তিভরে বলিল, "তুমি বুঝি বক্তৃতা আরম্ভ করিবে? না, আমার বক্তৃতা শুনিবার সময় নাই, সে ইচ্ছাও আমার নাই; আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, বোধ হয় আমি পাগল হইয়া যাইব! এখন আমার মাথার ঠিক নাই।"

ইসোবেল মৃদুস্বরে বলিলেন, "টাকার জন্য আসিয়াছ বুঝি?"

রাল্‌ফ বলিল, "ঠিক বুঝিয়াছ দিদি, টাকার জন্যই আসিয়াছি। টাকা চাই, নতুবা কালই আমাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করিবে।"

ইসোবেল সভয়ে বলিলেন, "পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করিবে?—তোমার অপরাধ কি?"

রাল্‌ফ বলিল, "অপরাধ অতি সামান্য, আমি ব্যাঙ্কের তহবিল ভাঙ্গিয়াছি। টাকা লইয়া জুয়া খেলিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, জুয়ায় অনেক টাকা লাভ হইবে, তখন তহবিলের টাকা তহবিলে রাখিয়া দিব, লাভের টাকায় স্ফূর্ত্তি করিব; কিন্তু লাভ হওয়া দূরের কথা, সমস্ত টাকাই হারিয়াছি!"

ইসোবেল ভ্রাতার কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাঙ্কের কত টাকা ভাঙ্গিয়াছ?"

রাল্‌ফ বলিল, "তেমন অধিক টাকা নহে, মোটে পনের হাজার! এ টাকা কাল আফিসে ফিরিয়া তহবিলে রাখিতে না পারিলে আমাকে কারাদণ্ড হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। এ টাকা আর কোথাও সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; এখন যদি তুমি আমাকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

ইসোবেল বলিলেন, "পনের হাজার টাকা! কি সর্ব্বনাশ, এত টাকা আমি কোথায় পাইব?"

রাল্‌ফ বলিল, "তুমি এত বড় ডাক্তার, এই টাকা কয়টি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না?"

ইসোবেল হতাশভাবে বলিলেন, "অসম্ভব!—ব্যাঙ্কে আমার তিন হাজার টাকামাত্র গচ্ছিত আছে।—আর বার হাজার টাকা কোথায় পাইব?"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি যে তোমার ভরসাতেই আসিয়াছিলাম। টাকা কালই যে চাই! অডিটার আসিয়া তহবিল দেখিতে চাহিলেই সর্ব্বনাশ।"—রাল্‌ফ আর কোন কথা বলিতে পারিল না; উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—ইসোবেল তাহাকে কি বলিয়া শান্ত করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রাল্‌ফ হঠাৎ মুখ তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "টাকাগুলি না পাইলে আমাকে জেলে যাইতে হইবে, আমাদের বংশের সুনাম নষ্ট হইবে; তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যদি আমি টাকা না পাই, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিব; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। দিদি আমাকে বাঁচাও। তুমি চেষ্টা করিলে এ টাকা কোথাও কর্জ্জ করিয়া আমাকে দিতে পার।"

ইসোবেল মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর উঠিয়া গিয়া রাল্‌ফের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন; তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "রাল্‌ফ, ভাই! কেন তোমার এ দুর্ম্মতি হইল? এমন অন্যায় কাজ কেন করিলে?

তুমি কি জান না জুয়াখেলায় ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই ? জুয়া খেলিয়া কেহ এপর্য্যন্ত লাভবান হইতে পারে নাই ; এ ফাঁদে যাহারা পা দিয়াছে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে ! যাহা হউক, তুমি এখন আধ ঘণ্টাখানেক বাহিরে ঘুরিয়া এস, নির্জ্জনে আমাকে একটু চিন্তা করিতে দাও।—কিরূপে তোমাকে বাঁচাইব, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ইসোবেলের কথা শুনিয়া রাল্‌ফ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। সে ধীরে ধীরে সেই কক্ষের রুদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া কয়েক মিনিট বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।—ইসোবেল অন্যমনস্ক ভাবে তাঁহার ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন ; অন্ধকার রাত্রি, বাতায়নটি খোলা আছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিলেন না। সেই বাতায়ন-পথে বাহিরের শীতল বায়ু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চোখে মুখে লাগিতে লাগিল, তথাপি মুক্ত বাতায়নের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না ; তখন তিনি ঘোর অন্যমনস্ক !

ইসোবেল অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এখন করি কি ? ছোঁড়াটাকে কি করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা করি ?—একটা মাত্র উপায় আছে। আমার প্রিয়তম জ্যাক ধনবান, তাঁহার অর্থের অভাব নাই ; এই টাকা কি তাঁহার নিকট হইতে কর্জ্জ করিব ?—আমি কর্জ্জ চাহিলে তিনি পত্রপাঠ টাকাগুলি আমাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

ইসোবেল পাঁচমিনিট কাল এই কথা চিন্তা করিলেন।—প্রিয়তম প্রণয়ীকে পত্র লেখাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন ; ইহা ভিন্ন যে অন্য উপায় কিছুই নাই। ইসোবেল ডেস্ক হইতে তাঁহার প্রিয়তমের পত্রখানি বাহির করিয়া, আর একবার তাহা পাঠ করিলেন ; পত্রে জ্যাকের লিভারপুলস্থ ঠিকানা লিখিত ছিল।—তাঁহার সেই ঠিকানাতেই পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। —পত্রে তিনি তাঁহার ভ্রাতার বিপদের কথা খুলিয়া লিখিলেন ; এবং পনের

হাজার টাকা অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত না হইলে হতভাগ্য রাল্ফকে জেলে যাইতে হইবে, তাহাও লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু পত্রখানি শেষ করিয়াই তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।—হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "এ আমি করিতেছি কি? আমার পত্র পাইয়া জ্যাক নিশ্চয়ই টাকাগুলি পাঠাইবেন; কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহা থাকিবে কি?—এরূপ পত্র লেখা আমার পক্ষে কি যথেষ্ট হীনতার পরিচয় নহে?—আমার ভ্রাতা চোর! চোরের ভগিনীকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন,—তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এ কথা স্মরণ করিয়া কি তাঁহার হৃদয় অনুশোচনায় পূর্ণ হইবে না?—না, আমি তাঁহাকে এ পত্র পাঠাইব না; আমি প্রাণ গেলেও তাঁহার নিকট টাকা ধার চাহিব না।"—মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া, তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রণয়ীর যে পত্র পাইয়াছিলেন—এই উভয় পত্রই ডেস্কের ভিতর পুরিয়া রাখিলেন; তাহার পর অন্য কি উপায়ে এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, আর আধঘণ্টা পরে যে ট্রেণ লল্হাম ষ্টেশন হইতে লণ্ডনে যাইবে, সেই ট্রেণে তিনি লণ্ডনে যাত্রা করিবেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কোন একজন মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তাহাকে বলিবেন, লর্ড ওয়ারিং তাঁহার উইলে তাঁহাকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর পর এই টাকা তাঁহার হস্তগত হইবে। তখন সুদ সমেত পনের হাজার টাকার দেনা শোধ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না।—তাঁহার কথা শুনিয়া মহাজন নিশ্চয়ই তাঁহাকে পনের হাজার টাকা কর্জ্জ দিবে। তাঁহার কথায় নির্ভর করিতে পারে, এরূপ মহাজন লণ্ডনে না আছে এমন নহে। সে সম্ভবতঃ কিছু বেশী সুদের দাবী করিবে; কিন্তু সে যে-সুদই দাবী করুক, তাহাতে সম্মত হইয়াই তিনি টাকা লইবেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সহোদরকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া ইসোবেল চেয়ার হইতে উঠিলেন। লর্ড ওয়ারিংএর ঔষধের ব্যবস্থাপত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি ব্যবস্থাপত্রখানি তুলিয়া লইয়া তাহা তাঁহার লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিতে চলিলেন।

ডাক্তার ইসোবেলের সিন্দুকের চাবি সাধারণ সিন্দুকের চাবির মত নহে; তাহার তালার উপর কতকগুলি সংখ্যা খোদিত ছিল, কয়েকটি সংখ্যার সমাবেশে চাকা ঘুরাইয়া তালা বন্ধ করিতে হইত। সেই সকল সংখ্যা সমরেখায় না আসিলে সিন্দুক খুলিবার উপায় ছিল না। কোন্ সংখ্যার পর কোন্ সংখ্যা ঘুরাইয়া সিন্দুক বন্ধ করা হইয়াছে—তাহা যে না জানিত, সে সিন্দুক খুলিতে পারিত না।

লর্ড ওয়ারিংএর ঔষধের ব্যবস্থাপত্রখানি এই সিন্দুকে বন্ধ করিয়া ডাক্তার ইসোবেল ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, তাহার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রির ট্রেণে লণ্ডনে যাত্রা করিবেন; এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু লণ্ডনের কোনও হোটেলে বাস করিয়া প্রভাতে কোনও মহাজনের নিকট গিয়া টাকা কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, যদি তিনি লণ্ডনের কাজ শেষ করিয়া বেলা দশটার ট্রেণে গ্রামে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলেও ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া, লর্ড ওয়ারিংকে ঠিক সময়েই তাহা প্রেরণ করা চলিবে; এবং তিনি সার চার্লস্ রিডারের সহিত লর্ড ওয়ারিংকে দেখিতে যাইতেও পারিবেন।

পর দিন বেলা এগারটার সময় সার চার্লস্ রিডার লন্‌হামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য 'ব্লু বিয়ার হোটেলে' প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি এই হোটেলে দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে লর্ড ওয়ারিংএর গৃহে গমন করিবেন; মোটরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাড়াতাড়ি রোগী দেখিতে যাওয়া অপেক্ষা হোটেলে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া রোগীর নিকট গমন করাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

সার চার্লস হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র হোটেলের সর্দ্দার খানসামা তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনি এখানে আসিয়াছেন মনে করিয়া জমিদার-বাড়ী হইতে টেলিফোঁতে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল। আপনি লণ্ডনে আসিয়া প্রথমে এখানেই উঠিবেন, ইহা বোধ হয় পূর্ব্বেই স্থির ছিল?"

সার চার্লস বলিলেন, "হাঁ, আমি সেইরূপই বলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু তাড়াতাড়ি আমার খোঁজ পড়িল কেন? বেলা একটার পর আমার সেখানে যাইবার কথা। লর্ড ওয়ারিংএর অবস্থা কি খারাপ হইয়াছে?"

সর্দ্দার খানসামা বলিল, "হাঁ, মহাশয়! জমিদার-বাড়ী হইতে শুশ্রূষা-কারিণী তিনবার আপনার খোঁজ করিয়াছে, বলিয়াছে, আপনি শীঘ্র সেখানে উপস্থিত না হইলে রোগীর প্রাণরক্ষার আশা নাই। টেলিফোঁ করিবার পর সে বাগানের মালীকে আপনার সন্ধানে পাঠাইয়াছিল।"

সার চার্লস রিডার এই কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ব্যাপার কি, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদিও তিনি পূর্ব্বদিন লর্ড ওয়ারিংএর অবস্থা সঙ্কটজনক দেখিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় ছিল না যে, চব্বিশঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

যাহা হউক, সার চার্লস হোটেল হইতে টেলিফোঁ করিয়া সংবাদ লইতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি হোটেলের বাহিরে আসিলেন; এবং গাড়ী-বারান্দায় নামিয়া তাঁহার মোটরে চড়িয়া বায়ুবেগে লর্ড ওয়ারিংএর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লর্ড ওয়ারিংএর গৃহে উপস্থিত হইতে অধিক সময় লাগিল না।

লর্ড ওয়ারিংএর গৃহদ্বারে সর্দ্দার খানসামার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; সে সজলনেত্রে ম্লানমুখে অস্ফুটস্বরে তাঁহাকে কি বলিল, কিন্তু সার চার্লস তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে রোগীর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। শুশ্রূষাকারিণী লর্ড ওয়ারিংএর শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল;

সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "সার চার্লস, আপনি অনর্থক আসিয়াছেন ; সব শেষ হইয়া গিয়াছে।"

সার চার্লস লর্ড ওয়ারিংএর মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট শব্দ করিলেন ; তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। লর্ড ওয়ারিংএর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি বিস্মিত হন নাই, তাঁহার বিস্ময়ের অন্য কারণ ছিল।

সার চার্লস বলিলেন, "কতক্ষণ লর্ডের মৃত্যু হইয়াছে ?"

শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "আপনার আসিবার অল্পকাল পূর্ব্বে ; এখনও বোধ হয় তিন মিনিট হয় নাই।"

সার চার্লস মৃত লর্ডের ললাটে হস্তার্পণ করিলেন, দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ; ঘর্ম্মধারায় ললাট তখনও সিক্ত রহিয়াছে। কেবল ললাট নহে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রচুর ঘর্ম্মে ভিজিয়া গিয়াছিল।

সার চার্লস নিস্তব্ধভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া শুশ্রূষাকারিণীকে রুক্ষস্বরে বলিলেন, "ঔষধের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইয়াছ ?"

শুশ্রূষাকারিণী অসন্তোষ ভরে বলিল, "আপনি বলিতেছেন কি ? আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই ! আমি রোগীর শুশ্রূষা করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলাম, আমি এরকম ভুল করিব ?—উঁহাকে ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করাইয়াছি, মাত্রাধিক্য হয় নাই।"

সার চার্লস বলিলেন, "ডাক্তার মার্সার কোথায় ? তাঁহাকে কি এখানে আসিবার জন্য টেলিফোঁ করা হয় নাই ?"

শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "হাঁ, সকালেই টেলিফোঁ করা হইয়াছিল, তাহার পরও তাঁহার সংবাদ লওয়া হইয়াছে ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কল্য রাত্রেই তিনি লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন ; আমাদিগকে কোনও সংবাদ দিয়া যান নাই, এখন পর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়াও আসেন নাই। মহাশয়, লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম ; কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ; পারিবারিক চিকিৎসককে পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না ! বড়ই

দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমার দোষ কি বলুন? আপনারা যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত সেবন করাইয়াছি, তবে আপনি কেন বলিতেছেন যে, নির্দিষ্ট মাত্রার অপেক্ষা অধিক ঔষধ পড়িয়াছে?"

সার চার্লস বলিলেন, "রোগে লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হয় নাই, অতিরিক্ত পরিমাণে মর্ফাইন প্রয়োগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছি; এ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।"

অতঃপর ডাক্তার সার চার্লস্ রিডার ক্ষুণ্ণমনে লর্ড ওয়ারিংএর অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচ্ছদবর্ণিত ঘটনার দিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন কক্ষে বসিয়া একখানি ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ; এমন সময় বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তিনি তাঁহার অনুচর স্মিথকে আগন্তুকের পরিচয় জানিবার জন্য আদেশ করিলেন। স্মিথ দুই মিনিট পরে তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া জানাইল, মিঃ গাভি নামক একজন মার্কিন ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।—লোকটির বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের অধিক নহে ; দেখিয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দান করিলে, ভদ্রলোকটি মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুই একপদ অগ্রসর হইয়া মিঃ গাভিকে বলিলেন, "আসুন মহাশয়! আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক বলিতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, ভদ্রলোকটির মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাঁহার ভাব দেখিয়াই বোধ হইল, তিনি কোনও সঙ্কটে পড়িয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন।

মিঃ গাভি বলিলেন, "আপনারই নাম কি মিঃ রবার্ট ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ মহাশয়।"

মিঃ গাভি বলিলেন, "আমার নাম জ্যাক, পি, গাভি ; নিউইয়র্কে আমার নিবাস। মিঃ ব্লেক, আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার প্রণয়িনী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন ; আপনি যদি তাঁহাকে এই বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আমি বোধ হয় পাগল হইয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না, শান্ত হউন ; আপনি দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন, ঐ চেয়ারে বসুন।"

মিঃ জ্যাক গাভি হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাঁহার হাত দুইখানি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। মিঃ ব্লেক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া একগ্লাস সোডা মিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "এটুকু পান করুন, আপনার শরীর সুস্থ হইবে।"

মিঃ গাভি একনিশ্বাসে তাহা পান করিলেন, অনন্তর তিনি গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কি ধূমপানের অভ্যাস আছে?"

মিঃ গাভি বলিলেন, "হাঁ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কি পছন্দ করেন, সিগারেট না চুরুট?"

মিঃ গাভি বলিলেন, "সিগারেট।"

মিঃ ব্লেক সিগারেটের বাক্সটি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আপনি অগ্রে ধূমপান করুন; আপনার মন স্থির হইলে সকল কথা শুনিব।"

মিঃ গাভি বলিলেন, "আপনাকে সকল কথা না বলিয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, অগ্রে ধূমপান শেষ করুন।"

মিঃ গাভি নিঃশব্দে ধূমপান শেষ করিলে, মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন বলুন আপনার কি বলিবার আছে।"

মিঃ গাভি বলিলেন, "মহাশয়! আমি অত্যন্ত বিপন্ন; আমি আজ লিভারপুল হইতে এসেক্সের লন্‌হাম নামক গ্রামে আমার প্রণয়িনীকে দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহাকে কোন সংবাদ না দিয়াই হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হই। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; আমার প্রিয়তমা নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথচ সংবাদ-পত্রে ত এ সম্বন্ধে কোন কথা বাহির হয় নাই!"

মিঃ গাভি বলিলেন, "না, পুলিশ এ সকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেয় নাই; কিন্তু ইহার পরিণাম যে কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! মহাশয়, আমার মাথার ঠিক নাই। জানি না কি পাপে নিরপরাধের এই বিড়ম্বনা; কিন্তু ইসোবেল সত্যই নির্দ্দোষী।—আমি সপথ করিয়া বলিতেছি তাহার কোন অপরাধ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে আর আপনি এত ভয় পাইতেছেন কেন? তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়ই অসম্ভব হইবে না। যাহা হউক, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা আমাকে সবিস্তারে বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিবেন না।—আমি বিনাপ্রতিবাদে আপনার সমস্ত কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছি। যদি আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে,—আপনার কথা শেষ হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিব।"

মিঃ গাভি বলিলেন, "আপনার আশ্বাস বাক্যে আমার মন অনেকটা স্থির হইয়াছে। শুনিয়াছি আপনার অসামান্য ক্ষমতা; আপনি বলুন, দয়া করিয়া নিরপরাধ বিপন্নের পক্ষ অবলম্বন করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি নিরপরাধ বিপন্নের উদ্ধারের জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; ইহাই আমার জীবনের ব্রত। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বহুবার আমার চেষ্টা সফলও হইয়াছে; কিন্তু আপনার নিকট অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত ঘটনা সমস্তই শুনিতে চাই।—আমার বিশ্বাস, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব।"

মিঃ গাভি বলিলেন, "ক্ষুদ্র ললহাম গ্রামখানি পুলিশ-কর্ম্মচারীতে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমি একটিও মানুষের মত মানুষ দেখিতে পাইলাম না, সকলগুলিই সমান নিরেট! যদি ইংলণ্ডের সমস্ত পুলিশ এই প্রকার বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলে হতভাগিনী ইসোবেলের জীবনের আশা নাই; তাঁহার ফাঁসি হইবে একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস, তাঁহাকে এই মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করিবার

যদি কাহারও শক্তি থাকে—তবে আপনারই সে শক্তি আছে ; এই জন্যই আজ আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "আমি ওয়াসিংটন নগরের মিঃ সিলাস্ অগাটির নিকট আপনার কার্য্যদক্ষতার কথা শুনিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সপরিবারে ইউরোপ-ভ্রমণে আসিলে, কোন দুষ্টলোক অসদুদ্দেশ্যে তাঁহার শিশুকন্যাকে চুরি করিয়াছিল। আপনি কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। বোধ হয় সে কথা আপনার স্মরণ আছে। মিঃ অগাটির পরামর্শেই আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া যদি কোনও বিপদে পড়ি, তাহা হইলে যেন সর্ব্বাগ্রে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হই। তখন জানিতাম না যে, আমাকে হঠাৎ এভাবে বিপন্ন হইতে হইবে।

"আমি অদ্য বেলা এগারটার পর লণ্ডনে পদার্পণ করি ; তাহার অব্যবহিত পরেই লল্হাম গ্রামে যাত্রা করি। আমার প্রিয়তমা ইসোবেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই সেখানে গমন করিয়াছিলাম। ইসোবেল ডাক্তারী করেন। আমি লল্হামে উপস্থিত হইয়া ইসোবেলের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, পুলিসে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে ! কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম,ইসোবেল একটি রোগীর জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই ঔষধে বিষের মাত্রাধিক্য হওয়ায় রোগীর মৃত্যু হইয়াছে ! ইসোবেলের বিরুদ্ধে নরহত্যার প্রকাশ্য অভিযোগ না হইলেও পুলিসের সন্দেহ হইয়াছে, তিনি স্বেচ্ছায় এই কাজ করিয়াছেন। এরূপ সন্দেহের কারণও আছে ; ইসোবেল যে রোগীর জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই রোগীটির নাম লর্ড ওয়ারিং। লর্ড ওয়ারিং তাঁহার উইলে লিখিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর ইসোবেল অনেকগুলি টাকা পাইবেন। পুলিস প্রমাণ পাইয়াছে লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইসোবেলের হঠাৎ অনেক টাকার আবশ্যক হইয়াছিল।"

মিঃ গার্ভি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইসোবেল গতরাত্রে হঠাৎ লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন !

সকালেই তাঁহার লণ্ডনে প্রত্যাগমন করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। উপরে যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানির কথা বলিলাম, তাহা তাঁহার সিন্দুকে বন্ধ ছিল; সাঙ্কেতিক সংখ্যাবিশিষ্ট তালাদ্বারা এই সিন্দুক বন্ধ ছিল। সিন্দুক খুলিবার সে সঙ্কেত অন্যে জানিত না; সুতরাং অন্য লোকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সিন্দুক খুলিয়া ব্যবস্থাপত্রখানির পরিবর্ত্তন করিবে আদৌ তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ব্যবস্থাপত্রখানি সিন্দুকে আবদ্ধ না থাকিলে সহজেই মনে হইত, কোন দুষ্ট লোক তাঁহার বা রোগীর অনিষ্টসাধনের জন্য ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। ডাক্তার ইসোবেল যে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া লণ্ডনে চলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ রোগীর জন্য কিরূপে প্রেরিত হইল? আপনিই ত বলিলেন, সাঙ্কেতিক সংখ্যার সমাবেশ ভিন্ন সিন্দুক খুলিবার উপায় ছিল না; কোন্ কোন্ সংখ্যার সমাবেশে সিন্দুক বন্ধ হইয়াছিল তাহা জানা না থাকিলে অন্যের পক্ষে ইহা খোলা অসম্ভব।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "সেই কথাই আপনাকে বলিতে যাইতেছিলাম। মিস্ ইসোবেল মার্সার লণ্ডন হইতে তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে টেলিগ্রাম করেন; সেই টেলিগ্রামে কোন্ কোন্ সংখ্যার সমাবেশে সিন্দুক খুলিতে হয়, তাহা জানাইয়াছিলেন; তদনুসারে কম্পাউণ্ডার সিন্দুক খুলিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি বাহির করিয়া লয়, ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লর্ড ওয়ারিংএর বাড়ীতে প্রেরণ করে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর কি হইল বলুন।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "টেলিগ্রামখানি আজ সকালে চেয়ারিংক্রস্ টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বিলি হইয়াছিল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, কম্পাউণ্ডারই প্রকৃত অপরাধী, তাহার দোষেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সে বেচারার কোন দোষ নাই। টেলিগ্রামখানি মিস্ ইসোবেল মার্সারের দাসী রসিদ দিয়া লইয়া কম্পাউণ্ডারের হস্তে প্রদান করে, কম্পাউণ্ডারটি

বৃদ্ধ, তাহাকে দুইদিন পূর্ব্বে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে ; কারণ, যে যুবকটি তাঁহার কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিত, সে সৈন্যদলে যোগদান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার জেমিসন টেলিগ্রামখানি পাইয়াই ইসোবেলের দাসীর সম্মুখে সিন্দুকটি খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ করিয়াছিল। জেমিসন বহুদর্শী কম্পাউণ্ডার ; সে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ করিয়াই ইসোবেলের পরিচারিকাকে বলিয়াছিল, এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে যে পরিমাণ বিষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তৎ অধিক পরিমাণ বিষ উদরস্থ করিয়া বাঁচিয়া থাকা কোন মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব মনে হয় না ; কারণ, ষাট ফোঁটা মর্ফাইন একখানি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পক্ষে অত্যন্ত সাংঘাতিক। এই কথা শুনিয়া ইসোবেলের পরিচারিকা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি স্বয়ং পাঠ করে ; সে দেখিয়াছিল সত্যই ষাট ফোঁটা মর্ফাইনের উল্লেখ আছে ! সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কম্পাউণ্ডার এই ঔষধের মাত্রাধিক্যের জন্য দায়ী নহে। সিন্দুক খুলিবার সময় দাসী উপস্থিত না থাকিলে এবং সে স্বয়ং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ না করিলে কম্পাউণ্ডারটিকেই সন্দেহ হইত।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিঃ গার্ভি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ইহাই অভিযোগের স্থূল বৃত্তান্ত। প্রথমে মনে হইয়াছিল, মিস ইসোবেল মার্সার ভ্রমক্রমে মর্ফাইনের এইরূপ সাংঘাতিক মাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমি ইসোবেলকে বেশ ভালই জানি ; তাঁহার বুদ্ধি স্থির, ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিবার সময় তিনি তাহা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লিখিয়া থাকেন ; এবং লিখিবার পর তাহা দুই তিনবার পাঠ না করিয়া তাড়াতাড়ি কম্পাউণ্ডারের হস্তে প্রদান করেন না। এ অবস্থায় তিনি ভ্রমক্রমে বিষের মাত্রা অসম্ভব অতিরিক্ত লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না ; কিন্তু স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর সিল্‌ভেষ্টার অনুমান করিয়াছেন, মিস্ ইসোবেল মার্সার ইচ্ছা করিয়াই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে মর্ফাইনের সাংঘাতিক মাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন ! তাঁহার ধারণা, লর্ড ওয়ারিং তাঁহার উইলে ইসোবেলকে যে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন,

লর্ডের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই টাকা ইসোবেলকে দেওয়া হইবে, এইরূপ সর্ত্ত থাকায় হঠাৎ টাকার আবশ্যক হওয়ায় টাকাগুলি তাড়াতাড়ি পাইবার জন্য ইসোবেল এই দুষ্কার্য্য করিয়াছেন; অর্থাৎ ইসোবেল স্বেচ্ছায় নরহত্যা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা! ভাবিয়া দেখুন, কি ভয়ানক কথা! একথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।"

মিঃ ব্লেক ধূমপান করিতে করিতে মিঃ গার্ভির কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন; তাঁহার কথা শেষ হইলে তিনি চুরুটটি রাখিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, তাহার পর মিঃ গার্ভির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের হঠাৎ অনেকগুলি টাকার আবশ্যক হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনি কি বলিতে পারেন, কিজন্য হঠাৎ তাঁহার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "তাহার একটি অকালকুষ্মাণ্ড ভাই আছে, তাহার নাম রাল্‌ফ মার্সার; সে লণ্ডনে লিডেনহল ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মেসার্স কোটস্ এণ্ড কোম্পানির খাতাঞ্চীগিরি করে।—তাহার জন্যই এই টাকার আবশ্যক হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার গুণধর ভাই বুঝি ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করিয়াছিল?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ; সেই হতভাগা তাহার মনিব কোম্পানির পনের হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়া গত রাত্রে তাহার ভগিনীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে এই টাকা দিতে বলে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "ইসোবেলের কক্ষে তাঁহার যে ডেস্ক আছে, সেই ডেস্কের একটি 'খোপে' একখানি অর্দ্ধসমাপ্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে; পত্রখানি তিনি আমাকেই লিখিতেছিলেন, সেই পত্রে এই সকল কথার উল্লেখ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ ইসোবেল মার্সার কি আপনার নিকট এই টাকাগুলি চাহিয়া সেই পত্র লিখিয়াছিলেন?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ, ইহাই আমার বিশ্বাস ; আমার বোধ হয় পত্রখানি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছিল, এভাবে টাকা লইলে তাঁহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। আত্মাভিমানে আঘাত লাগায় তিনি পত্রখানি ডাকে না দিয়া 'ডেস্কের খোপের' ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। আমারই দুর্ভাগ্য! নতুবা তিনি আমার নিকট টাকা চাহিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন কেন? মিঃ ব্লেক, তাঁহার ন্যায় আপনার লোক পৃথিবীতে আমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। আমি দরিদ্র নহি, আমার অর্থের অভাব নাই ; তাঁহার পত্রখানি পাইবামাত্র আমি পনের হাজার টাকা প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার হাতে অর্পণ করিতাম। হায়! তাঁহার কেন এ দুর্মতি হইল ?—কেন তিনি পত্রখানি ডাকে না দিয়া ডেস্কের 'খোপে' গুঁজিয়া রাখিলেন? পত্রখানি ডেস্কের ভিতর না পাইলে পুলিস তাঁহাকে সন্দেহ করিবার অবকাশ পাইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার সেই গুণধর ভাইটির কি হইল ?—পুলিস ত তাহার বিষয় টের পাইয়াছে! পুলিস এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে কি ?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ ; পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে ফেরার! ভাই-ভগিনী উভয়ের কাহাকেও পুলিস হাতে পাইতেছে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া মিস্ মার্সার হঠাৎ কি জন্য লণ্ডনে গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "না, তাহা এখনও দুর্ভেদ্য রহস্যাবৃত!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার সমাবেশ ভিন্ন সিন্দুক খুলিবার উপায় নাই ; কোন্ কোন্ সংখ্যার সমাবেশে সিন্দুক খুলিতে পারা যায়—তাহা মিস্ মার্সার ভিন্ন অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না কি ?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "না, অন্য কাহারও তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না ; মিস্ মার্সারের দাসদাসীও অধিক নাই, এক পরিচারিকা ও কম্পাউণ্ডার মাত্র লইয়া তাঁহার সংসার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অস্ত প্রভাতে টেলিগ্রাম পাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্যান্ত তাঁহারা জানিত না কি—কোন্ কোন্ সংখ্যার সমাবেশে সিন্দুক খুলিতে হইবে?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "কি রূপে জানিবে?—হাঁ, জানাও সম্ভব বটে, যদি তিনি এই দুইজনের মধ্যে কাহারও সাক্ষাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাগুলির সমাবেশে সিন্দুকটি বন্ধ করিতেন।—কিন্তু তিনি তাহাদের সাক্ষাতে সিন্দুক বন্ধ করেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভাল কথা; কিন্তু মনে করুন, যদি হঠাৎ মিস্ মার্সারের মৃত্যু হইত?—তাহা হইলে সিন্দুক না ভাঙ্গিয়া উহার ভিতরের জিনিস বাহির করিবার কি কোন উপায় ছিল না?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "আমি ত কোন উপায় দেখিতেছি না। সিন্দুকটি নূতন; ইসোবেল সংপ্রতি উহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু যে ব্যক্তি সিন্দুকের কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে সম্ভবতঃ উহা খুলিবার কৌশল অবগত আছে।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "তা হইতে পারে; কিন্তু এই ব্যাপারে তাহার কিছু স্বার্থ আছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু তর্কস্থলে আমাদিগকে সকল কথারই আলোচনা করিতে হইবে। যাহা হউক, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রথমে মিস্ মার্সারের সেই হতচ্ছাড়া ভাইটার কথাই ধরুন, সিন্দুক খুলিবার এই কৌশল তাহার অবগত হইবার কি কোনও সম্ভাবনা ছিল না?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "ওকথা আমার মনেই আসে নাই; বস্তুতঃ, তাহাকে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। সে কালে-কস্মিনে তাহার ভগিনীর সহিত দেখা করিতে যাইত। ললহাম ক্ষুদ্র পল্লী, এই যুবক পল্লীগ্রামকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত; বিশেষতঃ ললহামের প্রতি তাহার এতই অশ্রদ্ধা ছিল যে, নিতান্ত অভাবে না পড়িলে সে সেখানে পদার্পণ করিত না। ভগিনীর প্রতি তাহার যে কিছু টান, সে কেবল টাকার জন্য! টাকা পাইবার আশা না

থাকিলে সে তাহার ভগিনীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত কি না সন্দেহ। তাহার ভগিনীর সিন্দুক খুলিবার ফন্দী তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। যদি তর্কের অনুরোধেও স্বীকার করা যায়,সে তাহা জানিত, তাহা হইলেও প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিতে মর্ফাইনের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া তাহার লাভ কি? লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুতে তাহার কোন স্বার্থ ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার দিদি টাকাগুলি পাইলে তাহাকে তাহার কিছু ভাগ দিতেও পারেন,—এ আশা না থাকিলে সে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্ম করিত না।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "এই ছোকরার নানা দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু নর-হত্যা করিবার মত দুষ্প্রবৃত্তি তাহার নাই; লর্ড ওয়ারিংএর অপমৃত্যুর সহিত তাহার কোন সংশ্রব আছে বলিয়া আমার ত বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে তাহার কথা এখন চাপা থাক। আমি জানি এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা যে-কোন লোহার সিন্দুক অল্প চেষ্টাতেই খুলিতে পারে; তাহাদের কৌশল অব্যর্থ। যাহা হউক, আমার মনে হইতেছে, পুলিস সিদ্ধান্ত করিয়াছে মিস্ ইসোবেল মার্সার তাঁহার ভ্রাতাকে বাঁচাইবার জন্য প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের ঔষধে অধিক মাত্রায় বিষের ব্যবস্থা করিয়া লর্ডকে হত্যা করিয়াছেন।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ, ব্যাপারখানা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাধারণ পুলিস কর্ম্মচারীরা কোন মামলার তদন্তভার হাতে পাইলে, সম্মুখে যতটুকু দেখিতে পায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে; প্রকৃত ব্যাপার কি,তাহা তলাইয়া দেখিবার শক্তি তাহাদের নাই। এই জন্যই অনেক সময় অকারণে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হইতে হয়; অবশেষে পুলিশ মামলা সপ্রমাণের জন্য কতক সত্য, কতক মিথ্যা, কতক বা কল্পনার আশ্রয় লইয়া আদালতে এরূপ গণ্ডগোল উপস্থিত করে যে, সুবিচারের পথ রুদ্ধ হয়; এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ড হয়। নিঃস্বার্থভাবে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের চেষ্টা না করিলে পুলিসের কোনও কর্ম্মচারী তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু সেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট নির্লোভ

কর্মচারীর সংখ্যা পুলিসে অল্প বলিয়াই সর্ব্বত্র পুলিসের দুর্নাম শুনিতে পাই। আমার মনে হয়, যে ব্যবস্থাপত্রের ঔষধে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, মিস্ মার্সার যদি স্বেচ্ছায় সেরূপ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রখানি এভাবে ঘরে রাখা তাঁহার পক্ষে বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে লর্ড ওয়ারিংএর ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিবার সময় বা তাহার পরে তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; দুরভিসন্ধি থাকিলে যাহাতে হাতে দড়ি পড়ে—এরূপ প্রমাণ তিনি রাখিতেন না। এখন বলুন, আপনি মিস্ মার্সারের পক্ষ সমর্থনে সম্মত আছেন কি না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিংএর হত্যাকাণ্ড দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন; কিন্তু আমার বিশ্বাস, মিস্ মার্সার নিরপরাধ। তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করা নিতান্ত সহজ নহে; সহজ নহে বলিয়াই আমি তাঁহার পক্ষ সমর্থনে সম্মত হইলাম।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "তাহা হইলে ত আড়াইটার ট্রেণে আপনার সেখানে গমন করা আবশ্যক। এখন কি ট্রেণ ধরিতে পারা যাইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর অধিক সময় নাই বটে; তবে যদি একখানি ভাল মোটর গাড়ী পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা লিভারপুল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া রাত্রি আড়াইটার ট্রেণ ধরিতে পারিব।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক, জ্যাক পি, গাভিকে সঙ্গে লইয়া যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তখন ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব ছিল না। তাঁহারা উভয়ে সেই ট্রেণের একটি কামরায় উঠিলেন। ট্রেণে উঠিবার সময় মিঃ ব্লেক দেখিলেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ইন্‌স্পেক্টর সেই ট্রেণের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছেন ; তিনি বুঝিলেন, এই ইন্‌স্পেক্টরটি লল্‌হামেই যাইতেছেন।

এই পুলিস কর্ম্মচারীটির নাম মিঃ কলেজ। সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল ; সুতরাং মিঃ ব্লেকের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল, একথা বলা বাহুল্য। মিঃ ব্লেক দুই একটি তদন্ত-কার্য্যে তাঁহার দক্ষতারও পরিচয় পাইয়াছিলেন ; কিন্তু লোকটি বড় আত্মম্ভরী ; নিজের ক্ষমতার উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

ডিটেক্‌টিভ কলেজ রাত্রিশেষে ক্ষুদ্র লল্‌হাম ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলেন, ষ্টেশনে একখানির অধিক ঘোড়ার গাড়ী নাই! তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া ষ্টেশন হইতে অদূরবর্ত্তী গ্রামে চলিলেন। অগত্যা মিঃ ব্লেক গাভিকে সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকার রাত্রে পদব্রজেই ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের বাসায় চলিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল ; তাঁহারা গ্রামে উপস্থিত হইতে না হইতেই চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল।

মিঃ গাভি ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন ; ইসোবেলের পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, উৎকণ্ঠায় রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় নাই। সেই প্রভুভক্ত পরিচারিকা মিস মার্সারের বিপদের কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি লাল করিয়াছিল।

পরিচারিকাটি দ্বার খুলিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলে মিঃ গাভি ও ব্লেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ইসোবেলের উপবেশন-কক্ষের পার্শ্ব-

 স্থিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মস্তকের কেশগুলি তুষারশুভ্র; তাহার দেহটি ঈষৎ কুব্জ। মিঃ ব্লেক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মিঃ গার্ভি তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "এই লোকটি ডাক্তার মার্সারের কম্পাউণ্ডার জেমিসন। জেমিসন, পুলিসের পরিচ্ছদধারী একটি স্থলোদর দীর্ঘ-দেহ ভদ্রলোকের সহিত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আলাপ করিতেছিল। লোকটির পরিচ্ছদ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ইনি পুলিসের একজন ইন্স্পেক্টর। ডিটেক্টিভ কলেজ ঘোড়ার গাড়ীতে পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং ইসোবেল মার্সারের লোহার সিন্দুকটি গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহার অদূরে আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন।

মিঃ গার্ভি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ইঁহারই নাম সার চার্লস্ রিডার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইনিই বুঝি মিস্ মার্সারের সহিত একযোগে লর্ড ওয়ারিংএর চিকিৎসা করিয়াছিলেন?"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ; ইসোবেল লর্ড ওয়ারিংএর অবস্থা মন্দ দেখিয়া পরামর্শের জন্য ইঁহাকে লণ্ডন হইতে আনাইয়াছিলেন। ইনি দৈনিক হাজার টাকা ফি লইতেন! আর ঐ যে জর্ম্মান সম্রাটের মত বিশাল গোঁফ-বিশিষ্ট বিরাট-দেহ পুরুষটি দেখিতেছেন, উনি ইন্স্পেক্টর সিল্ভেষ্টার।"

ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর কলেজ সিন্দুক পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখখানি অন্ধকার হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কে, মিঃ ব্লেক যে! আপনি এখানে? এই তদন্ত ব্যাপারে আপনার কোন স্বার্থ আছে, ইহা জানিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "মক্কেলে যেখানে লইয়া যায়, সেইখানেই আমাদিগকে যাইতে হয়।" অনন্তর তিনি মিঃ গার্ভিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটি আমাকে এখানে

লইয়া আসিয়াছেন। ইঁহার ইচ্ছা, আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করি। তুমি বুঝি ইঁহাকে চেন না? ইঁহার নাম মিঃ জ্যাক পি, গার্ভি। মিঃ গার্ভি, ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ কলেজ।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ গার্ভির পরিচয় শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা হইলে মিস্‌ মার্সার আপনাকেই ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন বুঝি?"

ইসোবেল মার্সারের যে পত্রখানি তাঁহার ডেস্কের 'খোপে' পাওয়া গিয়াছিল, তাহা তখন টেবিলের উপর রক্ষিত হইয়াছিল; সেই পত্রখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ গার্ভি বলিলেন, "হাঁ, উহা আমাকেই লেখা হইয়াছিল; কিন্তু মিস্‌ মার্সার উহা আমার নিকট প্রেরণ করেন নাই। মিস্‌ মার্সার আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "হাঁ, পত্র পাঠেই তাহা বুঝিয়াছি; এই পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইলে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা অল্প হইত।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজের কথা শুনিয়া মিঃ গার্ভি ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিষেধ করায় তিনি অপেক্ষাকৃত সংযত ভাবে বলিলেন, "জমাদার সাহেব, আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন, মিস্‌ মার্সারের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, এই পত্রখানি তাহার অন্যতম; যদি মনে করিয়া থাকেন, তিনিই বৃদ্ধ লর্ডের মৃত্যুর জন্য দায়ী, ও এই পত্রই তাহার প্রমাণ; তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, এই প্রমাণে আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে কি না সন্দেহ। মিস্‌ মার্সার ধর্ম্মভীরু, সদাচারসম্পন্না, মধুরপ্রকৃতি রমণী, নরহত্যা দূরের কথা, একটি পিপীলিকাকেও তিনি নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ একটু চটা মেজাজের লোক; মিঃ গার্ভি তাঁহাকে 'জমাদার সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহার ক্রোধ অসংবরণীয় হইয়া উঠিল।— তিনি রক্তাক্ত নেত্রে মিঃ গার্ভির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সকল কথা প্রমাণসাপেক্ষ। দেখ ছোকরা, আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমার অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক নাই; তুমি নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল

হয়। আমরা ত তোমাকে সর্দ্দারী করিতে ডাকি নাই! তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমাদের কথার উপর কোন কথা বলিও না।"

মিঃ গার্ভি ইন্‌স্পেক্টর কলেজের শিষ্টাচারের নমুনায় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "চলুক না মশায়! তোফা বক্তৃতা করিতেছিলেন, থামিলেন কেন? আর কি বলিবার আছে—একদম বলিয়া ফেলুন।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, বিরোধের সূচনা দেখা যাইতেছে; অতএব শ্রাদ্ধ আর গড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।—সুতরাং তিনি মিঃ গার্ভিকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কলেজকে বলিলেন, "ওসকল কথায় তুমি কান দিও না। মিঃ গার্ভি তোমার বাহাদুরীর পরিচয় পান নাই, তাই বাজে কথা বলিতেছেন, কিন্তু আমি ত জানি তুমি কত বড় পাকা ডিটেক্‌টিভ!—যাহা হউক, আমি এক-আধটু তদন্ত করি—ইহাতে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ এই প্রশংসায় কিছু খুসী হইলেন, বলিলেন, "না, তাহাতে আর আপত্তি কি?—বরং আপনার সাহায্য পাইলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইব।"—ইন্‌স্পেক্টর কলেজ যেরূপ প্রকৃতির লোক—তাহাতে তিনি সহজে যে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু তিনি মিঃ ব্লেককে বিলক্ষণ চিনিতেন, এবং তাঁহার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে আপত্তি করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মিঃ ব্লেককে ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের কম্পাউণ্ডার জেমিসন ও সার চার্লস রিডারের সহিত পরিচিত করিলেন।

পরিচয়াদি শেষ হইলে মিঃ ব্লেক সার চার্লস রিডারকে বলিলেন, "সার চার্লস, আমি আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই; আশা করি আপনি দয়া করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।"

সার চার্লস বলিলেন, "নিশ্চয়ই; আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিতে ৬০ ফোঁটা মর্ফাইনের মাত্রা লিখিত আছে, একথা কি সত্য ?"

সার চার্লস রিডার বলিলেন, "হাঁ সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ডাক্তার মিস্‌ মার্সারের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে মর্ফাইনের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন কি ?"

সার চার্লস বলিলেন, "হাঁ, তাহাই করা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"আপনি কয় ফোঁটা মর্ফাইনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ?"

সার চার্লস বলিলেন, "পাঁচ ছয় ফোঁটার অধিক নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই মাত্রা কি নিতান্ত অল্প নহে ?"

সার চার্লস বলিলেন, "সাধারণ মাত্রা অপেক্ষা অল্প বটে, কিন্তু লর্ড ওয়ারিংএর রোগের অবস্থা বিবেচনায় উহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় মর্ফাইন-প্রয়োগ যুক্তি-সঙ্গত মনে করি নাই। আমরা উভয়েই বুঝিয়াছিলাম, মর্ফাইনের মাত্রাধিক্য ঘটিলে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে মিস্‌ মার্সার যে ভ্রমক্রমে অধিক মাত্রার ব্যবস্থা করিবেন, ইহা কি আপনার সম্ভব মনে হয় ?"

সার চার্লস বলিলেন, "না, সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি লর্ড ওয়ারিংকে দেখিতে আসিবার পূর্ব্বেও মিস্‌ মার্সার তাঁহার জন্য এইরূপ মাত্রার মর্ফাইনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন। বিশেষতঃ, আমি গতকল্য রোগী দেখিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবার সময় মিস্‌ মার্সারকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলাম, মর্ফাইনের মাত্রা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ মহাশয়, আপাততঃ আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।"

অনন্তর তিনি ডাক্তার মার্সারের কম্পাউণ্ডারকে বলিলেন, "আপনি ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, বোধ হয় বহুদিন হইতে কম্পাউণ্ডারি করিতেছেন ; এক-খানি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ৬০ ফোঁটা মর্ফাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে না, ইহা কি আপনি জানেন না ? এরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে মর্ফাইন দিয়া

ঔষধটি প্রস্তুত করিবার সময় আপনার কি একবারও মনে হয় নাই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ভুল আছে, এবং সেই ঔষধ সেবনে রোগীর জীবনসংশয় হইতে পারে?"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ করিয়া মর্ফাইনের মাত্রা অসঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আমি ডাক্তার মিস্‌ মার্সারের পরিচারিকাকেও সে কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু নানা কথা চিন্তা করিয়া আমি এই ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কারণ আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, অল্প মাত্রায় অহিফেন সেবনে কাহারও কাহারও মত্ততা উপস্থিত হইলেও, অনেকে এত অধিক পরিমাণে অহিফেন অনায়াসেই পরিপাক করিতে পারে যে, কোন সাধারণ লোক তাহা হজম করা দূরে থাক, তাহাতেই পঞ্চত্ব লাভ করে। সুতরাং আমি ব্যবস্থাপত্রে যে মাত্রার উল্লেখ দেখিয়াছি, তাহাই ঔষধে ব্যবহার করিয়াছি, নিজের উপর কোন দায়িত্ব রাখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শুনিলাম, আপনি দুই দিনমাত্র মিস্‌ মার্সারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; ইহা কি সত্য?"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "হাঁ, সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি লর্ড ওয়ারিংএর রোগ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানিতেন না বোধ হয়?"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "না, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না; আমি মিস্‌ মার্সারের কম্পাউণ্ডারিতে নিযুক্ত হইবার পর তিনি লর্ড ওয়ারিংএর জন্য দুই একখানি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ঔষধ তিনিই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিতেন; আমাকে তাহা প্রস্তুত করিতে দেন নাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কলেজকে বলিলেন, "প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি আমাকে একবার দেখাইবেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর অনুবীক্ষণের সাহায্যে

পুনর্ব্বার তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন মতামত প্রকাশ না করিয়াই ইন্‌স্পেক্টরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি ইসোবেলের ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্যাক গার্ভিকে যে পত্রখানি লেখা হইয়াছিল, ডেস্কের উপর হইতে তাহা লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এই পত্রে ইসোবেল তাঁহার প্রিয়তমাকে সকল কথাই খুলিয়া লিখিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতা ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করিয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে, এবং পরদিন আফিসের সময়ে সেই পনের হাজার টাকা তহবিলে জমা দিতে না পারিলে তাহার কি দুর্গতি হইবে, তাহা তাঁহাকে লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইসোবেল পত্রের উপসংহারে এই কথাটি লিখিয়াছিলেন ;—"জ্যাক, আমি তোমার নিকট এই টাকাগুলি ধার চাহিতেছি, এজন্য আমার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি তোমার অসাধ্য না হয় তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে টাকাগুলি পাঠাইয়া এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে ; তোমার এই অনুগ্রহের উপর আমার বংশের মান সম্ভ্রম সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি কোন কারণে এই টাকা পাঠাইতে না পার, এবং আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতার রক্ষার কোন উপায় না হয়, তাহা হইলে আমি এই টাকা সংগ্রহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না ; হঠাৎ হয় ত এমন কোন দুঃসাহসের কার্য্য করিয়া বসিব—"

পত্রখানি এইখানেই শেষ হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া মিঃ গার্ভিকে বলিলেন, "এই পত্রখানি মিস্‌ মার্সারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের অতি মারাত্মক প্রমাণ! পত্রখানি লিখিয়া এরূপ অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।"

এই সময়ে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া মিস মার্সারের পরিচারিকা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল ; সে বলিল, "একজন ভদ্রলোক এইমাত্র লণ্ডন হইতে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন ; তিনি আমার মনিবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর সিল্‌ভেষ্টার ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "লোকটা কে ?"

পরিচারিকা বলিল, "তিনি তাঁহার নামের কার্ডখানি আমাকে দিয়াছেন, এই দেখুন।"

ইন্‌স্পেক্টর পরিচারিকার হস্ত হইতে কার্ডখানি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন। —কার্ডে এই নামটি লেখা ছিল,"পার্সিভাল কিথ্‌মণ্ট্‌লি—২৫ এক্স নিউ বণ্ড-ষ্ট্রীট।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লোকটার নাম ত জানিতে পারিলাম ; কিন্তু কে সে ? সে কি চায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি উহাকে চিনি। এ লোকটা লণ্ডনের একজন নামজাদা মহাজন ; সে অনেককেই টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "সুদখোর মহাজন !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"হাঁ, অতি উৎকট প্রকৃতির মহাজন ; দ্বিতীয় সাইলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ! মহাজনী ভিন্ন তাহার অন্য ব্যবসায়ও আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "আপনার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না ; মহাজনী করে, আর কি করে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা ভারি ধড়িবাজ, উহার দ্বীপান্তর হওয়া উচিত। এরূপ লোক সমাজের কণ্টকস্বরূপ। সে অনেক সংবাদপত্রেই ন্যায্য সুদে টাকা কর্জ্জ প্রদানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ; কিন্তু যে সকল হত-ভাগ্য তাহার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া টাকা ধার লইতে যায়, তাহাদিগকে বিপন্ন করে ; তাহাদিগকে বলে, 'টাকা কর্জ্জ দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু টাকা প্রদানের পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, এই অনুসন্ধানের জন্য তল্লাসী ফি অগ্রিম দিতে হইবে'।"

"ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "এরূপ জোচ্চোর লণ্ডনে অনেক আছে ; তাহারা এইভাবে কিছু টাকা মারিয়া লইয়া ঋণপ্রার্থীকে পত্র লিখিয়া জানায়, 'অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তোমাকে টাকা ধার দেওয়া নিরাপদ নহে ; অতএব আমার নিকট টাকা কর্জ্জ পাইবার আশা ত্যাগ কর।'—এইভাবে

তাহারা প্রতিমাসে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করে। কেবল তাহাই নহে, অনেকের নিকট হইতে রীতিমত দলিল লিখিয়া লইয়া টাকা প্রদানের সময় বলে,'তোমার নিকট টাকা আদায় হইবে কি না, তাহার সন্ধান না লইয়া টাকা দিতে পারি না।' তাহার পর ঋণপ্রার্থী দলিল ফিরাইয়া চাহিলে বলে,'তুমি কি টাকা না পাইয়াই দলিল দিয়াছ?'—ইহাতে সেই ঋণপ্রার্থীকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয়, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একথা যথার্থ; হতভাগ্যেরা নিরুপায় হইয়া অবশেষে অনেক টাকা সেলামী দিয়া দলিল ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হয়।—যাহা হউক, লোকটাকে দেখা যাউক।"

পরিচারিকা অনুমতি পাইয়া আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে রাখিয়া গেল। লোকটির বয়স হইয়াছিল; দাড়ী গোঁফ-বর্জ্জিত মুখখানি দেখিলে সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াই ধারণা হয়। তাহার পরিচ্ছদেরও আড়ম্বর ছিল। সে তাহার রেশমমণ্ডিত হ্যাটটি হস্তে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক পুলিসের কর্ম্মচারী-গণকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; এবং সে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিস লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপার গোপনে রাখায় তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং এই মহাজনটি এখানে আসিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান বিভ্রাট সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই।

যাহা হউক, আগন্তুক মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "মহাশয়গণ, আমি এখানে ডাক্তার মার্সারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিলাম তিনি এখানে উপস্থিত নাই; একথা কি সত্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি তোমার নিকট যে টাকা কর্জ্জ লইবার অভি-প্রায় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আবশ্যক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।"

কিণ্‌মণ্টলি সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি আমাদের ব্যবসায়ের কথা জানেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না জানিলে আর একথা বলিতেছি কেন? ডাক্তার মার্সার আজ সকালে তোমার কাছে গিয়াছিলেন না?"

কিথ্‌মণ্টলি একথা অস্বীকার করিতে পারিল না।—মিঃ ব্লেক অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল না।

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "হাঁ, তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পনের হাজার টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক।"

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "এ কথাও আপনি জানেন দেখিতেছি!—কিন্তু আপনি এ সকল গোপনীয় কথা কিরূপে জানিলেন? আপনি কে মহাশয়? আপনি মনে করিবেন না—আমি বৃথা-কৌতূহলের বশীভূত হইয়া আপনাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাহিরের লোকের নিকট ঘরের কথা প্রকাশ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না বলিয়াই আমার জানিবার আগ্রহ হইয়াছে—আপনি ঘরের লোক কি বাহিরের লোক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা শুনিয়া ফল কি? তুমি কি মতলবে এখানে আসিয়াছ, তাহাই আগে বল।"

কিথ্‌মণ্টলি বিরক্ত হইয়া বলিল, "কে মশায় আপনি, এত কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক; আর এই যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছ, ইনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন পুলিস কর্ম্মচারী। যাহা হউক, তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, চট্ করিয়া তাহার উত্তর দাও।"

কিথ্‌মণ্টলি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া একবার বক্রদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আড়চক্ষে ইন্‌স্পেক্টর কলেজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাদের এ সকল কথা বলিয়া কি ফল, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুপ্তকথা আমি বাহিরের কোনও লোককে বলিতে আদৌ ইচ্ছুক নহি।—বিশেষতঃ আপনি গোয়েন্দা, আপনাকে কোন কথা বলা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দি:ক চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যে বড় লম্বা লম্বা কথা বলিতেছ!—তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহার উত্তর দিবে কি না বল।' কিরূপে জবাব আদায় করিতে হয় তাহা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, আমরা পুলিসের লোক!"

কিথ্‌মণ্টলি সভয়ে বলিল, "একথা না শুনিলে কি আপনাদের চলিবে না?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না; আমাদের তাহা জানা চাই। কেন জানা চাই, তাহার কারণ বলিতেও আমাদের আপত্তি নাই। আমরা এখানে একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করিতে আসিয়াছি।—এ অবস্থায় তুমি যাহা কিছু জান, সরল ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ কর, নতুবা—

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি শেষ কোন্ দিন কাহাকে কি উপলক্ষে কত টাকা কর্জ্জ দিয়াছ, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক।"

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা জানিতে চাই—মিস্ মার্সার কি উদ্দেশ্যে তোমার নিকট পনের হাজার টাকা কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন?"

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "এ কথা কি আপনাদের না জানিলে চলিবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একথা জানা চাই।—তুমি সরল ভাবে সকল কথা স্বীকার কর।"

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "শুনিয়াছিলাম মিস্ মার্সারের ভাই একটা বিপদে পড়িয়াছিলেন; তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্যই এই টাকাগুলির আবশ্যক হইয়াছিল।—কিন্তু কিরূপ বিপদ, তাহা আমার জানা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পনের হাজার টাকা বড় অল্প টাকা নহে; মিস্ মার্সার এই দেনা কিরূপে পরিশোধ করিবেন বলিয়াছিলেন?"

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, "তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একটি রোগী আছে, এই রোগীটির মৃত্যুর পর তিনি অনেক টাকা পাইবেন; তাহা পাইলেই তিনি আমার দেনা শোধ করিবেন।—তিনি এ কথাও বলিয়া-

ছিলেন যে, রোগীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, দুই এক বৎসর মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে।”

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “মিস্ মার্সার কি তোমার নিকট সেই রোগীর নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ?”

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, “হাঁ ; বলিয়াছিলেন, রোগী এই গ্রামের জমিদার লর্ড ওয়ারিং।—আমি মিস্ মার্সারের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলাম, লর্ড ওয়ারিং কতকাল বাঁচিয়া থাকিবেন তাহা কে বলিতে পারে ? এ অবস্থায় লর্ডের মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে এত টাকা কর্জ্জ দিতে পারিব না। আমি তাঁহাকে টাকা দিব না শুনিয়া তিনি চলিয়া আসেন ; কিন্তু এমন একটা দাঁও ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না হওয়ায় আমি অনেক চিন্তার পর মিস্ মার্সারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, “আমিও এই রকমই মনে করিয়াছিলাম।”

পার্সিভাল কিথ্‌মণ্টলি বলিল, “আপনারা যাহাই মনে করুন, তাহাতে বিশেষ কিছু যায়-আসে না ; আমি কোন দুরভিসন্ধিতে এখানে আসি নাই। মিস্ মার্সার শীঘ্র এখানে আসিবেন কি না আমি তাহাই জানিতে চাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তা তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসুন বা না আসুন, তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।”

কিথ্‌মণ্টলি বলিল, “সম্ভাবনা না থাকে, আমি চলিলাম। ট্রেণের ভাড়াটাই দণ্ড লাগিল দেখিতেছি! আমি কাজের লোক, শীঘ্রই আমার লণ্ডনে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।—আপনাদের ত আর কোন কথা জানিবার নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আপাততঃ আর কোনও কথা জানিবার নাই ; তবে তোমাকে বোধ হয় আরও একবার কষ্টস্বীকার করিতে হইবে।—করোনারের আদালত হইতে তুমি শীঘ্রই সফিনা পাইবে।”

কিথ্‌মণ্টলি সভয়ে বলিল, “করোনারের আদালত হইতে সফিনা পাইব ! আমার অপরাধ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। লর্ড ওয়ারিং যে অবস্থায় মারা গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সন্দেহজনক।"

কিথ্‌মণ্টলি আর কোনও কথা না বলিয়া একবার রোষকষায়িত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল; সে যাইবার সময় যেরূপ জোরে দরজা বন্ধ করিল, তাহাতে তাহার মানসিক উষ্ণতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল।

কিথ্‌মণ্টলি প্রস্থান করিলে ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এই লোকটার সহিত আলাপ করিয়া আপনি কি বুঝিলেন, মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না; তবে এইটুকু বুঝিলাম যে, ডাক্তার মার্সার মিঃ গার্ভিকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় তাহা তাঁহাকে না পাঠাইয়া, টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য তিনি এই মহাজনটার কাছে গিয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি প্রমাণ। মিঃ গার্ভি, আপনাকে একটি কথা বলিব; ইহাতে সম্ভবতঃ আপনি ব্যথিত হইবেন, কিন্তু আমরা পুলিসের লোক, সত্য কথা যতই অপ্রীতিকর হউক, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য। ডাক্তার মিস্ মার্সার আপনার বাগ্‌দত্তা পত্নী, একথা আপনার মুখেই শুনিয়াছি; সুতরাং আপনি নিরপেক্ষভাবে তাঁহার দোষের বিচার করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করিতে পারি না; কিন্তু আপনার নিরপেক্ষ বিচারের শক্তি থাকিলে আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা যে সকল প্রমাণ পাইতেছি তাহা সমস্তই মিস্ মার্সারের প্রতিকূল।"

মিঃ গার্ভি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সে কথা আর কিরূপে অস্বীকার করি? সকল প্রমাণই তাঁহার প্রতিকূল; কিন্তু একথাও সত্য যে, এ কাজ তাঁহার দ্বারা হয় নাই। তাঁহার দ্বারা এরূপ দুষ্কর্ম্ম সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।"

সেই কক্ষে সমবেত লোকগুলি এইরূপ তর্ক-বিতর্কে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, দ্বারের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। গৃহস্বামিনী ডাক্তার ইসোবেল

মার্সার সেই সময় হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সার চার্লস রিডারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "সার চার্লস, আমি এ কি কথা শুনিতেছি ?"

ইসোবেলের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি যে সে সময় সে ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেখিলেন, মিস্ মার্সারের মুখমণ্ডলে ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের চিহ্নই অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট; ত্রাস্তা ও বিস্মিতা শুভ্রবেশিনী সুন্দরী যুবতীকে সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কক্ষস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি অবাক্ হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহাদের তর্কবিতর্ক বন্ধ হইয়া গেল। সকলেরই মনে হইল, এরূপ অতুলনীয়া সুন্দরী মহিয়সী নারী কি কখনও নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে পারেন ?"

সার চার্লস রিডার তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই মিস্ মার্সার পুনর্ব্বার বলিলেন, "সার চার্লস, আমি ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় শুনিলাম, লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হইয়াছে!—কি দুঃখের বিষয়।"

মিস্ মার্সার মিঃ গার্ভিকে প্রথমে দেখিতে পান নাই; কারণ তখন গার্ভি মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সার চার্লসকে দেখিয়া পুনর্ব্বার আগ্রহভরে বলিলেন, "আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না কেন ? একথা কি সত্য ?"

সার চার্লস রিডার সংক্ষেপে বলিলেন, "হাঁ সত্য।"

মিঃ গার্ভি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন, "ইসোবেল!"

মিঃ গার্ভিকে দেখিবামাত্র ইসোবেল মার্সারের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হইল! তিনি তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন, ইহা পূর্ব্বে কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, চক্ষু হাস্য-প্রদীপ্ত হইল; তিনি আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "জ্যাক, তুমি এখানে! দুই বৎসর পরে আজ হঠাৎ তোমাকে এখানে দেখিতে পাইব,

ইহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম?—কতদিন পরে আজ তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম।"

মিঃ গার্ভি মিস্ মার্শারের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ প্রিয়তমে, আমি আসিয়াছি।"—কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার স্মরণ হইল সেই কক্ষে অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন, ইহা হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের উপযুক্ত সময়ও নহে; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ মিস্ মার্সারকে তাঁহার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ইসোবেল মিঃ গার্ভির সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিতভাবে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, মহাশয়গণ! আপনারা এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? ইন্‌স্পেক্টর, আপনিই বলুন এখানে আপনার কি আবশ্যক?"

মিস্ মার্সারের এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হঠাৎ কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ইন্‌স্পেক্টর কলেজ কথা কহিলেন; তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার মার্সার, আমি এখানে একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিস কর্ম্মচারী। দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতে হইতেছে যে, স্থানীয় জমিদার লর্ড ওয়ারিং—আপনার হস্তে যাঁহার চিকিৎসার ভার ছিল—হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত সন্দেহ-জনক।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজের কথা শুনিয়া মিস্ মার্সার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; তিনি বিস্ফারিতনেত্রে ইন্‌স্পেক্টর কলেজের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "সন্দেহজনক মৃত্যু! মহাশয়, আমি আপনার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; দয়া করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক অদূরে দাঁড়াইয়া মিস্ মার্সারের বিস্ময়ব্যাকুল ভাব নিরীক্ষ-

করিতেছিলেন; লোকচরিত্রে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি মিস্ মার্সারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাঁহার এই বিস্ময় ও উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাব কৃত্রিম নহে।

মিস্ মার্সার বলিলেন, "মহাশয়! আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "সর্ব্বাগ্রে আপনি অঙ্গীকার করুন, লর্ড ওয়ারিংএর শবব্যবচ্ছেদের পর করোনারের বিচার শেষ না হইলে আপনি এই গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না।"

মিস মার্সার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমি কিজন্য এরূপ অঙ্গীকার করিব?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "আপনি এরূপ অঙ্গীকার না করিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব; আপনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা বাহির করা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। কারণ ঘটনাচক্রে এই সন্দেহ প্রবল হইয়াছে যে, আপনিই অতিরিক্ত মাত্রায় মর্ফিয়া প্রয়োগ করিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন। আমি আপনাকে সাবধান করিতেছি—"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিস্ মার্সার অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে অদূরবর্ত্তী একখানি চেয়ার ধরিয়া অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি বিকৃতস্বরে বলিলেন, মহাশয়! আপনি এ কি বলিতেছেন? আমি অতিরিক্ত মাত্রায় মর্ফাইনের ব্যবস্থা করিয়া লর্ড ওয়ারিংকে হত্যা করিয়াছি! আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "না, মিস্ আমি ক্ষেপি নাই; আমি পুনর্ব্বার আপনাকে সাবধান করিতেছি—"

মিস্ মার্সার ঘৃণাভরে বলিলেন, "না মহাশয়, আমাকে আর সাবধান করিতে হইবে না। আমি বুঝিয়াছি আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, নতুবা

আপনি এরূপ অসম্ভব কথা কেন বলিবেন? আমি লর্ড ওয়ারিংএর জন্য যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে যথাযোগ্য পরিমাণ মর্ফিয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; সার চার্লস রিডারের সহিত পরামর্শ করিয়াই মর্ফিয়ার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না।"

সার চার্লস ধীরভাবে বলিলেন, "প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে মর্ফিয়ার যে মাত্রা ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সাংঘাতিক।"

মিস্‌ মার্সার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব!" অনন্তর তিনি তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "জেমিসন, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে আমি ছয় ফোঁটা মর্ফাইনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, একথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার?"

বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ডাক্তার, আপনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ছয় ফোঁটা মর্ফাইনের ব্যবস্থা করেন নাই; ষাট ফোঁটার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

মিস্‌ মার্সার জেমিসনের কথা শুনিয়া এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি ষাট ফোঁটা মর্ফাইন দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ? এরূপ নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছ?"

কম্পাউণ্ডার ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "হাঁ ডাক্তার! প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে যে ঔষধ যে পরিমাণে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আমি তাহাই দিয়াছি; ষাট ফোঁটা মর্ফাইনের ব্যবস্থা ছিল, আমি তাহাই দিয়াছি।"

মিস মার্সার আকুল স্বরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও আমি এইরূপ মারাত্মক ভুল করিয়াছি? না, না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এরূপ ভ্রম করি নাই। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনখানি লিখিয়া দুই তিনবার তাহা সাবধানে পাঠ করিয়াছি; কোথায় সেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌, আমাকে শীঘ্র তাহা দেখাও।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সন্দিগ্ধ চিত্তে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন;

কথাগুলি আন্তরিক কি কাপট্যপূর্ণ তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, মিস্ মার্সারের কথা শুনিয়া তিনি সেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি বাহির করিয়া মিস্ মার্সারের সম্মুখে ধরিলেন, বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন না। মিস্ মার্সার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ করিয়া, তাহা একবার হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ তাহা টানিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া মিস্ মার্সার মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"সার চার্লস, ইন্‌স্পেক্টর, ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ব্যবস্থাপত্র নিশ্চয়ই কাটাকুটি হইয়াছে। হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, নিশ্চয়ই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ছয় ফোঁটা মর্ফাইন ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি '৬'এর পর একটি '০' বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে! ছয় ফোঁটাকে ষাট ফোঁটা করা হইয়াছে। আমি গতরাত্রে যখন এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন ইহাতে '৬ ফোঁটা মরফাইন' লেখা ছিল, একথা আমার বেশ স্মরণ আছে।

মিঃ জ্যাক গার্ভি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "ইসোবেল, তুমি যে '৬ ফোঁটা মর্ফাইন' লিখিয়াছিলে, এ সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ নাই ত? তোমার ভাই বিপন্ন হইয়াছে এ সংবাদ শুনিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়া মাত্রার পরিমাণ লিখিতে ভুল কর নাই ত?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "জ্যাক, তুমি কিরূপে জানিলে যে আমার ভাই বিপন্ন হইয়াছে?—এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে বল।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "অন্যের নিকট তাহা জানিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার পত্র পাঠে তাহা জানিতে পারিয়াছি। উপস্থিত সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তাহা তুমি স্থির করিতে না পারিয়া টাকার জন্য আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলে, তাহা ডাকে না পাঠাইয়া তোমার ডেস্কে রাখিয়া গিয়াছিলে; সেই পত্রখানি পাঠ করিয়াই আমি একথা জানিতে পারিয়াছি।—পত্রখানি পুলিশের হস্তগত হইয়াছে! হায়, তুমি পত্রখানি লিখিয়া কেন তাহা আমার নিকট

পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলে? আমার নিকট তোমার ত এরূপ সঙ্কোচের কোন আবশ্যক ছিল না।—যাহা হউক, রাল্‌ফ কোথায়?"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "আমি সে কথা তোমাকে বলিতে পারিব না। —সে এখন কোথায়, পুলিশ ইহা জানিতে পারিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে; না, আমি তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিব না। সে তাহার বাসা হইতে চলিয়া গিয়াছে; আমার বিশ্বাস সে পলায়ন করিতে পারিবে।"

মিস্‌ মার্সারের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার, আপনি অতি অন্যায় কথা বলিতেছেন। আপনার ভাই তহবিল তছ্‌রূপ করিয়াছে; সে ফৌজদারীর আসামী, সে যাহাতে ধরা পড়ে তাহাতে বাধা দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে।"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন না। আপনি আমাকে কি কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন? আমার ভাই জেল খাটিবে, আর তাহাকে ধরাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য? এরূপ কর্ত্তব্যানুরাগ আমার নাই। আমি তাহাকে স্নেহ করি; সে যাহাতে বিপন্ন হয়, সেরূপ কাজ আমি প্রাণ গেলেও করিতে পারিব না। জাক, অন্যে আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস করে-না-করে, তাহা জানিবার জন্য আমি উৎসুক নহি; তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস কর না, এইটুকু জানিতে পারিলেই আমি সকল কলঙ্ক নির্ব্বিকার চিত্তে মাথায় লইতে পারিব। বল, প্রিয়তম, বল, আমি যে এরূপ জঘন্য কাজ করি নাই, আমার দ্বারা এরূপ দুষ্কর্ম্ম অসম্ভব, ইহা তুমি বিশ্বাস কর।"

মিঃ গার্ভি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি কি মনে কর আমি তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত এরূপ ভীষণ অভিযোগ সত্য বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করি? যদি পৃথিবীর সকল লোক তোমাকে অপরাধী মনে করে, তাহা হইলেও তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে অবিশ্বাস করিব না; তোমাকে অপরাধী মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।—তোমাকে নিরপরাধ জানিয়াই আমি তোমার দোষস্খালনের জন্য একজন অসাধারণ

ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এস, তাঁহার সহিত তোমায় পরিচিত করি।—ইনিই মিঃ রবার্ট ব্লেক, বেকার ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ; ইঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতার কথা ইংলণ্ডের কে না জানে?"

ইসোবেল তাঁহার প্রিয়তমের কথা শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরির অদ্ভুত বিবরণ তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক পুস্তক-পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিভা-সম্পন্ন ইংরাজ-শ্রেষ্ঠকে দর্শনের সৌভাগ্য তিনি এপর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ ব্লেক তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, "মহাশয়, আমার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বহুবার আপনার নাম শুনিয়াছি, কখন আপনাকে চক্ষে দেখি নাই। আপনি আমার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া আমার আশা হইতেছে, হয় ত আমি এই ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার লাভ করিব; আশা হইতেছে, আমার ললাট হইতে এই কলঙ্ক-কালিমা অপসারিত হইবে।—বলুন, আমি আপনার বন্ধুত্ব লাভের আশা করিতে পারি কি?"

মিঃ ব্লেক ডাক্তার মিস্ মার্সারের কথায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আপনি নিরপরাধ হইলে আপনাকে এই বিপদ হইতে রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এই দুর্ভেদ্য রহস্যভেদ না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।—এখন আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমার কথার উত্তর দিবেন। মিঃ গার্ভি অল্পকাল পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি যে সময় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি লেখেন, সে সময় আপনার ভ্রাতার আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এই ব্যাকুলতা বশতঃ প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিতে এই প্রকার গুরুতর ভ্রম করিয়া বসেন নাই ত?—আমি পুনর্ব্বার আপনাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিবেচনা করিয়া আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন।"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "না মহাশয়, আমার ঠিক স্মরণ আছে আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ লিখিতে এরূপ মারাত্মক ভ্রম করি নাই; আমি যখন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি লিখি, তখন আমার ভাই আর্মার নিকট উপস্থিত হয় নাই; উহা লেখা শেষ হইলে সে আমার নিকট আসিয়া তাহার দুর্মতির কথা জানাইয়াছিল। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি সিন্দুকে বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহা দুইবার পাঠ করিয়াছিলাম; ঔষধের মাত্রা যেরূপ লেখা উচিত তাহাই লেখা ছিল।—আমাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কেহ পরে উহা পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সিন্দুক খুলিবার কৌশল আপনি ভিন্ন আর কেহ জানে কি?"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "আবশ্যকাহুরোধে আমার কম্পাউণ্ডার জেমিসনকে পরে জানাইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়া ইহা জানাইয়াছিলেন?"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "হাঁ; কম্পাউণ্ডার জেমিসনকে ইহা জানাইবার পূর্ব্বে অন্য কোন লোক এই সিন্দুক খুলিবার কৌশল জানিত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভ্রাতাও জানিত না?"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "না, সে এই কৌশল অবগত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি অন্য কোনও লোকের সম্মুখে কখন এই সিন্দুক খুলিয়াছিলেন বা বন্ধ করিয়াছিলেন?"

মিস্‌ মার্সার বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে কি কেহ কখনও সম্মোহন বিদ্যায় অজ্ঞান করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেকের এই প্রশ্নে মিস্‌ মার্সার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি এ সকল অবান্তর কথা কিজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমি অকারণ এ কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই ; আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "না, আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আমার উপর এই বিদ্যার প্রভাব পরীক্ষা করিতে দিই নাই, আমার বিশ্বাস, এই বিদ্যার অনুশীলনে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হয়। বিশেষতঃ, এই বিদ্যা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অধিক কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভাই গতরাত্রে এখানে আসিয়া আপনাকে এই সিন্দুক খুলিতে বা বন্ধ করিতে দেখে নাই ?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "না মহাশয় ! আপনার একথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি ? আপনার মনে কিরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ; আমাকে এই রহস্যভেদে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সম্ভব অসম্ভব সকল কথাই জানিয়া লইতে হইবে। আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন—আপনার ভাই আপনার প্রেস্ক্রিপ্সনের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এইরূপ আমি সন্দেহ করিতেছি ; কিন্তু আপনার এ কথা মনে করিবার আবশ্যক নাই।

মিস্ মার্সার বলিলেন, "আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমার এই সিন্দুক খুলিবার কৌশল অন্য কেহই জানে না ; অন্ততঃ, অদ্য প্রভাতে জেমিসনকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাহা জানিত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথাগুলি আপনার নির্দ্দোষিতার অনুকূল নহে ; কারণ আপনার কম্পাউণ্ডার জেমিসন আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া আপনার পরিচারিকার সম্মুখে সিন্দুকটি খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্ক্রিপ্-সন্খানি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখাইয়াছিল ; সুতরাং যদি এই প্রেস্ক্রিপ্সনে কোনও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আর সত্যই যদি ইহাতে ঔষধের মাত্রা লিখিতে আপনার ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই

হইবে যে, আপনার কম্পাউণ্ডার আজ সকালে সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বে অন্য কোন লোক সিন্দুক খুলিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "কিন্তু ইহা কতদূর সম্ভব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সম্ভব হউক আর না হউক, আমার অবস্থা যে অতি সঙ্কটজনক, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি; সমস্ত ঘটনাই আমার প্রতিকূল। সুতরাং আমাকেই বোধ হয় নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইবে। এই নিদারুণ অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

মিস্ মার্সারের কথা শেষ হইলে, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্ মার্সার, আপনি অঙ্গীকার করুন আমাদের অজ্ঞাতসারে এই গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন না?"

মিস্ মার্সার মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, আমি এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলাম।"—তাহার পর তিনি মিঃ গার্ভির মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "জ্যাক, তুমি আমাকে এই কক্ষ হইতে কোন নির্জ্জন কক্ষে লইয়া চল। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আমাকে অপরাধী মনে করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিতেছেন! ইহা আমার অসহ্য।"

মিঃ গার্ভি সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "না প্রিয়তমে, সকলেই যে তোমাকে অপরাধী মনে করিতেছেন, একথা সত্য নহে। অন্য সকলে তোমাকে অপরাধী মনে করিতে পারেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছেন তুমি নিরপরাধ। তুমি হতাশ হইও না, ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। মিঃ ব্লেক তোমাকে কলঙ্ক মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য লোক ইংলণ্ডে দ্বিতীয় নাই।"

মিঃ গার্ভি মিস্ মার্সারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর মিঃ ব্লেক ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের সিন্দুকের সম্মুখে বসিয়া সিন্দুকটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই কক্ষে তখন ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কলেজ একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া সকৌতুকে মিঃ ব্লেকের কার্য্য-প্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

ইসোবেল মার্সার তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রণয়ী মিঃ গার্ভির সহিত ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত হতাশ ভাবে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন; মিঃ গার্ভি নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিতেছিলেন। সার চার্লস রিডার ও স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর সিলভেষ্টার পূর্ব্বেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি ডাক্তার মার্সারের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেছেন! আপনি যাহাই বলুন, আর যাহাই বিশ্বাস করুন, ডাক্তার মার্সার ভিন্ন এ কাজ অন্য কেহই করে নাই। চাবি দিয়া এই সিন্দুক খোলা যায় না, সিন্দুকের ডালায় যে সকল সংখ্যা চাকার উপর খোদিত আছে, তাহার কতকগুলি সমরেখায় স্থাপন না করিলে এই সিন্দুক খুলিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সেই সংখ্যাগুলি কি, তাহা মিস্ মার্সার ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না; স্বীকার করি কম্পাউণ্ডারটা মিস্ মার্সারের টেলিগ্রামে সেই সংখ্যাগুলি অবগত হইয়া সিন্দুক খুলিয়াছিল; কিন্তু সে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানির কোন পরিবর্ত্তন করে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় মিস্ মার্সার ভিন্ন আর কাহাকে সন্দেহ করিবেন?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কলেজের এই বক্তৃতায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সিন্দুকটি খুলিবার ও বন্ধ করিবার

কৌশল পরীক্ষা করিতেছিলেন, অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তখন তাঁহার মস্তিষ্কে নানা প্রকার ফন্দী-ফিকিরের উদ্ভব হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, ঘটনার দিন রাত্রিকালে ইসোবেল মার্সার সিন্দুকটি বন্ধ করিবার পর, এবং তৎপর দিন প্রভাতে কম্পাউণ্ডার জেমিসন টেলিগ্রামে সিন্দুক খুলিবার কৌশল অবগত হইয়া তাহা খুলিবার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কৌশলে তাহা খুলিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, এবং সেরূপ সম্ভাবনা থাকিলে সেই কৌশলটি কি ?"

ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের নির্দ্দোষিতায় মিঃ ব্লেকের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন ; সুতরাং ইসোবেল সেই রাত্রে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি সিন্দুকে রাখিয়া তাহা বন্ধ করিবার পর, এবং পরদিন প্রভাতে কম্পাউণ্ডার পরিচারিকার সম্মুখে সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বে অন্য কোন লোক গোপনে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন কৌশলে সিন্দুক খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি বাহির করিয়া ঔষধের মাত্রার পরিবর্ত্তন করিয়াছিল ; একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মিস্‌ মার্সার বলিয়াছিলেন, তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি লিখিয়া তাহাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে কি না, তাহা একাধিকবার সাবধানে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মিস্‌ মার্সারের একথাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল।

তাহার পর মিস্‌ মার্সার লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ শ্রবণে যেরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সে বিস্ময় যে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক নিজের ক্ষমতা বুঝিতেন, আত্ম-শক্তিতে তাঁহার প্রত্যয় ছিল ; কিন্তু সে জন্য কেহ তাঁহাকে কোনও দিন দম্ভ বা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতে দেখে নাই। মিস্‌ মার্সারের চরিত্র সম্বন্ধে অন্যের ধারণা যাহাই হউক, তাঁহার ধারণা যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, তাঁহার এ বিশ্বাস তর্কবিতর্ক দ্বারা কেহ বিচলিত করিতে পারিত না। সুতরাং

ইন্স্পেক্টর কলেজ মিস্ মার্সারের বিরুদ্ধে যাহাই বলুন, সে সকল কথা অগ্রাহ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি ইসোবেল মার্সারের যতটুকু পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন, এই যুবতীর হৃদয় নারীসুলভ নানা সদ্গুণে পূর্ণ। মহত্ব, উদারতা, করুণা ও সমবেদনা প্রভৃতি দুর্লভ গুণ তাঁহাতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান; নীচতা, অর্থলিপ্সা ও হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ইতর-প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। এরূপ রমণী যে, স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের উপায় অবলম্বন করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; ইহা মিস্ মার্সারের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ইসোবেল মার্সারের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সিন্দুকটি কেহ যে গোপনে খুলিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সত্য বটে এরূপ সময় ছিল, যখন মন্ত্র প্রভাবে বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা অসাধ্যসাধন হইত; ইন্দ্রজালে লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহা বন্ধ করা ত সামান্য কথা, সিন্দুক পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারা যাইত; অথবা সিন্দুকের ভিতর হইতে যাবতীয় দ্রব্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইত! কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে এই প্রকার ইন্দ্রজালের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে! সুতরাং কে কি কৌশলে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিল, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। এই রহস্যভেদ অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

সিন্দুকটি অত্যন্ত দৃঢ়; স্থূল লোহার পাতে ইহা নির্ম্মিত। সিন্দুকের ডালায় পিতলের সাজ, তাহা এমন সুন্দররূপে পালিশ করা যে, তাহাতে মুখ দেখা যাইত। মিঃ ব্লেক সিন্দুকের হাতলের উপর একটি বিকৃত অঙ্গুলির দাগ দেখিতে পাইলেন; এই দাগটি যে মিস্ মার্সারের কম্পাউণ্ডারের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর চিহ্ন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কম্পাউণ্ডার জেমিসনের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগটি মুড়া; বোধ হয় কোন কারণে তাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল।

অনন্তর মিঃ ব্লেক সিন্দুকের ডালা পরীক্ষা করিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত

করিলেন, কোন লোক মিস্ মার্সারের অজ্ঞাতসারে সিন্দুকটি খুলিবার চেষ্টা করিলে, পাঁচ প্রকার উপায়ে তাহার সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল।

প্রথম উপায়, যদি ঘুমের ঘোরে মিস্ মার্সারের কথা কহিবার অভ্যাস থাকে, (অনেকেরই এরূপ অভ্যাস আছে) তাহা হইলে তিনি কি কৌশলে সিন্দুক বন্ধ করিয়াছিলেন, নিদ্রাঘোরে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, সে কথা শুনিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্য লোকের সিন্দুক খুলিতে পারা সম্ভব।—কিন্তু মিঃ ব্লেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, রাত্রিকালে তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে একাকী শয়ন করেন, অন্য কেহ সেই কক্ষে থাকে না; দিবাভাগে অন্যে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেও পারে, কিন্তু তাঁহার দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল না।—সুতরাং অন্য কেহ এই কৌশলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় উপায়, কেহ মিস্ মার্সারকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে সিন্দুক খুলিবার কৌশলটি বাহির করিয়া লইতে পারিত।—কিন্তু মিস্ মার্সার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে ( Hypnotised ) করিবার সুযোগ পায় নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক নিষ্ফল।

তৃতীয় উপায়, ইসোবেল যে সময় সিন্দুক খুলিয়াছিলেন বা বন্ধ করিতে ছিলেন, সেই সময় অন্য কোন লোক কক্ষান্তর হইতে দর্পণের সাহায্যে ডালার উপর সংখ্যা সমাবেশকৌশল দেখিয়া লইতে পারিত। সংখ্যাগুলি জানা থাকিলে, পরে তাহার পক্ষে সিন্দুকটি খোলা বা বন্ধ করা কঠিন হইত না। মিঃ ব্লেক দেখিয়াছিলেন, সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে অনেকগুলি বড় বড় আয়না ছিল; কিন্তু তিনি পরীক্ষাদ্বারা বুঝিলেন, কোনও কক্ষের আয়নার উপর সিন্দুকের প্রতিবিম্ব নিক্ষেপের সুবিধা নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, কেহ এই কৌশলেও কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে নাই।

চতুর্থ উপায়, কেহ গোপনে এই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ইসোবেলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সিন্দুক খোলা বা বন্ধ করা দেখিতে পারিত, এবং সেই কৌশল অবগত হইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে এই কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সময়ান্তরে পুনর্ব্বার আসিয়া সিন্দুক খুলিতে পারিত। পঞ্চম উপায়, কেহ বক্ষঃপরীক্ষা যন্ত্র (ষ্টেথোস্কোপের)

সাহায্যেও সিন্দুক খুলিতে পারিত।—বলা বাহুল্য ডাক্তারের গৃহে এই যন্ত্রের অভাব নাই।

কিন্তু চতুর্থ উপায়টিও সম্ভব বলিয়া মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল না। ইসোবেল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, চতুরা রমণী, তাঁহার শ্রবণ শক্তিও তীক্ষ্ণ; সুতরাং তিনি সিন্দুকের নিকট বসিয়া থাকিতে কেহ যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সিন্দুক খুলিবার ও বন্ধ কৌশল দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে সরিয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তবে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা কতদূর সম্ভব, তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না মনে করিয়া তিনি সিন্দুকের নিকট হইতে উঠিলেন, এবং মিস্ মার্সারের ষ্টেথোস্কোপের সন্ধানে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ইন্স্পেক্টর কলেজ সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক মিস্ মার্সারের উপবেশন-কক্ষস্থ টেবিলের উপর ষ্টেথোস্কোপটি দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা লইয়া, যে কক্ষে সিন্দুক ছিল সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক জানিতেন, পেট্রোগেডের একজন পাকা চোর সাঙ্কেতিক কৌশলে আবদ্ধ যে কোনও (combination safe) সিন্দুক ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে খুলিতে পারিত, কিন্তু সংপ্রতি সিন্দুকের সাঙ্কেতিক কলের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায়, এই সকল আধুনিক সিন্দুক ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে খুলিতে পারা যায় কি না তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক সিন্দুকটির ডালার মুখে যন্ত্রটির চোঙ বসাইয়া, তাহার নলে কর্ণ সংযোগ করিলেন। তাহার পর সাঙ্কেতিক সংখ্যা-বিশিষ্ট চাকাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় চাকাটি ঘুরাইলেন; এই চাকাটি ১৪ সংখ্যা নির্দ্দেশক, তাহা তিনি জানিতেন। ইন্স্পেক্টর কলেজ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার কাজ দেখিতে লাগিলেন; তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক প্রায় দশ মিনিট সিন্দুকের ডালার চাকাগুলি ঘুরাইয়া,

সিন্দুক খুলিতে পারা যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চাকা গুলি ঘুরাইলে যে শব্দ উৎপন্ন হইত, ষ্টেথোস্কোপের সাহায্য ব্যতীত সেসকল শব্দ কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সিন্দুক খুলিবার সম্ভাবনা থাকিলে সাঙ্কেতিক চিহ্নবিশিষ্ট চক্রগুলির পরিবর্ত্তনে যেরূপ শব্দ উত্থিত হইত; সেরূপ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। সুতরাং তিনি বুঝিলেন এই যন্ত্রের সাহায্যে সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা বৃথা! ইন্‌স্পেক্টর কলেজ নির্ব্বাকভাবে তাঁহার কার্য্য-প্রণালী নিরীক্ষণ করিয়া অবিশ্বাসভরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, মিঃ ব্লেক অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। ইসোবেল মার্সার লর্ড ওয়ারিংকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ সংঘাতিক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই হত্যাকাণ্ড যে রহস্যসঙ্কুল, একথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই।

মিঃ ব্লেকের চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অদূরে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল; তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মিস্ মার্সারের শুক-পক্ষীটি দাঁড়ের উপর বসিয়া ঠিক মানুষের ন্যায় কথা কহিতেছে! ইন্‌স্পেক্টর কলেজ তাহার অদূরে বসিয়াছিলেন, শুকটি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, "কে রে তুই দেড়ে মিন্‌সে! তুই এখানে কেন আসিয়াছিস? তুই কি রম্ খাইয়া থাকিস্, সেই জন্যই বুঝি তোর নাক এত লাল! হি হি হি।"

মিঃ ব্লেক টিয়াপাখীটাকে সুস্পষ্টস্বরে এই কথা বলিতে শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন, ডাক্তার মিস্ মার্সার সম্ভবতঃ কাহাকেও কোন দিন এই ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন, পাখীটা সে কথা মনে রাখিয়া-ছিল। এরূপ শ্রুতিধর পক্ষী তিনি আর কখনও দেখেন নাই; তিনি অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সম্বন্ধে পাখীটার কথাগুলি ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল; কারণ তাঁহার লম্বা দাড়ী ছিল, এবং তাহার নাসিকার অগ্রভাগ অস্বাভাবিক লোহিতবর্ণ। ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিতেন, অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার নাসিকা এইরূপ লোহিতাভ

হইয়াছিল ; কিন্তু একথা সত্য কি না বলা যায় না। ইন্‌স্পেক্টর অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। সুতরাং পাখীর কথা শুনিয়া তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন ; মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এই পাখীটা বোধ হয় পূর্ব্বে কোন হোটেলে ছিল, এই জন্য কতকগুলা বাঁধা বুলি শিখিয়া রাখিয়াছে।"

পাখীটা ডানা ঝাড়িয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "পুষ, পুষ! মিউ, মিউ! হি, হি!—তুই চুল কাটিয়া আয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি অনর্থক সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; এ ভাবে গলদঘর্ম্ম হইয়া লাভ কি ?

পাখীটা বলিয়া উঠিল, "ওরে দেড়ে, চুপকর! লোকটার কথার ঝাঁক দেখ, এত শীঘ্রই ঘামিয়া উঠিয়াছ ? আমি আজ খানা জোগাইতে পারিব না। বড়ই হয়রাণ হইয়াছি। হি, হি, হি।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "পাখীটা যে বিরক্ত করিয়া মারিল ! আর এখানে বসিয়া থাকিয়া ফল কি ? প্রকৃত অপরাধী কে, এ সম্বন্ধে—"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাখীটা উচ্চৈঃস্বরে শীষ্ দিয়া বলিল,"একটা কনেষ্টবলকে ডাক ; শীঘ্র আমার জন্য খানা আন ! ইসোবেল কি পাইয়াছ কি ? এখন সময় কত ? মিঃ ব্লেক, কিরূপ বুঝিতেছেন ! হি, হি, হি।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমি দুই একবার মাত্র আপনার নাম উচ্চারণ করিয়াছি, ইহা শুনিয়াই পাখীটা আপনার নাম মুখস্থ করিয়াছে, অদ্ভুত শক্তি বটে ! পাখীটা যাহা শোনে তাহাই বলিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পাখীটার দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কলেজ, এতক্ষণে আমি ব্যাপার কি বুঝিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সবিস্ময়ে তাঁহাকে বলিলেন, "কোন্ ব্যাপারের কথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"আমি বুঝিয়াছি গতরাত্রে অন্য কোনও লোক এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিস্ মার্সারের সিন্দুক খুলিয়াছিল।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা আমি পরে বলিব। আপাততঃ আমি ইহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ; কারণ আমার কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ।"—অনন্তর তিনি সেই কক্ষের বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জানালা ত বন্ধ নাই, কে ইহা খুলিল ? ইন্‌স্পেক্টর কলেজ, সকালে কোন লোক এইদিক দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের কথা প্রকাশ না করাতেই তাঁহার এই অসন্তোষ ; তিনি মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি না ; আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্থানীয় পুলিসের লোক ও পরিচারিকা এখানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিল।"

মিঃ ব্লেক কলেজকে বলিলেন, "তবে পরিচারিকাকে ডাকুন।"

মিঃ ব্লেক এরূপ স্বরে এই আদেশ করিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, বোধ হয় কেহই পারিত না ; তাঁহার ন্যায় রাস্‌ভারী লোক সচরাচর দেখা যায় না।

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র পরিচারিকা মেরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "বাগানের দিকের জানালা খোলা দেখিতেছি ; কে খুলিয়াছে বলিতে পার ?"

পরিচারিকা বলিল, "না মহাশয়, তাহা জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গতরাত্রে ইহা খোলা ছিল কি না জান?"

পরিচারিকা বলিল, "খোলা থাকাই সম্ভব; মিস্ মার্সার এই কক্ষের জানালাগুলি স্বয়ং বন্ধ করেন, আবার তিনিই খুলিয়া দেন; আজ লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি উহা খুলিয়া না থাকিলে রাত্রে নিশ্চয়ই খোলা ছিল; উহার ফিড়কী বন্ধ ছিল কি না দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।"

পরিচারিকা সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। হাতে অন্য কোন কাজ না থাকায় ইন্স্পেক্টর কলেজ টিয়াপাখীটার নিকটে গমন করিয়া তাহার পিঠে অঙ্গুলির খোঁচা দিলেন। পাখীটার উপর তাঁহার রাগ ছিল, এই জন্যই বোধ হয় এরূপ করিলেন; কিন্তু কাজটি যে বিপজ্জনক তাহা তিনি পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই।

ইন্স্পেক্টর কলেজ পুনর্ব্বার তাহাকে খোঁচা দিয়া বলিলেন, "ওরে বুড়ো টিয়া! তুই ভারী বচনবাগীশ; কিন্তু যে সব কথা বলিস্ তার মানে বুঝিস্?" এই কথা বলিয়াই তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন! চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মর, হতভাগা পাখী! উঃ, আঙ্গুলটা আর নাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কলেজের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেইদিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ হইতে রক্ত ঝরিতেছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ইন্স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "বদমায়েস পাখীটা আমার আঙ্গুল কামড়াইয়া দিয়াছে; আঙ্গুলটা আর নাই! এমন দুষ্ট পাখী ত কোথাও দেখি নাই। আমি উহার দফা সারিতেছি, উহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া লইব!"—তিনি সক্রোধে পাখীটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে ক্রোধান্ধ দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "পাখীটার উপর রাগ করিয়া উহার কোন অনিষ্ট করিবেন না, আমি এই পাখীদ্বারা অনেক সাহায্য পাইব। কিরূপ সাহায্য, তাহা আপনি পরে জানিতে পারিবেন। আপনি উহাকে খোঁচা না দিলেই ভাল

হইত ; অপরিচিত লোকের সহিত উহার ব্যবহার যে এইরূপ হইবে, একথা আপনার জানা উচিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ রুমালে রক্তাক্ত অঙ্গুলিটি মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এরকম দুর্দ্দান্ত পাখী নির্ব্বংশ হউক।"—কিন্তু তিনি মিঃ ব্লেকের অনুরোধে আর তাহাকে আক্রমণ করিলেন না। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত বাতায়নটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, এবং অনুবীক্ষণের সাহায্যে মেঝের গালিচা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর অদূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র টেবিল পর্য্যন্ত গমন করিয়া সেই টেবিলের উপর যে টেবিল-ক্লথখানি ছিল তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, টেবিল-ক্লথের এক কোণে খানিক রক্ত শুকাইয়া আছে।—উহা যে মনুষ্যের রক্ত, এসম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক সেই রক্তচিহ্ন ইন্‌স্পেক্টর কলেজকে দেখাইয়া বলিলেন, "এ চিহ্নটি কি বলিতে পারেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "এ যে দেখিতেছি রক্তের চিহ্ন !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, রক্তের চিহ্ন ; ইহা মনুষ্যের রক্ত। রক্তটা শুকাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রক্ত—তা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমার বিশ্বাস, অন্য কোন লোক আপনার মতই বিড়ম্বিত হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "কি প্রকারে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টিয়াপাখীটার চঞ্চুর আঘাতে।—অপরিচিত লোক দেখিলে বোধ হয় ইহার কামড়াইবার অভ্যাস আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "তাহাই ত দেখিতেছি। আগে জানিলে কে উহাকে খোঁচাইতে যাইত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেদনা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, টিয়ার কামড়ে মানুষ মরে না ; যাহা হউক, এ রক্তচিহ্ন দেখিয়া ইহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিবেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "ঐ দুষ্ট পাখীটারই কীর্ত্তি! বোধ হয় কাহারও আঙ্গুল ঘা'ল করিয়াছিল।—সে টেবিল-ক্লথখানার এই কোণটিতে রক্তাক্ত আঙ্গুল মুছিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস।—এই প্রমাণটুকু মিস্ মার্সারের সম্পূর্ণ অনুকূল।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই কোনও অপরিচিত ব্যক্তি এই কক্ষে আসিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ বলিলেন, "তা অসম্ভব কি? হয় ত কোন রোগী বা কোন ভদ্রলোক মিস্ মার্সারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, পাখীটা তাহাকে ঘা'ল করিয়াছে; বড়ই গুণবান পক্ষী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এ অনুমান সম্ভব মনে হয় না। মিস্ মার্সার এই কক্ষে কোন রোগীর সহিত বা কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন না; এটি তাহার অন্দরের কক্ষ, বাহিরের কক্ষে তিনি আগন্তুকগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের মতের সমর্থন করিলেন না, তাহা হইলে যে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! সেইজন্য তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে বোধ হয় পাখীটা ডাক্তার মার্সারের ভাইকে কাম্‌ড়াইয়াছিল।—সে গতরাত্রে এখানে আসিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই অনুমান সত্য কি না, তাহা মিস্ মার্সারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে; কিন্তু আমার ত উহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি কোন লোক কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ জানালা দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। গালিচার উপর শুষ্ক কর্দ্দমচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সেই বাতায়ন খুলিয়া তাহার ভিতর দিয়া গৃহপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর কিছুকাল প্রবল বৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্তিকা সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত ছিল। বাগানের ভিতর দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, তাহার অবস্থা শোচনীয়; একটু বৃষ্টি হইলেই সে পথে কাদা হয়। মিঃ ব্লেক সেই পথে কাদার উপর দুই জোড়া পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, একজন লোক পূর্ব্বোক্ত বাতায়ন দিয়া নামিয়া সেই পথে চলিয়া গিয়াছে—আর সেদিকে ফিরিয়া আসে নাই; কিন্তু আর একজন লোকের যাতায়াতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

যে ব্যক্তি এই পথে বাতায়নের নিকট আসিয়াছিল, এবং সেই দিক দিয়াই ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহার পায়ে বহুদিনের ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত জুতা ছিল। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইল সেই জুতার এরূপ অবস্থা যে, তাহা ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সেই চিহ্ন দেখিয়া আরও বুঝিতে পারিলেন, এই পদচিহ্ন যাহার —তাহার একটি পা কিছু বিকৃত ছিল; বোধ হইল দক্ষিণ পা খানি একটু বাঁকা, কারণ জুতার দাগ মাটিতে বাঁকা হইয়া বসিয়াছিল।—তৃতীয়তঃ, জানালার নিকট যে পদচিহ্ন ছিল তাহা অন্যান্য চিহ্ন অপেক্ষা গভীর, যেন লোকটি বাতায়ন-পথে গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি গজকাটি বাহির করিয়া পদচিহ্নগুলি মাপিয়া দেখিলেন, ও তাহার পরিমাণ নোটবহিতে লিখিয়া লইলেন। তাহার পর উক্ত দুই প্রকার পদচিহ্নের ছাপ তুলিয়া লইলেন।

অনন্তর মিঃ ব্লেক সেই ছিন্ন পাদুকার চিহ্ন ধরিয়া চলিতে চলিতে মাঠে আসিয়া পড়িলেন;—সেই স্থানের পদচিহ্ন কিছু অপরিস্ফুট, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নাই। এই সকল পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে তিনি মিস মার্সারের অট্টালিকার পার্শ্ববর্ত্তী দেউড়িতে উপস্থিত হইলেন; এই দেউড়ীর পরেই মাঠ। এই দেউড়ী দিয়া মাঠে যাওয়া যায়।

এই দেউড়ীতে তালা ছিল না; মিঃ ব্লেক তাহা টানিবামাত্র খুলিয়া গেল; তিনি দেউড়ী খুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র; বহু লোকে

তৃণরাশি পদদলিত করিলে যেরূপ হয়, তাহার অবস্থা সেইরূপ। কিছু দূরে একটি সুন্দর ভজনালয়। মিঃ ব্লেক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তৎসংলগ্ন একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। এটি স্থানীয় বিদ্যালয়। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই তৃণক্ষেত্রে খেলা করে; এই জন্য তাহাদের পদদলিত তৃণের এই অবস্থা; সুতরাং সেখানে পদচিহ্নের অনুসরণ করিবার কোনও আশা ছিল না।

এ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন, টাইগারের সহায়তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

মিঃ ব্লেক বিদ্যালয়ের অদূরে একটি ছাত্রকে দেখিতে পাইলেন; বালকটি ছুটীর পর তাহার পুস্তক-পূর্ণ ঝোলাটি কাঁধে ফেলিয়া একটি জাতীয় সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে বাটীর দিকে যাইতেছিল; গানটি ভাল, কিন্তু তাহার স্বর রাসভবিনিন্দিত। বালকটিকে দেখিয়া বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে নিকটে ডাকিলেন।

বালক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার একটু উপকার করিতে পার? আমি তোমাকে একখানি টেলিগ্রাম দিব, ইহা ডাকঘরে দিয়া আসিতে হইবে।"—মিঃ ব্লেক তাঁহার পকেট বহি হইতে একখানি পাতা ছিঁড়িয়া একখানি টেলিগ্রাম লিখিলেন; টেলিগ্রামখানি লণ্ডনে স্মিথের নিকট প্রেরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই টেলিগ্রামে তিনি স্মিথকে লিখিলেন, "টাইগারকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে লল্‌হাম গ্রামে উপস্থিত হইবে।"

মিঃ ব্লেক এই কাগজখানি ও দুইটি রৌপ্যমুদ্রা বালকটিকে দিয়া বলিলেন, "টেলিগ্রামের খরচা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তুমি লইও।"

বালকটি কাগজখানি লইয়া বলিল, "এ কি রকম টেলিগ্রাম, মহাশয়? টেলিগ্রামের 'ফরমে' না লিখিয়া দিলে তাহারা লইবে কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এই টাকা ও কাগজখানি টেলিগ্রাফের

কেরাণীকে দিলেই চলিবে; কোন আপত্তি হইবে না। তুমি আর বিলম্ব করিও না, কারণ টেলিগ্রামখানি বড় জরুরী।”

বালকটি আর কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক দূর হইতে তাহার সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন; তখন তিনি ধীরে ধীরে মিস মার্সারের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া একটি কণ্টকপূর্ণ ক্ষুদ্র গুল্মের উপর কি একটি শুভ্র পদার্থ দেখিতে পাইলেন; তাহার স্থানে স্থানে লাল দাগ। মিঃ ব্লেক গুল্মের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাহা একখানি রুমাল; অল্প চেষ্টাতেই রুমালখানি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন রুমালখানি শোণিত-রঞ্জিত! তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “আমার অনুমান. মিস্ মার্সারের পাখীটা যাহার হাত কাটিয়া দিয়াছিল, এ তাহারই রুমাল। বোধ হয় সে এই দিক দিয়া যাইবার সময় রুমালখানিতে হাতের রক্ত মুছিয়াছিল; তাহার পর ইহা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। সে অন্ধকারে ঘাসের ভিতর হইতে ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই, অবশেষে রুমালখানি বাতাসে উড়িয়া এই কাঁটার ঝোপে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু রুমালের এই কোণটিতে এ কাল দাগ কিসের?”

রুমালখানির একধারে কৃষ্ণবর্ণ দাগ লাগিয়াছিল; মিঃ ব্লেক রুমালের সেই অংশটি নাকের কাছে ধরিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য্য, এ যে কাঁচা আফিংএর গন্ধ! রুমালে আফিংএর গন্ধ কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় কেহ হাতে আফিংএর দলা পাকাইয়া হাতখানি এই রুমালে মুছিয়াছে, চট্‌চটে আফিং ইহাতে লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু এদেশে আফিংখোরের সংখ্যা অধিক নহে, আশা হইতেছে, এই রুমালের সাহায্যে আমার তদন্তের সুবিধা হইবে। এরূপ অসম্ভব স্থলে রুমালখানি কুড়াইয়া পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।”

মিস্ মার্সারের অট্টালিকা-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেকের হঠাৎ মনে হইল, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ টিয়াপাখীটার প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে

আশঙ্কা হইতেছে হয় ত তিনি পাখীটাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।—এই পাখীটার প্রাণরক্ষা নানা কারণে মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন ; তিনি বুঝিয়াছিলেন ইহা মিস্ মার্সারের অপরাধস্খালনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার এই আশঙ্কা অমূলক। তিনি দেখিলেন ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিস্ মার্সারের সিন্দুক-সন্নিহিত আরাম-কেদারায় বসিয়া চুরুট টানিতেছেন, এবং পাখীটা তাহার দাঁড়ে বসিয়া নানা প্রকার অসংলগ্ন 'বুলি' বলিতেছে।

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি, মিঃ ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক পূর্ব্ববর্ণিত রুমালখানি আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "সংবাদ মন্দ নহে, এইখানি পাওয়া গিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "ওখানি কি রুমাল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, রুমাল। আমি এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মাঠের দিকে গিয়াছিলাম ; ফিরিবার সময় দেখিলাম একটা কাঁটা-ঝোপে রুমালখানি বাধিয়া আছে। এই কক্ষের টেবিল-ক্লথে যে রক্তচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, এই রুমালেও সেইরূপ চিহ্ন দেখিয়া অনুমান হইতেছে, ডোডো যে লোকটার আঙ্গুল কাটিয়াছিল,সে তাহার আঙ্গুলের রক্ত এই রুমালে মুছিয়াছিল ; তাহার পর রুমালখানি সম্ভবতঃ তাহার অজ্ঞাতসারেই মাঠে পড়িয়া গিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তাহার পর বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনার এই অনুমান সম্ভব হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধকারে অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আপনি যাহা সপ্রমাণ করিতে উৎসুক, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহাই আমার বিশ্বাস। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে, বাহিরের কোনও লোক দুরভি-সন্ধিতে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং এই দুর্দান্ত চিড়িয়ার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুমালে রক্ত মুছিয়া আপনার তদন্তের সুবিধার জন্য ইহা

মাঠে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল; তাহা হইলেও আপনি কিরূপে প্রতিপন্ন করিবেন যে, সেই সিন্দুক খুলিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিতে মর্ফাইনের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে? আমরা সকলেই জানি—এবং ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্নও হইয়াছে যে, অন্যের পক্ষে এই সিন্দুক খুলিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই সিন্দুক খোলা যে অন্যের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; এবং সে কথা বোধ হয় পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "হাঁ, আপনি তাহা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কে কি কৌশলে সিন্দুকটি খুলিয়াছিল, সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই; সুতরাং আপনার অনুমান যে অভ্রান্ত, ইহা কি করিয়া স্বীকার করি? আপনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াও অসম্ভব নহে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কলেজের দম্ভে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি ভ্রান্ত ও আপনি অভ্রান্ত, একথা মনে করিয়া যদি সুখী হন, তাহা হইলে আপনার আত্মপ্রসাদে আমার বাধা দিবার ইচ্ছা নাই, এবং এ সম্বন্ধে আপনার সহিত তর্কবিতর্ক করিবার আগ্রহও আমার নাই; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, দাম্ভিক তার্কিকের ন্যায় নিজের মতটিকেই অভ্রান্ত বলিয়া জাহির করা আমার স্বভাব নহে। আমার সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, ইহা পরে জানিতে পারিবেন; এখন আমি এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিব না। যাহা হউক, আপনি এখন কি করিবেন মনে করিতেছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মিঃ ব্লেকের শ্লেষোক্তিতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া দাম্ভিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে এরূপ বিদ্ধ করিতেন যে, সে বেচারা তাহার মর্ম্মবেদনা সহজে ভুলিতে পারিত না।

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "কি আর করিব? আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিব। প্রথমেই ইন্‌স্পেক্টর সিল্‌ভেষ্টারকে উপদেশ

দিব, তিনি যেন এই বাড়ীতে একটা কন্‌ষ্টেবল মোতাইন করেন। তাঁহাকে দিবারাত্রি এই বাড়ীর উপর নজর রাখিতে বলিব। স্বীকার করি লেডি ডাক্তারটা অঙ্গীকার করিয়াছে, করোনারের বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে এই বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না; কিন্তু তাহার অঙ্গীকারে বিশ্বাস কি? সে প্রাণভয়ে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অন্ধেও বুঝিতে পারে, কিন্তু চক্ষুষ্মান বলিয়া আপনার অহঙ্কার থাকিলেও আপনি তাহা দেখিতে পাইতেছেন না! তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন! তাই মূঢ়ের ন্যায় সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন।”

মিঃ ব্লেক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “আর তুমি আরাম-কেদারায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুট ফুঁকিতেছ! মনে মনে যুক্তি আঁটিতেছ, কিরূপে এই উন্নতমনা, পরোপকারিণী, সেবাপরায়ণা ভদ্রমহিলাকে ফাঁসীতে লট্‌কাইবে, তাহার শুভ্র যশে কলঙ্ক লেপন করিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমাকে শক্তির অপ-ব্যবহার করিতে দিব না। তুমি ডাক্তার মার্সারের চরিত্র বুঝিতে পার নাই, সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নাই। মিস্ মার্সার কখনও পলায়ন করিবেন না, তিনি অপমানকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ভয় করেন।”

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, “আসামীর কথায় যে বিশ্বাস করে, সে পুলিসের চাকরীর উপযুক্ত নহে; করোনারের বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ডাক্তার মার্সারকে নজরবন্দী রাখিতে হইবে। আমি লণ্ডনে যাইতেছি, করোনারের বিচারের সময় আবার আসিব; ইতিমধ্যে আপনি ডাক্তার মার্সারকে বাঁচাইবার ফন্দী আঁটিতে থাকুন।”

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সদম্ভ পদবিক্ষেপে মানসিক উষ্মা প্রকাশ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মুখকান্তি লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আঃ, বাঁচা গেল! পুলিশের এই ভূতগুলা কিছুই বোঝে না, অথচ সকলেই বুদ্ধির এক একটা

'এভারেষ্ট' !—এখন আমি প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিব।—সাদাকে কেহ কাল করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দেখিলেন ডোডো তাঁহার দিকে মুখ প্রসারিত করিয়া কাতরদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছে।—তাহার সে চক্ষুতে তিনি যে কাতরতা দেখিলেন, তাহা মিস্ মার্সারের চক্ষুতেও দেখিয়াছিলেন।—তিনি পক্ষিটির নিকটে গিয়া তাহার ডিম্ববৎ মসৃণ মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ডোডো, ডোডো, তোর ভয় নাই, আমি বাঁচাইয়া দিব।"

ডোডো বলিল, "পুস্, পুস্, পুস্! মিউ, মিউ; আর পা চলে না। হয়রাণ, বিষম হয়রাণ! হি, হি, হি!"

মিঃ ব্লেক অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "কেমন ডোডো! চোদ্দ, তিন—"

ডো ডো বলিল, "চোদ্দ-তিন-তেরো-নয়।"

ডোডো সহসা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইল।—মিঃ ব্লেক সহাস্যে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে আনন্দের বিজলী খেলিতেছিল।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের প্রেরিত টেলিগ্রামখানি যথা সময়ে স্মিথের হস্তগত হইলে সে অবিলম্বে টাইগারকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুদ্র লল্হাম গ্রামে যাত্রা করিল; এবং ট্রেণে উঠিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লল্হামে উপস্থিত হইল।

স্মিথ কুকুরসহ মিস্ মার্সারের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। মিঃ ব্লেক তাহাকে কিজন্য ডাকিয়াছিলেন, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক তাহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। যে ব্যক্তি মাঠে রুমাল ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহার অনুসরণের জন্য টাইগারকে আনিতে হইয়াছে, একথা জানাইয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগার লোকটির গন্ধের অনুসরণ করিয়া কোথায় যায় তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, সেই লোকটিই গভীররাত্রে মিস্ মার্সারের কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সিন্দুক খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্ক্রিপ্সন্খানিতে ঔষধের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু ইহাতে তাহার স্বার্থ কি? আপনি কি মনে করেন মিস্ মার্সারের সহিত তাহার শত্রুতা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা কি করিয়া বলিব? তবে একথা নিশ্চয় যে, সে লর্ড ওয়ারিংএর শত্রু। প্রেস্ক্রিপ্সনের উপর লর্ড ওয়ারিংএর নাম দেখিয়াই সে এই প্রেস্ক্রিপ্সনের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। লর্ড ওয়ারিংএর এরূপ কোন শত্রু আছে কি না, তাহা মিস্ মার্সারের জানা থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি উপস্থিত বিপদে এতই বিহ্বল হইয়াছেন যে, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। তাঁহার মন একটু স্থির হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব; আপাততঃ দেখা যাউক টাইগার কতদূর কি করিয়া উঠে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত শোণিতসিক্ত ও অহিফেনের গন্ধযুক্ত রুমালখানি বাহির করিয়া টাইগারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। টাইগার দুই তিনবার রুমালখানির আঘ্রাণ লইয়া কয়েকবার ইতস্ততঃ দৌড়া-দৌড়ি করিল; তাহার এই অস্থিরতা দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে শৃঙ্খলিত করিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, টেবিলের উপর হইতে আমার টুপিটা দাও, বোধ হয় আমাদিগকে কিছু অধিক দূর পর্য্যন্ত টাইগারের অনুসরণ করিতে হইবে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক টাইগারের শৃঙ্খল ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন; স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

টাইগার আরও দুই একবার রুমালখানির ঘ্রাণ লইল, তাহার পর সে পূর্ব্বোক্ত দেউড়ীর ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে মাঠের দিকে চলিল। মিস্ মার্সারের অট্টালিকাটি লল্‌হাম গ্রামের প্রান্তভাগে পাহাড়ের ধারে অবস্থিত; একটি প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। টাইগার মাঠ অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও রাজপথের দুইধারে গৃহের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না: দুইজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে সেই বিশালকায় ভীষণদর্শন কুকুরটিকে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

টাইগার দ্রুতপদে চলিতে চলিতে অবশেষে লল্‌হামের রেল ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াই ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল; ষ্টেশন-মাষ্টার ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি টিকিটঘরে প্রবেশ করিলেন; টাইগার টিকিট-ঘরের দ্বারের অদূরবর্ত্তী গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল। যাত্রীরা এই স্থানে দাঁড়াইয়া টিকিট ক্রয় করে।

মিঃ ব্লেক সেই গবাক্ষপথে টিকিট-ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি দেখিলেন, একটি অল্পবয়স্কা যুবতী দেরাজের কাছে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছে। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, এই যুবতীই বুকিং ক্লার্ক। পূর্ব্বে একটি যুবক এই ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ছিল; কিন্তু সে টিকিট বিক্রয় ছাড়িয়া শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

যাত্রা করায় লোকাভাববশতঃ এই যুবতীকে বুকিং ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য কোন লোককে দেখিতে পাইলেন না; তিনি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই সেই যুবতীকে বলিলেন, "আমি একজন ডিটেক্‌টিভ; আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

ডিটেক্‌টিভ, এই কথা শুনিয়াই ভয়ে যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল; সে ভাবিল, এ আবার কি ফ্যাসাদ! এত লোক থাকিতে আমার নিকট ডিটেক্‌টিভ আসে কেন?—সে সভয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক তাহার আতঙ্ক দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন; বলিলেন, তাঁহার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিলে তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না।

যুবতী তাঁহার এই আশ্বাস বাক্য বিশ্বাস করিয়া বলিল, "আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাদের এই ষ্টেশনে যাত্রীর ভিড় কেমন?"

যুবতী বলিল, "ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র, হাটের দিন ভিন্ন এখানে তেমন জন-সমাবেশ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল কি হাটের দিন গিয়াছে?"

যুবতী বলিল, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভাল কথা; তাহা হইলে বোধ হয় কাল এই ষ্টেশনে অধিক যাত্রী আসে নাই। আপনি কাল রাত্রে বা আজ প্রত্যূষে যে সকল যাত্রীকে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কোন অপরিচিত লোককে দেখিয়াছিলেন কি?"

যুবতী বলিল, "এই গ্রামের ডাক্তার মার্সারের একটি ভাই গত রাত্রে ট্রেণ হইতে নামিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে টিকিট লই, সে সময় ষ্টেশনমাষ্টার আমার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারই নিকট জানিতে পারি সেই যুবকটি ডাক্তার মার্সারের ভাই। আমি তাঁহাকে

চিনিতাম না। এই যুবক ভিন্ন আর একজন অপরিচিত লোক আমার নিকট টিকিট কিনিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন্ সময় তাহাকে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন ?"

যুবতী বলিল, "আজ অতি প্রত্যুষে; সে ৫টা ৪৮ মিনিটের ট্রেণে গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কোথাকার টিকিট কিনিয়াছিল ?"

যুবতী বলিল, "লণ্ডনের।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটির সাজ-পোষাক কিরূপ ছিল ?"

যুবতী বলিল, "সাজ-পোষাক দেখিয়া বোধ হইল লোকটি বড় গরীব। তাহার কোটটি পুরাতন ও অত্যন্ত জীর্ণ; এমন কি, তাহার কোটের নীচে কামিজ পর্য্যন্ত ছিল না, ওয়েষ্ট-কোট ত দূরের কথা! কিন্তু তাহার সাজ-পোষাক জঘন্ত হইলেও তাহার কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল। সে টিকিটের মূল্য প্রদানের সময় কয়েকখানি নোট বাহির করিয়াছিল। সে একখানি পাঁচ পাউণ্ডের নোট আমাকে দিয়া টিকিটের মূল্য বাদ অবশিষ্ট টাকা চাহিল; কিন্তু আমার নিকট তখন তত টাকা না থাকায় আমি তাহাকে নোটের টাকা দিতে পারিলাম না। তখন সে একখানি এক পাউণ্ডের নোট দিয়া টিকিটের মূল্য চুকাইয়া-দিল। আমি ভাবিলাম, যাহার হাতে এত টাকা আছে, তাহার পোষাক এরূপ কদর্য্য কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথায় বুঝিলাম তাহার নিকট ন্যূন পক্ষে ছয় পাউণ্ড ছিল।—যাহা হউক, তাহার মুখে কি দাড়ী গোঁফ ছিল ?"

যুবতী বলিল, "হাঁ মহাশয়; তাহার মুখে লম্বা কাল দাড়ী ও একজোড়া জমকালো গোঁফ দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার মুখখানি অত্যন্ত শুষ্ক, চোখদুটি বসা, চোখের কোণে কালিপড়া, তাহার চেহারার এই সকল বিশেষত্ব আপনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি ? নোট বাহির করিবার সময় তাহার হাতখানি কাঁপিয়াছিল কি ?"

যুবতী বলিল, "হাঁ, আমার সেইরূপই বোধ হইয়াছিল; আপনার কথা শুনিয়া অনুমান হইতেছে—আপনি তাহাকে চেনেন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না, তাহাকে চিনিতে হইবে; যাহা হউক, লিভারপুল ষ্ট্রীটে যাইতে হইবে, কখন ট্রেণ পাওয়া যাইবে?"

যুবতী বলিল, "একখানি ট্রেণ অল্পক্ষণ পরেই আসিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকে লিভারপুল-ষ্ট্রীট ষ্টেশনের একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট দেন।—আর একখান টিকিট আমার এই কুকুরের জন্ম চাই।"

মিঃ ব্লেক টিকিট লইয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইলে স্মিথ তাঁহাকে বলিল, "কাহার জন্ম টিকিট কিনিলেন? আপনি যাইবেন, না আমি যাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগারকে সঙ্গে লইয়া তোমাকেই যাইতে হইবে। আমি বুকিং-ক্লার্কের নিকট যে লোকটির সন্ধান পাইলাম—তাহার নিশ্চয়ই মৌতাতের অভ্যাস আছে; তুমি লিভারপুল-ষ্ট্রীট ষ্টেশনে নামিয়া টাইগারকে তাহার সন্ধানে নিযুক্ত করিবে।"

স্মিথ বলিল, "সে মৌতাত করে—ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওহো, সে কথা যে তোমাকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছি! এই রুমালখানাতে আমি কাঁচা আফিংএর দাগ দেখিয়াছি। তাহার মৌতাতের অভ্যাস না থাকিলে রুমালে আফিংএর দাগ লাগিবে কিরূপে? ভাল কথা, রুমালখানি তোমার কাছেই রাখ; ইহার সাহায্যে টাইগার তাহার অনুসরণের সুবিধা পাইবে। টাইগার ধাঁধায় পড়িলে উহাকে ইহার গন্ধ শুঁকাইবে। লোকটা আফিংখোর না হইলে তাহার জুতা জামার অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না। লোকটি লম্বা, তাহা তাহার জুতার মাপ ও পদ-চিহ্নগুলির ব্যবধান দেখিয়াই বুঝিয়াছি। যাহা হউক, আর অধিক কথার আবশ্যক নাই, ঐ দেখ ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে! তুমি লোকটার সন্ধান পাইলেই এখানে আমাকে টেলিগ্রাম করিবে; আপাততঃ আমি এখানেই থাকিব।"

ট্রেণখানি আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান হইল।—তাহা দেখিয়া স্মিথ টাইগারকে বলিল, "চল রে টাইগার! চল, লণ্ডনে যাই। বিদায় কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর একটা কথা শুনিয়া রাখ। লোকটা বোধ হয় একটু নেংচাইয়া হাঁটে; কথাটা স্মরণ রাখিও। এখানে ট্রেণ অধিকক্ষণ থামিবে না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়; আশা করি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে।"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে মিঃ ব্লেক পাইপ টানিতে টানিতে মিস্ মার্সারের গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই লোকটা রাত্রিকালে গোপনে মিস্ মার্সারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকটা খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্ক্রিপ্সন্খানিতে একটা শূন্য বসাইয়া সিন্দুকটা পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি? লর্ড ওয়ারিং এই প্রেস্ক্রিপ্সনের ঔষধ খাইলেই মারা পড়িবেন তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে মারিবার জন্যই সে একাজ করিয়াছিল, না, মিস্ মার্সারকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার এই শয়তানী?

"আরও এক কথা, "লোকটা যে দরিদ্র, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি সে চুরীর উদ্দেশ্যেই মিস মার্সারের সিন্দুক খুলিয়াছিল? বুকিং-ক্লার্কের নিকট জানিতে পারা গিয়াছে তাহার নিকট অন্ততঃ ছয় পাউণ্ডের নোট ছিল। যাহার ছেঁড়া কোটের নীচে একটা কামিজ পর্য্যন্ত পরিধান করিবার সঙ্গতি নাই, সে এতগুলি টাকা কোথায় পাইল?—তবে কি সে মিস্ মার্সারের সিন্দুক হইতেই এ টাকাগুলি চুরি করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন তিনি মিস্ মার্সারের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার সিন্দুক হইতে কিছু টাকা চুরী গিয়াছে কি না। টাকা চুরী গিয়া থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, সে চুরীর উদ্দেশ্যেই মার্সারের সিন্দুক খুলিয়া ছিল; তাহার পর লর্ড ওয়ারিংএর ঔষধের ব্যবস্থাপত্রখানি দেখিয়া বিশেষ কোনও কারণে মর্ফাইনের

মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল,বোধ হয় মনে করিয়াছিল ঔষধ প্রস্তুতের জন্ত প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি কম্পাউণ্ডারের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে ডাক্তার আর তাহা পাঠ করা আবশ্যক মনে করিবেন না। '৬' ছয় অঙ্কটিকে '৬০' ষটিএ পরিণত করা তাহার পক্ষে আদৌ কঠিন হয় নাই।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, এই সকল কাজ শেষ হইলে সে যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়ে সে কোনও কারণে টিয়াপাখীটা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। হয় ত সে পাখীটাকে দেখিয়া খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে খোঁচা দিয়াছিল; তখন পাখীটা কলেজের যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহারও সেইরকম দুর্দ্দশা করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মিস্ মার্সারের টেবিল-ক্লথে আঙ্গুলের রক্ত মুছিয়া বাতায়ন-পথে ঘরের বাহির হইয়া পড়ে; পরে দেউড়ী অতিক্রম পূর্ব্বক মাঠ দিয়া যাইবার সময় রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে রক্তাক্ত আঙ্গুলটা মুছিয়া ফেলে, সেই সময় হঠাৎ তাহার রুমালখানি জঙ্গলে পড়িয়া যাওয়ায়, অন্ধকারে সে তাহা খুঁজিয়া পায় নাই।

কিন্তু মিঃ ব্লেক একটা কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, টিয়াপাখীটা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকিলে সে পাখীটাকে মারিয়া ফেলিল না কেন?—ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সে অনায়াসেই তাহার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা সে করে নাই। বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল, পাখীটার মৃতদেহ দেখিলে মিস্ মার্সার বা তাঁহার পরিচারিকা বুঝিতে পারিবে ঘরে চোর আসিয়াছিল। গৃহস্বামিনীর বা তাঁহার পরিচারিকার এই সন্দেহে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে ভাবিয়াই লোকটা পাখীর প্রাণনাশে সাহসী হয় নাই।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক মিস্ মার্সারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিস্ মার্সারের পরিচারিকা মিঃ ব্লেককে দ্বার খুলিয়া দিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "তোমার মনিবকে বল আমি আসিয়াছি; তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।"

পরিচারিকা মেরী বলিল, "মহাশয়! একজন কন্‌ষ্টেবল সদর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে জন্য তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই; সে তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ইন্‌স্পেক্টর কলেজ স্থানীয় পুলিস ইন্‌স্পেক্টর সিল্‌ভেষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াতেই এই কন্‌ষ্টেবলটির আবির্ভাব। ইন্‌স্পেক্টর কলেজের উৎসাহ দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন। পরিচারিকা মেরী তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া মিস্ মার্সারকে সংবাদ দিতে চলিল।

অল্পক্ষণ পরে মিস্ মার্সার মিঃ গার্ভির সহিত উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইসোবেল মার্সারের চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছিলেন।

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, সংবাদ কি? আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি কোন সুসংবাদ দিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, মিঃ গার্ভি, আপনার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে; আমি তদন্তফলে এপর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা আশাপ্রদ, সন্দেহ নাই।"

এতক্ষণ পরে মিস্ মার্সার কথা কহিলেন, কম্পিতস্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে; তাহা হইতে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব বলিয়া কি আপনার বিশ্বাস হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ মার্সার, আমার ধারণা এই গুরুতর অভিযোগ

হইতে আপনাকে মুক্তিদান করা, আপনার কলঙ্ক দূর করা, আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না ; তবে কাজটি সহজ নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আপনি সেজন্য নিরাশ হইবেন না ; আপনি ত জানেন, রোম নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। আমাকে এখনও অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে ; বহু রহস্য-ভেদের আবশ্যক হইবে। আমাকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই। চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসায় কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা রোগীকে জ্ঞাপন করা অনাবশ্যক ; এ কথা আপনার ন্যায় সুচিকিৎসককে বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, আমি এখন আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব ; গতরাত্রে আপনি যখন লণ্ডনে গমন করেন, সে সময় আপনি আপনার সিন্দুকে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন কি ?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আমি হাতখরচের জন্য কিছু টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাই, কালও সিন্দুকে কিছু টাকা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কত টাকা ছিল ?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "সিন্দুকের একটি খোপে একখানি পাঁচ পাউণ্ডের নোট এবং ঐ পরিমাণ খুচরা নোট রাখিয়াছিলাম।—মহাশয় ! এসকল কথা আর আমার ভাল লাগিতেছে না ; আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, আপনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আমার মান সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, জীবনরক্ষা হইবে কি না তাহাও সন্দেহ ; যে কলঙ্কসাগরে ডুবিতে বসিয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার লাভের আশা সুদূরপরাহত। পুলিস দূরের কথা, সার চার্লস রিডার, এমন কি, আমার কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত সন্দেহ করিতেছে, বৃদ্ধ জমিদারকে হত্যা করিবার জন্য এই কুকর্ম্ম আমিই করিয়াছি ! হাঁ, সকলেই আমাকে সন্দেহ করিতেছে ; কেবল মাত্র প্রিয়তম জ্যাকের ধারণা আমি নিরপরাধ। তাঁহার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আমি এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ আছি ; তাঁহার বিশ্বাস হারাইলে আমি বোধ হয় পাগল হইতাম !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাক্তার মার্সার, এসময় আপনি এরূপ বিহ্বল হইলে চলিবে না। আপনি যে নিরপরাধ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে আপনার আত্ম-

নির্ভরের সম্পূর্ণ আবশ্যক; এখন আপনাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া অবিচলিতচিত্তে কাজ করিতে হইবে, তাহাতেই আপনার মঙ্গল; আপনি বুদ্ধিমতী, পণ্ডিতা, আপনাকে অধিক উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। আপনি আপনার সিন্দুকটি খুলুন, সিন্দুকের ভিতর গতকল্য যে টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহা আছে কি না দেখুন।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "কেন, এ সম্বন্ধে আপনার কি কোন সন্দেহ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সন্দেহ না থাকিলে কি আপনাকে টাকাগুলি দেখিতে বলিতেছি? শীঘ্র সিন্দুক খুলুন।"

ডাক্তার ইসোবেল মার্সার তৎক্ষণাৎ সিন্দুকটি খুলিলেন, এবং তাহার একটি খোপের ভিতর হাত পুরিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময়-সূচক অস্ফুটধ্বনি উত্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি হইল?"

মিস্ মার্সার হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আর হইবে কি, আপনার অনুমানই সত্য, সিন্দুকে কিছুই নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, এ অঞ্চলে কোনও আফিংখোর আছে কি না আপনি জানেন কি? ইংরাজের মধ্যে আফিংখোরের সংখ্যা অধিক নহে; সুতরাং দুই একজন এরূপ লোক থাকিলে, তাহাদের এই বদ্-অভ্যাসের কথা গোপন থাকে না; এইজন্যই আপনাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। হয় ত আপনি দুই একটি আফিংখোর রোগীর চিকিৎসা করিয়াও থাকিতে পারেন।"

মিস্ মার্সার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, এরূপ কোন লোককে জানি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না; আপনি একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ যে ব্যক্তি গতরাত্রে আপনার এই কক্ষে গোপনে প্রবেশ করিয়া আপনার টাকাগুলি চুরি করিয়াছে ও প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিতে মর্ফাইনের মাত্রা অধিক করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সে আফিংখোর; তবে সে

কাঁচা খায় কি পাকা খায়,তাহা স্থির করিতে পারি নাই,তবে সে খায় বটে। আমি কোন্ প্রমাণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি,তাহা আপনার আপাততঃ জানিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, আপনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া দেখুন, এরূপ কোন লোককে জানেন কি না।"

মিস্ মার্সার নতমস্তকে দুই তিন মিনিটকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এই গ্রামের একটি ডাক্তারের অহিফেন সেবনের অভ্যাসের কথা শুনিয়াছিলাম; এই কদর্য্য অভ্যাসের জন্য তাঁহার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার যে পসার প্রতিপত্তি ছিল, তাহাও এভাবে নষ্ট হইয়াছিল যে, অবশেষে তাঁহাকে ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখান হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন "এই গ্রামের একজন ডাক্তার! তাঁহার এই রকম বদ্ অভ্যাস ছিল? এই ডাক্তারটির সহিত আপনার কি পরিচয় ছিল?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "তিনি এই গ্রামেই ডাক্তারী করিতেন। আমি এখানে ডাক্তারী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার একচেটে পসার ছিল; আমি ডাক্তার হইয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিংএর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল কি?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "বিলক্ষণ ছিল; তিনিই লর্ড ওয়ারিংএর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুতে এই ডাক্তারটির কোন স্বার্থ ছিল কি না?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "এরূপ এক সময় ছিল যখন লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হইলে এই ডাক্তারটি যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির দোষেই তাঁহার লাভের আশা বিলুপ্ত হয়। লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুতে এখন আর তাঁহার কোন লাভ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, আপনি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিংএর সহিত এই ডাক্তারটির বড়ই প্রণয় ছিল; লর্ড ওয়ারিং তাঁহার এতই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, উইলে তাঁহাকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিয়া যান; কিন্তু একটা চিকিৎসা-ব্যাপারে এই ডাক্তারটি লর্ড ওয়ারিংএর সহিত এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন যে, লর্ডওয়ারিং ডাক্তারকে বঞ্চিত করিয়া সেই টাকা আমার নামে উইল করিয়া যান। ডাক্তার লর্ড ওয়ারিংএর সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যুর পর টাকাগুলি লাভ করিতে পারিতেন। আমার উহা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; ঘটনাক্রমে উইলের এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।"

মিস্ মার্সারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এবং একখানি চেয়ার টানিয়া মিস্ মার্সারকে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মিস্ মার্সার, আমার বিশ্বাস প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান হইতে বিলম্ব হইবে না। এই আফিংখোর ডাক্তারটির সম্বন্ধে আপনি যাহা যাহা জানেন সমস্তই আমাকে বলুন।"

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনিও একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন; মিস্ মার্সার তাঁহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন। অদূরে একখানি টেবিল ছিল, মিঃ গার্ভি সেই টেবিলের উপর বসিলেন; সকল কথা শুনিবার জন্ত তাঁহারও অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল; তিনি বিস্ময়ভরে মিস্ মার্সারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিস্ মার্সার বলিতে লাগিলেন, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি এই গ্রামে ডাক্তারী করিতে আসি। আমি এইখানেই স্থায়ী ভাবে ডাক্তারী করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সেই সময় ডাক্তার রেজিনাল্ড বোকার্ এখানে ডাক্তারী করিতেন; গ্রামে তখন তাঁহার অখণ্ড পসার।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ত লোকের ক্ষতি করা চিরদিনই আমার স্বভাববিরুদ্ধ;

এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সময় একথা একবারও আমার মনে হয় নাই যে, আমার ন্যায় একজন অল্পবয়স্ক নূতন ডাক্তার—বিশেষতঃ লেডি ডাক্তার, এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ডাক্তার বোকার্লের কোন ক্ষতি হইবে। লল্‌হাম গ্রামখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এখানে অনেক সমৃদ্ধ লোকের বাস; সুতরাং আমাদের উভয়েরই এখানে ব্যবসা চলিবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল।

"যাহা হউক, আমার ডিস্‌পেন্সারী খুলিবার দুই চারিদিন পরেই আমি জানিতে পারিলাম, আমি ডাক্তার বোকার্লের চক্ষুশূল হইয়াছি! তিনি যেখানে-সেখানে আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন; আমি ফাঁকি দিয়া পাশ করিয়াছি, চিকিৎসার কিছুই বুঝি না, এইরূপ কত কথাই বলিতেন; এমন কি, আমার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া, আমি যে ভদ্র পরিবারের চিকিৎসা করিবার যোগ্য নহি,—একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না! সে সকল কথাই আমি শুনিতে পাইতাম, কিন্তু তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতাম না; অথচ আমি দেখিতাম, দরিদ্র রোগীদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, মন দিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতেন না; এমন কি, কঠিন রোগাক্রান্ত পল্লীবাসীরা পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও তাঁহার দর্শন পাইত না; সুতরাং তাহারা অগত্যা আমাকেই ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমি সযত্নে তাহাদের চিকিৎসা করিতাম, দরিদ্রগণকে নির্য্যাতন করিয়া টাকা আদায় করিতাম না; ঔষধের মূল্যও যথাসম্ভব অল্প লইতাম। এই সকল কারণে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে আমার বেশ পশার-প্রতিপত্তি হইল; কিন্তু আমার প্রতি ডাক্তার বোকার্লের ক্রোধ ও হিংসা বর্দ্ধিত হইল।

"এই ভাবে কিছু দিন চলিয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত লর্ড ওয়ারিংএর সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় হয় নাই; তিনি গ্রামের জমিদার, আমি ডাক্তার,—এই সূত্রে সামান্য আলাপ পরিচয় হইয়াছিল মাত্র। লর্ড ওয়ারিংএর একটি শিশু কন্যা ছিল; মাতৃহীনা বালিকাটিকে তিনি প্রাণের অধিক স্নেহ করিতেন। বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও শীতকালের একদিন এই বালিকাটির হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, অবশেষে সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়।

"ডাক্তার বোকার্ল তখন লর্ড ওয়ারিংএর পারিবারিক চিকিৎসক, আমি কোনদিন তাঁহার গৃহে চিকিৎসা করিতে যাই নাই; তাঁহার কন্যা যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাও জানিতাম না। যাহা হউক, রোগীর অবস্থা একদিন রাত্রিকালে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইল। সেই সময় যথাযোগ্য ঔষধ পড়িলে হয় ত অবস্থা ফিরিতে পারিত, কিন্তু ডাক্তার বোকার্ল তখন রোগীর নিকট উপস্থিত ছিলেন না। লর্ড ওয়ারিং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে টেলিফোঁ করিলেন; কিন্তু ডাক্তারের কোন সাড়া পাইলেন না। তখন—শীতের সেই গভীর রাত্রে লর্ড ওয়ারিং প্রাণাধিকা দুহিতার প্রাণরক্ষার জন্য স্বয়ং পদব্রজে ডাক্তার বোকার্লের গৃহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বিস্তর ডাকাডাকি করিয়াও ডাক্তারের সাড়া পাইলেন না! তিনি অগত্যা বলপূর্ব্বক ডাক্তারের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থা শোচনীয়;—চণ্ডুর নেশায় তিনি তখন অচৈতন্য! লর্ড ওয়ারিং বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে জাগাইতে পারিলেন না; ডাক্তারের নেশা ভাঙ্গিল না। তখন লর্ড ওয়ারিং নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার গৃহে আসিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার বিপদের কথা আমার গোচর করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত তাঁহার অট্টালিকায় যাত্রা করিলাম; কিন্তু আমার সকল শ্রম বৃথা হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমার পৌছিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই বালিকাটির মৃত্যু হইয়াছে।

"যাহা হউক, ডাক্তার বোকার্লের নেশা ছুটিলে তিনি উঠিয়া কোনক্রমে লর্ড ওয়ারিংএর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালিকাটি তখন মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াছিল; লর্ড ওয়ারিং তখন কন্যাশোকে উন্মত্তপ্রায়। তিনি ডাক্তার বোকার্লকে দেখিয়াই ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন; তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেন। লর্ড ওয়ারিং তাঁহার কন্যার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি তাঁহার উইলের পরিবর্ত্তন করিবেন; এবং ডাক্তারকে গ্রাম হইতে না তাড়াইয়া ক্ষান্ত হইবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিং কি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন ?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "নিশ্চয়ই। লর্ড ওয়ারিং ডাক্তার বোকার্ল্লের মৌতাতের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং ডাক্তার বোকার্ল অহিফেন-ধূমপানে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহাও সকলকে জানাইয়াছিলেন। ডাক্তারের গুণের কথা শুনিয়া গ্রামের সমস্ত লোক তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইল ; লোকে তাঁহার ছায়াস্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতে লাগিল ! অবশেষে তিনি একদিন গোপনে গ্রামত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ; সেই অবধি তিনি আর এ গ্রামে আসেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল কাল রাত্রে আসিয়াছিল।

মিস্ মার্সার সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তবে কি আপনি বলিতে চান—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "সে এখানে আসিয়াছিল, এবং গোপনে আপনার এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; এ বিষয়ে আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে বোধ হয় প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে আপনার উপর অত্যাচার করিত, কিংবা উৎপীড়ন করিয়া কিছু টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল।—আর এক কথা, গত রাত্রে আপনি কি এই কক্ষের জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন ?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "তাই ত ! জানালার ফিড়কি বন্ধ করিবার কথা যে আমার মনেই ছিল না। এখন মনে পড়িতেছে, ঐ জানালার ভিতর দিয়াই আমার ভাই গত রাত্রে বাহির হইয়া গিয়াছিল ; তাহার পর আর জানালা বন্ধ করা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, জানালা খোলা ছিল, বোকার্ল ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে ; জানালা খোলা আছে দেখিয়া সে অতি সহজেই এই কক্ষে প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছিল।"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "স্বীকার করিলাম সে খোলা জানালা দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু কি কৌশলে আমার সিন্দুক খুলিয়াছিল? আমি কি উপায়ে আমার সিন্দুক খুলি ও বন্ধ করি তাহা আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু তাহা যে না জানে তাহার পক্ষে এই সিন্দুক খোলা অসম্ভব।—তবে সে কিরূপে আমার সিন্দুক খুলিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"সে কথা আপনার টিয়াপাখী ডোডোকে জিজ্ঞাসা করুন। ভাল কথা, আপনি যখন একাকী থাকেন, তখন কি আপনার আপন মনে কথা বলিবার অভ্যাস আছে?"

মিস্ মার্সার বলিলেন, "হাঁ, আমার ঐ রকম বদ্ অভ্যাস আছে বটে, আমার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলি। বিশেষতঃ কোন্ কোন্ সংখ্যা পর পর রাখিয়া সিন্দুক বন্ধ করিতে হয়, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহা আমার আবৃত্তি করিবার অভ্যাস ছিল।—এই অভ্যাসটি এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক সময় আমি আমার অজ্ঞাতসারেই তাহা উচ্চারণ করিতাম। হয় ত কোন একটা কাজ করিতেছি, সেইদিকেই আমার মন আছে; তখনও ঐ সংখ্যাগুলি ফস্ করিয়া আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে!—কিন্তু এ অবস্থাতেও এই সিন্দুক খুলিয়া আমার সর্ব্বনাশ করা অন্যের পক্ষে কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগামী কল্য করোনারের আদালতে এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্তের সময় আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, আমি আপনাকে এখন যে উপদেশ দিব—তাহা স্মরণ রাখিবেন। আপনি কোন কারণে উৎকণ্ঠিত বা ব্যাকুল হইবেন না; তাহাতে আপনার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। যদি আমি ভুল বুঝিয়া না থাকি,—আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই,—তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় যে, বোকার্ট গত রাত্রে এখানে আসিয়া কোন উপায়ে আপনার সিন্দুক খুলিবার কৌশল জানিতে পারিয়া, আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

"সেই দুর্ব্বৃত্ত সিন্দুক খুলিয়াই ডাক্তার ওয়ারিংএর ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি দেখিতে পায় ; প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের উপরে লর্ড ওয়ারিংএর নাম দেখিয়াই সে কৌতূহলী হইয়া উহা পাঠ করে।—আপনার কথা শুনিয়া বেশ বুঝিয়াছি, লর্ড ওয়ারিংএর প্রতি সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ; সম্ভবতঃ প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজিতেছিল। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি পাঠ করিয়া সে বুঝিতে পারিল, লর্ড ওয়ারিংএর ও আপনার সর্ব্বনাশ করিবার চমৎকার সুযোগ উপস্থিত! এ সুযোগ কি সে ত্যাগ করিতে পারে?—সে আপনার টাকাগুলি আত্মসাৎ করিল ; তাহার পর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের যে স্থানে মর্ফাইনের উল্লেখ ছিল তাহার পাশেই উহার মাত্রার পরিমাণ দেখিয়া, '৬' সংখ্যাটির পাশে একটি '০' বসাইয়া তাহার দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিল। সে বুঝিয়াছিল, যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ আপনি এত সাবধানে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ঔষধ প্রস্তুতের পূর্ব্বে তাহা পুনর্ব্বার পাঠ করা আপনি আবশ্যক মনে করিবেন না।

"বোকার্ল বহুদর্শী চিকিৎসক, বিশেষতঃ সে লর্ড ওয়ারিংএর ধাত বুঝিত ; সে বুঝিয়াছিল ৬০ ফোঁটা মর্ফাইন উদরস্থ হইলে বৃদ্ধ জমিদারকে ইহলীলা শেষ করিতেই হইবে।—তাঁহার মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই একটা গণ্ডগোল হইবে ; প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানিও ধরা পড়িবে।—তখন এই স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার অপরাধ আপনার ঘাড়েই পড়িবে, আপনি নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইবেন ; সমস্ত প্রমাণই আপনার বিরুদ্ধে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ গার্ভি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "উঃ, কি নরপিশাচ! এই দুর্ব্বৃত্তের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। তাহার গলার মাটি হইয়াছে—তাহাকে যে আর কেহ ডাকে না, ইহা ভালই হইয়াছে।"

অনন্তর মিঃ গার্ভি তাঁহার পকেট হইতে চেক-বহিখানি বাহির করিয়া তাহার একটি পাতায় 'ফাউন্টেন্‌ পেন' দিয়া কি লিখিলেন ; তাহার পর সেই পাতাটি ছিঁড়িয়া লইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন ; দয়া করিয়া যদি

আমাদের আর একটু উপকার করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি করিতে হইবে বলুন। আমার দ্বারা আপনাদের কোন উপকার হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে কুণ্ঠিত হইব না।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "আপনি লণ্ডনের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, লণ্ডন সহরের অনেক বড় লোকের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে। আপনি লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মেসার্স কোট্‌স্ এণ্ড কোম্পানীকে জানেন না কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা আর জানি না ?—এই ফারমের কর্ত্তা মিঃ সামুয়েল কোট্‌স্ আমার বিশেষ বন্ধু।"

মিঃ গার্ভি বলিলেন, "তাই নাকি!—তাহা হইলে দয়া করিয়া একটি কাজ করুন; আপনার চেষ্টায় মিস্ মার্সার যদি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হন ও মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় করিবার জন্যই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এই পনের হাজার টাকার চেকখানি লইয়া গিয়া মিঃ কোট্‌স্‌কে—"

মিস্ মার্সার এই কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিলেন, এবং মিঃ গার্ভির দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া ব্রীড়ারক্তিম মুখে আবেগ ভরে বলিলেন, "না, জ্যাক, তুমি কোন মতেই এ কাজ করিতে পারিবে না; আমি তোমাকে এ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দিব না।—আমি আমার ভাইকে ভালবাসি; সে যাহাতে জেলে না যায়—তাহার উপায় করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাও স্বীকার করি;—এবং জানি তাহার দুর্নামে আমাদের বংশ কলঙ্কিত হইবে, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তোমাকে টাকা খরচ করিতে দিব না।"

মিঃ গার্ভি মিস্ মার্সারকে ধরিয়া জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "ইসোবেল, তোমার ভাইকে বাঁচাইবার জন্য আমাকে এই যৎসামান্য অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া তুমি কেন এত কুণ্ঠা বোধ করিতেছ? প্রিয়তমে, তোমার সুখের জন্য আমি কোন্ কার্য্যে পরাঙ্মুখ? এ জন্য

সামান্য পনের হাজার টাকা ব্যয় ত অতি তুচ্ছ কথা!—আবশ্যক হইলে ঐ জন্য আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও পশ্চাৎপদ নহি। সত্য, এখনও তোমার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই; কিন্তু বিবাহের পর আমার সর্ব্বস্ব ত তোমারই হইবে।—এ বিপদ কি তোমার একার?—তোমার বিপদ কি আমারও বিপদ নহে? তোমার ভাই জেলে পচিলে আমারও কি মাথা হেট হইবে না?—তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও এ কথা বুঝিতে পারিতেছ না!—না, আর আমাকে বাধা দিও না।—মিঃ ব্লেক, আপনি এই টাকা লইয়া আপনার বন্ধু মিঃ সামুয়েল কোট্‌সের সহিত যথাসম্ভব শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবেন; যাহাতে রাল্‌ফ মার্সার এ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে—তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনাকে তাহার একটা উপায় করিতেই হইবে। বোধ হয় তিনি আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না; টাকাগুলি পাইলেই সম্ভবতঃ আর তিনি সে বেচারাকে লইয়া টানাটানি করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক মিঃ গার্ভির মহত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হইলেন; তিনি তাঁহার নিকট হইতে চেকখানি লইয়া বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি যেমন করিয়া পারি সামুয়েলকে রাজী করিব; কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, আমি এই মুহূর্ত্তেই লণ্ডনে চলিলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মিস মার্সার তাঁহার প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া নিরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লঘু হইল।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ রেলযোগে লিভারপুলষ্ট্রীট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টাইগারকে পূর্ব্বোক্ত রুমালের অধিকারীর সন্ধানে নিযুক্ত করিল। টাইগার রুমালখানির আঘ্রাণ লইয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। সে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দুই চারিবার ঘুরিয়া, যে পথে প্ল্যাটফরম হইতে বাহির হইল, স্মিথও সেই পথে তাহার অনুসরণ করিল।

লণ্ডনের লাইম্ হাউস্ নামক পল্লীটি কলিকাতার বেন্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটের মত লণ্ডন-প্রবাসী চীনাম্যানদের আড্ডা; টাইগার নানা পথ ঘুরিয়া সেই পল্লীর অভিমুখে চলিল; কিন্তু সে তেমন দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিল না, কারণ সেই সকল পথ দিয়া বহুলোকের গমনাগমনে গন্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; যাহা হউক, রুমালখানি স্মিথের সঙ্গে থাকায় তাহার আঘ্রাণ লইয়া 'ব্লড্ হাউণ্ড' টাইগার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

লাইম্ হাউস্ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া টাইগার একটি সঙ্কীর্ণ গলির সম্মুখে আসিয়া থামিল; এই গলির অভ্যন্তরে নিম্ন শ্রেণীর বহুলোকের বাস। টাইগার গলির মোড়ে দুই একবার ঘুরিয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিল। স্মিথ তাহার অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল, পথের দুই দিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে কতকগুলি নিকর্ম্মা লোক দলবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছে, ও তুচ্ছ কথা লইয়া হো হো করিয়া করিয়া হাসিতেছে! কোথাও বা পতিতা রমণীর দল শিকারানুসন্ধানে দ্বারের নিকট বসিয়া আছে, এবং গল্প করিতে করিতে অবশেষে তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিকটে একটি নর্দ্দমা ছিল; কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খালিপায়ে ও অর্দ্ধোলঙ্গ দেহে সেই নর্দ্দমায় নামিয়া পরস্পরের গায়ে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতেছে।—পল্লীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া স্মিথের মন বড়ই দমিয়া গেল।

টাইগার সেই গলি পার হইয়া একটি প্রশস্ত গলিতে প্রবেশ করিল; এই গলির মোড়ে একজন কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। লণ্ডনের বহু সংখ্যক দস্যু তস্কর প্রবঞ্চক জালিয়াৎ ও ফৌজদারীর ফেরারি আসামী এই গলির ভিতর বাস করে। এই স্থানের অধিবাসিগণের প্রকৃতি এরূপ ভয়ানক যে, পুলিস-কন্‌ষ্টেবলেরা দলবদ্ধ না হইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না! পাছে অপরিচিত ভদ্রলোকেরা ভ্রমক্রমে এই গলিতে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে কন্‌ষ্টেবলটি সেইস্থানে দাঁড়াইয়াছিল।

স্মিথের পরিচ্ছদ ভদ্রজনোচিত ছিল; তাহাকে কুকুর সহ সেই গলিতে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া কন্‌ষ্টেবলটি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সসম্ভ্রমে বলিল, "মহাশয়! এই গলিতে প্রবেশ করা ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ নহে; আপনি এ সময় এ গলিতে প্রবেশ করিলে নিশ্চয় বিপন্ন হইবেন। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"—এই কথা বলিয়াই কন্‌ষ্টেবলটি তাহার হস্তস্থিত আঁধারে লণ্ঠনটা স্মিথের মুখের উপর ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য, এ যে দেখিতেছি মিঃ ব্লেকের সাকরেদ মিঃ স্মিথ! আপনি কোন্ সাহসে জানিয়া-শুনিয়া এ সময় এ গলিতে প্রবেশ করিতেছেন?"

স্মিথও এই কন্‌ষ্টেবলটিকে চিনিত; পরিচিত কন্‌ষ্টেবলকে এই কুস্থানে দেখিয়া তাহার একটু সাহস হইল। সে নিম্নস্বরে কন্‌ষ্টেবলটিকে বলিল, "তুমি ত জান, আমার মনিবের আদেশে আমাকে সকল স্থানেই যাইতে হয়; স্থান অস্থানের বিচার করা চলে না। আমার বোধ হয়, গলির লোকগুলা আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিবে না; হয় ত আমাকে দেখিয়াও দেখিবে না।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আপনাকে লক্ষ্য করিতে না পারে, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে কুকুরটি আছে এরূপ কুকুর তাহারা সর্ব্বদা দেখিতে পায় না; সুতরাং কুকুরটি দেখিলেই তাহারা হল্লা আরম্ভ করিবে। কেহ কেহ হয় ত উহার পশ্চাতে খোঁচা দিবে, তাহা হইলেই বিভ্রাট বাধিয়া যাইবে।"

স্মিথ বলিল, "এ কথা মিথ্যা নহে; কিন্তু আমার যতই অসুবিধা হউক, কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতেই হইবে। কুকুরটা একটা বদ্‌লোকের সন্ধানে যাইতেছে; লোকটা কোথায় আছে তাহা দেখিবার জন্ত আমাকেও যাইতে হইবে।"

কন্‌ষ্টেবলটি অনিচ্ছাসহকারে বলিল, "আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম; তথাপি আপনি যদি আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিপদে পড়েন, তাহা হইলে আমার কোন দোষ নাই। যাহা হউক, আপনি আমার এই বাঁশীটা রাখুন, যদি হঠাৎ কেহ আপনাকে আক্রমণ করে, কি অন্ত কোনও কারণে পুলিসের সাহায্য গ্রহণের আবশুক হয়; তাহা হইলে আপনি খুব জোরে এই বাঁশীতে ফুঁ দিবেন।—সেই শব্দ শুনিতে পাইলেই আমরা দলবলে আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইব।"

স্মিথ বলিল, "তোমার এই উপকার আমার স্মরণ থাকিবে; কিন্তু তোমার উদ্বেগ অনাবশুক। আমি যথাসম্ভব সাবধানেই যাইব।"

স্মিথকে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া কন্‌ষ্টেবলের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া টাইগার অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গলিটি অন্ধকারপূর্ণ।

স্মিথ কন্‌ষ্টেবলের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া দুই একপদ অগ্রসর হইবামাত্র টাইগার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির ভিতর সবেগে ধাবিত হইল; অগত্যা স্মিথকেও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে হইল।

যাহা হউক, টাইগার অধিকদূর গমন করিল না; গলির মোড় হইতে দশ বার গজ দূরে একটি হোটেল ছিল, এই হোটেলটি যত ইতর লোকের আড্ডা। টাইগার সেই হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া থামিল; তাহার পর সেই স্থানে কয়েকবার নত মুখে ঘুরিয়া বেড়াইল।

স্মিথ বুঝিল, টাইগার গন্ধ হারাইয়াছে! সে তৎক্ষণাৎ তাহার পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত রুমালখানি বাহির করিয়া আর একবার তাহা টাইগারের নাকের কাছে আন্দোলিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "চল বেটা! এখানে ঘুরিয়া কি ফল?"

টাইগার স্মিথের কথা বুঝিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই হোটেলের আর একটি দরজায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল, এবং স্মিথের মুখের দিকে সাগ্রহে চাহিতে লাগিল।

স্মিথ অস্ফুটস্বরে বলিল, "তবে কি লোকটা এই হোটেলেই আছে? বোধ হয় সে ট্রেণ হইতে নামিয়া সোজা এইখানেই আসিয়াছে; কিন্তু তোকে লইয়া এখন এই বদ্‌মাইসের আড্ডায় প্রবেশ করা হইবে না; তাহাতে কাজ নষ্ট হইতে পারে। চল্‌ তোকে দূরে রাখিয়া আসি।"

স্মিথ টাইগারের শিকল ধরিয়া সেই গলির মোড়ে ফিরিয়া আসিল। কন্‌ষ্টেবলটি তখনও সেইস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল; স্মিথ তাহাকে বলিল, "আমি যে লোকটির সন্ধানে বাহির হইয়াছি, সে কোথায় আছে তাহা জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং কুকুরটাকে আর সঙ্গে রাখিবার আবশ্যক নাই। তুমি আমার একটু উপকার করিবে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "কি করিতে হইবে বলুন, আমি সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব।"

স্মিথ বলিল, "তুমি কয়েক মিনিট এই কুকুরটাকে ধরিয়া রাখ, আমি যথা সম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া আসিব; তবে যদি সেই লোকটা শীঘ্র হোটেল হইতে বাহির না হয়, তাহা হইলে আমার বিলম্ব হইতেও পারে। তুমি পাহারা বদল না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে আছ ত?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "সে জন্ত আপনার কোন চিন্তা নাই, কুকুরটাকে আমার জিম্বায় রাখিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে যাইতে পারেন; যাহা হউক, আপনি যাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, সে লোকটার অপরাধ কি?"

স্মিথ বলিল. "নরহত্যা বা ঐপ্রকার কোন গুরুতর অপরাধ, আমি ঠিক জানি না; তবে তোমাকে যদি এ সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি তোমাদের দারোগাকে বলিবে—মিঃ ব্লেক এ সম্বন্ধে সকল কথা পরে তাঁহাকে জানাইবেন।"

কন্‌ষ্টেবলটি স্মিথের হাত হইতে কুকুরের শিকল লইয়া বলিল, "আপনি

খুনী আসামী ধরিতে যাইতেছেন? সাবধান হইয়া যাইবেন। একে এই ভয়ানক পল্লী, তাহার উপর খুনী আসামী; শেষে আপনাকে খুন হইতে না হয়!"

স্মিথ কনষ্টেবলটিকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার সেই হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে যে ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাকে চিনিত না; কিন্তু লোকটির আকার প্রকার কিরূপ তাহা সে দর্‌হাম ষ্টেশনের বুকিং-ক্লার্কের নিকট শুনিয়া লইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, লোকটার লম্বা কাল দাড়ী আছে, এবং তাহার কোটের নীচে কামিজ নাই। মিঃ ব্লেকও তাহাকে বলিয়াছিলেন, লোকটির একখানি পা বিকৃত। সুতরাং তাহার বিশ্বাস ছিল, দেখিলেই সে তাহাকে চিনিতে পারিবে। তাহার জুতাজোড়াটা অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ এবং তাহার গোড়ালী ক্ষয়প্রাপ্ত, এ কথাও তাহার স্মরণ ছিল।

স্মিথ হোটেলের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি ছলে ভিতরে প্রবেশ করিবে তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় একটা লোক হোটেলের একজন চাকরের সহিত কলহ করিতে করিতে হোটেলের বাহিরে আসিল; কিন্তু তখন তাহার পা এরূপ কাঁপিতেছিল যে, সে পথে পদার্পণ করিবামাত্র পদস্খলন হইয়া ভূতলশায়ী হইল! তাহার অবস্থা দেখিয়া হোটেলের ভৃত্যটি সক্রোধে বলিল, "তোকে আর কখনও এখানে প্রবেশ করিতে দিব না।"

ভূপতিত লোকটি অতি কষ্টে উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "যত ছোট লোকের আড্ডা, আমি আর এখানে আসিতেছি না। চাকরে আমার অপমান করে! এমন হোটেলে বজ্রাঘাত হউক।"

তাহার পর সে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ও টলিতে টলিতে গলির অন্যদিকে চলিল।—হোটেলের ভৃত্যটি যখন দ্বার খুলিয়া তাহাকে হোটেল হইতে বাহির করিয়া দেয়, সেই সময় কক্ষস্থিত দীপালোকে স্মিথ তাহার আকারপ্রকার দেখিয়া লইয়াছিল। সে দেখিল, তাহার মুখে লম্বা কাল দাড়ী; মুখ শুষ্ক; চক্ষু দুটি বসা, তাহার চারিদিকে কালি পড়া; তাহার

কোটের বোতাম খোলা ; কোটের নীচে কামিজ নাই !—স্মিথ বুঝিল, এই লোকই বটে !

স্মিথ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে লোকটির অনুসরণ করিল। স্মিথ সেই অন্ধকারেও, বুঝিতে পারিল, লোকটি একটু খোঁড়াইয়া চলিতেছে ; কিন্তু সে প্রকৃতই ঈষৎ খঞ্জ, কি নেশার ঝোঁকে তাহার গমনভঙ্গি এইরূপ হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

লোকটি সেই গলি পার হইয়া একটি আলোকিত পথে উপস্থিত হইল ; স্মিথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়াই এই পথটি চিনিতে পারিল ; পথটির নাম, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডক্ রোড'।

চলিতে চলিতে শীতল বাতাসে লোকটার নেশা অনেকটা ছুটিয়া গেল। সে তখন অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দভাবে চলিতে লাগিল। কিছু দূরে কয়েক-খানি নোংরা ছোট দোকান ছিল, দোকানগুলিতে মিট্‌মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল ; স্মিথ সেই ধূম্রাচ্ছন্ন মৃদু আলোকে দেখিল, লোকটি একটা দোকানের সম্মুখে আসিয়া থামিল। তাহার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিল।

স্মিথ দোকানের অদূরে তিন চারি মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু লোকটা আর দোকান হইতে বাহির হইল না। তখন স্মিথ সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দোকানের গবাক্ষপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচের আলমারির ভিতর চুরুট, সিগারেট, তাম্রকুট চূর্ণ প্রভৃতি সজ্জিত আছে।—দোকানের ঊর্দ্ধদেশে কাষ্ঠফলকে একটি নাম লেখা আছে।—সেই নামটি পাঠ করিয়া স্মিথ বুঝিল, দোকান স্বামীর নাম 'উ-ফং-সিট' নাম শুনিয়া পাঠক পাঠিকাও বোধ হয় বুঝিয়াছেন—ইহা চীনাম্যানের দোকান।

স্মিথ দোকানখানির সম্মুখে দুই তিনবার পাদচারণ করিল। শেষবার সে দেখিল, একটি চীনাম্যান দোকানের দরজায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।—তাহার বিস্ময়কর মূর্ত্তি দেখিয়া স্মিথের চলৎশক্তি রহিত হইল ! সে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই চীনাম্যানটির পরিধানে পীতাভ

ঢিলা পায়জামা, অঙ্গে অদ্ভুত আকারের খাটো কোর্ট; মস্তকে সুদীর্ঘ বেণী!

স্মিথ চীনাম্যাটিকে দেখিতে পাইলেও, সে একটা দোকানের আড়ালে থাকায় চীনাম্যান তাহাকে দেখিতে পায় নাই। স্মিথ লোকটাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। মিঃ ব্লেকের সহিত একবার তদন্তে আসিয়া ইহার সহিত স্মিথের পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিচারালয়ে দণ্ডিত করিতে পারেন নাই।—স্মিথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ যে দেখিতেছি আ-লু!"—কি সর্ব্বনাশ! আমাকে দেখিলেই ত চিনিতে পারিত। এ ভাবে উহার সম্মুখে যাওয়া হইবে না। ছদ্মবেশ ধারণের আবশ্যক।"

কিন্তু চীনাম্যানটা কয়েক মিনিট দ্বার হইতে নড়িল না; অগত্যা স্মিথকে সেইখানে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অবশেষে লোকটি দোকানে প্রবেশ করিলে স্মিথ তাড়াতাড়ি তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।—যাইবার সময় সে পুনর্ব্বার দোকানের মুক্ত বাতায়ন-পথে ভিতরের দিকে চাহিল; সে যাহার অনুসরণ করিয়াছিল—তাহার কোনও সন্ধান পাইল না। স্মিথ মনে করিল, সে অন্য পথে দোকান হইতে বাহির হইয়া যায় নাই ত?

একটু দূরে আসিয়া স্মিথ, অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল; সে অবিলম্বেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

স্মিথ বুঝিয়াছিল, চীনাম্যানের এই আড্ডায় যখন আ-লু উপস্থিত রহিয়াছে তখন এখানে চণ্ডু সেবনের ব্যবস্থা আছেই, 'ফাং-টাং' নামক জুয়াখেলাও চলিতেছে। আ-লু কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানান্তরে আর একটি চণ্ডুর আড্ডা খুলিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিত, মিঃ ব্লেক তাহার সেই আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; স্মিথ এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্যও করিয়াছিল।

স্মিথ যাহার অনুসন্ধানে এই রাত্রিকালে এরূপ কদর্য্য স্থানে একাকী আসিয়াছিল—সেই লোকটি আফিংখোর একথা সে মিঃ ব্লেকের নিকটেই শুনিয়াছিল; সুতরাং বুঝিয়াছিল, আ-লুর আড্ডা হইতে সে যে শীঘ্র বাহির হইবে—তাহার সম্ভাবনা অল্প।

তবে তাহার আশঙ্কারও একটি কারণ ছিল। প্রায় সকল দেশেই গুলি বা চণ্ডুর আড্ডাসমূহের এক একটি গুপ্ত দ্বার থাকে; আড্ডার লোকেরা কোন কারণে গোপনে পলায়ন করিতে হইলে সেই পথে পলায়ন করে। বহুকষ্ট ভোগের পর স্মিথ যাহার সন্ধান পাইয়াছে, সে যদি তাহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না; কিন্তু ছদ্মবেশ ভিন্ন তাহার এই আড্ডায় প্রবেশ করিবার আশা ছিল না। আ-লু তাহাকে বিলক্ষণ চিনিত; সে স্মিথকে তাহার আড্ডায় প্রবেশ করিতে দেখিলে জীবিতাবস্থায় তাহাকে সেখান হইতে বাহির হইতে দিবে না। সুতরাং অগত্যা জিমি নামক একটি বালককে তাহার সাহায্যার্থ পাঠাইবার জন্য মিসেস্ বার্ডেলকে টেলিফোঁ করাই সে সঙ্গত মনে করিল। এই বালকটি পিতৃ-মাতৃহীন; সংবাদ-পত্র বিক্রয় দ্বারা সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ বলিয়া মিঃ ব্লেক গোয়েন্দাগিরিতে কখনও কখনও তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। —সে বড়ই বিশ্বাসী ছিল।

স্মিথ তাড়াতাড়ি ইষ্টইণ্ডিয়া ডক্ রোডে প্রত্যাগমন করিল। এই রাস্তায় একজন সংবাদপত্র বিক্রেতার দোকানে সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি টেলিফোঁর কল ছিল; স্মিথ সেই কলের সাহায্যে মিঃ ব্লেকের পরিচারিকা মিসেস্ বার্ডেলের নিকট টেলিফোঁ করিয়া তাহাকে জানাইল, সে যেন অবিলম্বে জিমিকে তাহার নিকট প্রেরণ করে।

মিসেস্ বার্ডেল জানিত, জিমি মিঃ ব্লেকের বাসগৃহের অদূরে বাস করে; সে তাহাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ স্মিথের নিকট পাঠাইল। স্মিথ জিমিকে আ-লুর দোকানের নিকট পাহারায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবলের নিকট উপস্থিত হইল; এবং তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক টাইগারকে সঙ্গে লইয়া একখানি মোটর গাড়ীতে বেকার ষ্ট্রীটে প্রত্যাগমন করিল।

# নবম পরিচ্ছেদ

স্মিথ মিঃ ব্লেকের অট্টালিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণে প্রবৃত্ত হইল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই চীনাম্যান সাজিল। সে এরূপ দক্ষতার সহিত সাজ-সজ্জা করিল যে, তাহাকে দেখিলে সে যে চীনাম্যান নহে, ইহ কেহই বলিতে পারিত না। মিঃ ব্লেকের সাজঘরে ছদ্মবেশ ধারণের সকল প্রকার উপকরণই ছিল, সুতরাং সুদীর্ঘ বেণীরও অভাব হইল না সে বাছিয়া বাছিয়া একটি বেণী লইয়া স্প্রীংএর সাহায্যে তাহা মস্তকে আঁটিয়া দিল, এবং এক প্রকার প্ল্যাষ্টারের সাহায্যে তাহার চক্ষু দুটীকে চীনাম্যানের চক্ষুর ন্যায় বাদামী আকারের করিয়া তুলিল; তাহার পর সে একখানি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার এই নূতন ছদ্মবেশে কোন ত্রুটি আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে বুঝিতে পারিল, ছদ্মবেশটি নিখুঁত হইয়াছে। তখন সে সহর্ষে বলিল, "ইহাতেই কাজ চলিবে, আমি এখন ঠিকঠাক মত চীনাম্যান হইয়াছি। এই বেশে আমি আ-লুর দোকানে প্রবেশ করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাকে স্মিথ বলিয়া সন্দেহ করে আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না। জিমি আমার প্রতীক্ষায় আ-লুর আড্ডার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু আমি সেখানে যাইবার পূর্ব্বে প্রভুর নিকট একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইলে ভাল হয়। আমি তাঁহাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিব। তিনি এখন পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরিলেন না, সুতরাং বোধ হইতেছে এখনও তিনি লণ্ডহামেই আছেন।"

অনন্তর স্মিথ অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি টেলিগ্রামের ফরমে তাহার বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া ইসোবেল মার্সারের গৃহে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিল। এই টেলিগ্রামে সে লিখিল, "আপনি অবিলম্বে ইষ্টইণ্ডিয়া ডক্ রোডের সন্নিহিত ডাসেট্‌ষ্ট্রীটে উ—ফং-সিং

তামাকের দোকানে উপস্থিত হইবেন; আমাদের শিকার সেই স্থানেই আছে। আপনার অনুগত চীনাম্যান সেখানে চলিল ;—স্মিথ।"

এই টেলিগ্রামখানি লিখিয়া স্মিথ অস্ফুটস্বরে বলিল, "টেলিগ্রামখানি পাইলেই তিনি আ-লুর দোকানে উপস্থিত হইবেন।—মিসেস্ বার্ডেল ইহা টেলিগ্রাম আফিসে দিয়া আসুক।"

অনন্তর স্মিথ মিসেস্ বার্ডেলের হস্তে টেলিগ্রামখানি প্রদান করিল; মিসেস্ বার্ডেল তাহার ছদ্মবেশ দেখিয়া হাসির চোটে দম বন্ধ হইয়া মরিবার মত হইল! সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ আবার কি ঢং? কত রঙ্গই জান তুমি! তোমার মাথায় দেড় হাত লম্বা টিকিটি কিরূপে গজাইল? সাবধান, যেন কেহ উহা উপ্‌ড়াইয়া না লয়।"

স্মিথ ধমক দিয়া মিসেস্ বার্ডেলের হাসি বন্ধ করিল; তাহার পর সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাড়াটে মোটর গাড়ীখানির নিকটে আসিল। সে শকটচালককে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিল; এবং তাহাকে একথাও জানাইয়াছিল যে, তাহার আকার-প্রকারে কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলে সে যেন বিস্মিত না হয়। কিন্তু শকটচালক স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, স্মিথ চীনাম্যানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে দেখা দিবে; সুতরাং একজন চীনাম্যানকে তাহার গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্মিথ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গাড়ীর দরজা খুলিয়া শকটচালককে বলিল, "ইষ্টইণ্ডিয়া ডক্ রোডে চল।"

শকটচালক বলিল, "না মহাশয়, আমি আপনার ভাড়া লইয়া যাইতে পারিব না; আমার গাড়ী অন্য লোকে ভাড়া করিয়াছে।"

স্মিথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে কথা ত জানি বাপু! কিন্তু তোমার গাড়ী অন্য লোকে ভাড়া করে নাই, আমিই ভাড়া করিয়াছি।"

স্মিথের কথা শুনিয়া শকটচালক অধিকতর বিস্ময়ের সহিত মুখ-

ব্যাদান করিল, এবং উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "আপনি বলেন কি মহাশয়! আমি যে ভদ্রলোকটিকে এখানে আনিয়া নামাইয়া দিয়াছি, সে কি আপনি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ আমিই; আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আমার বেশভূষার পরিবর্ত্তন দেখিলে তুমি বিস্মিত হইও না। তথাপি তুমি বিস্ময়ে খাবি খাইতেছ কেন? যাহা হউক, তোমার কোন চিন্তা নাই, এখন তাড়াতাড়ি চল।"

স্মিথের কথা শুনিয়া শকটচালক দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল; কিন্তু তাহার শকটের আরোহী উন্মাদ বা দস্যু-তস্কর তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। সে ইষ্টইণ্ডিয়া ডক্ রোডে উপস্থিত হইয়া গাড়ী থামাইলে, স্মিথ গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিল। তাহার পর চীনাম্যানদের স্বভাব-সুলভ গমন-ভঙ্গীতে আ-লুর দোকানের অভিমুখে চলিল। সে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, জিমি একটি দোকান ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

স্মিথ তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "জিমি!"

জিমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ছদ্মবেশী স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি মিঃ স্মিথ? আপনার গলার আওয়াজ শুনিয়া সেইরূপই বোধ হয় বটে; কিন্তু আপনার চেহারা দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে—"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমি স্মিথ। জিমি, তুমি ত এতক্ষণ পাহারায় ছিলে, সে লোকটা আড্ডা হইতে বাহির হইয়া যায় নাই ত?"

জিমি বলিল, "না, সে আড্ডাতেই আছে।"

স্মিথ বলিল, "উত্তম; তোমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন তুমি যাইতে পার।"

জিমি তাহার টুপি স্পর্শ করিয়া স্মিথকে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। স্মিথও মন্থর গতিতে আ-লুর দোকানের সম্মুখে আসিয়া একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর দোকানের

বারান্দায় উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আ-লু দ্বার খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া দিল।—সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল।

স্মিথ আ-লুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। সে জীবনে অনেকবার অনেক কাজে চীনাম্যানদের সংশ্রবে আসিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ধরণ-ধারণ তাহার অজ্ঞাত ছিল না, এমন কি, সে চীনাদের ভাষায় দুই-চারিটি কথাও বলিতে পারিত!

আ-লু মুহূর্ত্তকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি প্রয়োজনে আগমন?"

স্মিথ বলিল, "প্রয়োজন—খেলা।"—স্মিথ বুঝিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়ই জুয়ার আড্ডা।

আ-লু স্মিথের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া দ্বারস্থ পরদাখানি তুলিয়া ধরিল; তখন স্মিথ অসঙ্কোচে দোকানে প্রবেশ করিল।

স্মিথ দোকানে প্রবেশ করিয়াই এমন ভাব দেখাইল, যেন সে এখানে পূর্ব্বে আরও দুই চারিবার আসিয়াছে।—সে তাড়াতাড়ি তাহার জুতা জোড়াটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আ-লুর মুখের দিকে চাহিল।

স্থূলোদর আ-লু তখন স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দোকান-ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত নোংরা; কক্ষ মধ্যে গৃহসজ্জার উপযোগী কোন দ্রব্যসামগ্রী ছিল না। অহিফেন-ধূমে কক্ষটি পরিপূর্ণ। দুর্গন্ধে স্মিথের বমনোদ্রেক হইল। সে কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, একখানি গালিচার উপর দশ বারজন চীনাম্যান চক্রাকারে বসিয়া ফাং-টাং খেলিতেছে!—তাহারা এই ক্রীড়ায় এরূপ তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহাদের দলের দুইজন ভিন্ন আর কেহ তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না।

একজন অন্ধ বৃদ্ধ চীনাম্যান এক কোণে একটি বাক্সের উপর বসিয়া বেহালা বাজাইতেছিল; আর একটি যুবক একটি দীর্ঘ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া টেবিলের

উপর মদ্যপূর্ণ গ্ল্যাসগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল ; এবং যে সকল খেলোয়াড় খেলিতে খেলিতে উঠিয়া গিয়া মদ্যপান করিতেছিল, তাহাদিগের নিকট উহার মূল্য আদায় করিয়া তাহা একখানি খাতায় জমা করিতেছিল।

স্মিথ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া খেলোয়াড়গণের মধ্যে বসিয়া পড়িল। আ-লু একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিল। সেই কক্ষটির প্রাচীরে নানা বর্ণের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। আ-লু অল্পক্ষণ পরে একখানি পর্দ্দা সরাইতেই একটি দ্বার দেখা গেল ; এই দ্বার দিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায়। পর্দ্দাটি অপসারিত করিবামাত্র চণ্ডুর ধূমের উগ্র গন্ধ স্মিথের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেও সে এই গন্ধ পাইয়াছিল বটে ; কিন্তু গন্ধটি এবার তাহার বড়ই দুঃসহ বোধ হইল। সে বুঝিল, পার্শ্বস্থ কক্ষটিতে চণ্ডু-ধূমপান চলিতেছে।

আ-লু সেই মুক্তদ্বার কক্ষটির দিকে মস্তক প্রসারিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখিল ; তাহার পর সে পর্দ্দা টানিয়া দিয়া খেলোয়াড়গণের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল এবং দুই এক মিনিট খেলা দেখিল।

ক্রমে দেড় ঘণ্টা চলিয়া গেল, স্মিথ জুয়ায় কিছু টাকা হারিল ; ইহাতে তাহার আক্ষেপ ছিল না ; কিন্তু এই দেড় ঘণ্টার মধ্যেও সে কোনও কাজ করিবার সুযোগ পাইল না, ইহাই তাহার ক্ষোভের প্রকৃত কারণ। সে যাহার অনুসরণে আসিয়াছিল, সে উক্ত আড্ডা-ঘরে আছে কি না, এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া স্মিথ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ; তাহার এই অধীরতা গোপন করা ক্রমেই কঠিন হইল। কিন্তু স্মিথ অনুমান করিল,লোকটি যদি তখন পর্য্যন্ত আড্ডা-ঘরে থাকে ও দুই চারিবার চণ্ডু ধূমপান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছে। পূরাদমে চণ্ডু-ধূমপান করিবার পর পদব্রজে আড্ডা ত্যাগ করা সম্ভব নহে, ইহা স্মিথের অজ্ঞাত ছিল না।

চণ্ডুর উগ্র ধূম ক্রমাগত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় স্মিথের মাথা ঘুরিতে লাগিল, নেশা না করিয়াই তাহার নেশা হইল! ইতিমধ্যে একজন খেলোয়াড়

খেলিতে খেলিতে কয়েকবার হাঁই তুলিল, তাহার পর সে খেলা বন্ধ রাখিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল; এবং তাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পূর্ব্বোক্ত আড্ডা-ঘরে প্রবেশ করিল। আ-লু তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে এই খেলোয়াড়টির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ইহা দেখিয়া স্মিথের মনে সাহসের সঞ্চার হইল; সে হঠাৎ উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবকের অনুসরণ করিল। সে একবার বক্রদৃষ্টিতে আ-লুর মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু আ-লু তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে কি না তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে সে এটুকু বুঝিল যে, তখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি আ-লুর সন্দেহ হয় নাই।

স্মিথ আড্ডা-ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক পর্দ্দাখানি টানিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তেই আ-লু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের দিকে চাহিল।—স্মিথ আ লুর রোষকষায়িত দৃষ্টি দেখিলে নিশ্চয়ই আতঙ্ক-বিহ্বল হইত!

স্মিথ আড্ডা-ঘরে প্রবেশ করিয়া চণ্ডুর ধূমে প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইল না। এই কক্ষে যে আলোক ছিল, তাহাও তেমন উজ্জ্বল নহে। যাহা হউক, সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষটির চারিদিক দেখিয়া লইল। সে দেখিল, প্রাচীর ঘেঁসিয়া একটি প্রকাণ্ড শয্যা প্রসারিত রহিয়াছে; তাহার উপর সারি সারি মনুষ্য-মূর্ত্তি; তাহারা চিৎ হইয়া শুইয়া চণ্ডু টানিতেছে! কেহ কেহ অতি-রিক্ত নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে; 'ফরর-ফোঁৎ' করিয়া তাহাদের নাক ডাকিতেছে। কেহ কেহ বা মিট-মিট করিয়া চাহিতেছে, এবং ধূমরাশি গলাধঃকরণ করিতেছে।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল ছিল, সেই টেবিলের ধারে একজন ভীমদর্শন চীনাম্যান বসিয়া চণ্ডু সাজিতেছে; এবং যে সকল নেশাখোর 'ছিটা'র জন্য ইঙ্গিত করিতেছে—তাহাদিগকে তাহার যোগান দিতেছে। প্রাচীর-গাত্রে একটি গাঁজালে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প আবদ্ধ ছিল; তাহার মৃদু আলোক-রশ্মি তাহার সুগোল মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছিল।—স্মিথকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় উপবেশন করিতে দেখিয়া সেই চীনাম্যানটা একটি নল লইয়া গিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল, এবং অস্পষ্টস্বরে তাহাকে কি বলিল।

স্মিথ তাহার কথা বুঝিতে না পারিলেও তাহার ধারণা হইল, লোকটা চণ্ডুর দাম চাহিতেছে। সুতরাং সে পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া একটি রৌপ্য-মুদ্রা বাহির করিল, এবং তাহা উক্ত চীনাম্যানের হস্তে প্রদানের সময় এরূপ ভঙ্গি করিল যে, চীনাম্যানটা বুঝিল, অতিরিক্তপরিমাণে মদ্যপান করিয়া তাহার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে, সে আর অধিক পরিমাণে চণ্ডু-ধূম পান করিবে না।

যাহা হউক, রৌপ্যমুদ্রাটি পাইয়া লোকটা খুসী হইল। সে টেবিলের ধারে উপবেশন করিলে, স্মিথ চণ্ডুর নলটি মুখে গুঁজিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। চীনাম্যানটা বুঝিল, সে ধূমপান করিতেছে; কিন্তু বিন্দুপরিমাণ ধূমও স্মিথের উদরস্থ হইল না।

স্মিথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, যে সকল নেশাখোর সারি সারি শয্যায় পড়িয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা অর্দ্ধ ডজনের অধিক নহে; ইহাদের মধ্যে যাহারা চণ্ডু টানিতেছিল ও মিট-মিট করিয়া চাহিতেছিল, তাহারাও কয়েক মিনিটের মধ্যে চক্ষু মুদিত করিল; নেশা পাকিয়া আসায় তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিন্তু তাহাদের একজন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল; বোধ হয় সে কোন উৎকট স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে পুনর্ব্বার গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

স্মিথ সেই কক্ষস্থিত ছয়জন লোকেরই মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তাহারা চীনাম্যান। সে যাহার সন্ধানে এই আড্ডায় প্রবেশ করিয়াছে, এই দলে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইল; কিন্তু সে দেখিল, সেই কক্ষের ঢালা বিছানার পার্শ্বে একটি পর্দ্দা প্রসারিত রহিয়াছে। স্মিথের অনুমান হইল, লোকটি সাধারণ নেশাখোরদের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন না করিয়া সম্ভবতঃ পর্দ্দার আড়ালে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

তাহার এই অনুমান সত্য কি না, ইহা পরীক্ষার জন্ম স্মিথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু যে চীনাম্যানটা টেবিলের ধারে বসিয়াছিল, সে পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করায় স্মিথ সেই পর্দ্দার অন্তরালে গমন করিতে সাহসী

হইল না। চণ্ডুর নলটি মুখে গুঁজিয়া, সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানটা উঠিয়া কোনও কার্য্যোপলক্ষে কক্ষান্তরে গমন করিল। তাহা দেখিয়া স্মিথ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পূর্ব্বোক্ত পর্দার আড়ালে উপস্থিত হইল। সে সেখানে যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! সে দেখিল, যাহার অনুসরণে কষ্ট স্বীকার করিয়া সে এই বিপজ্জনক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, প্রাণভয়ে বিহ্বল না হইয়া মৃত্যুর গুহায় প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি একটি মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে। সে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়াছিল; সুতরাং স্মিথ তাহার দাড়ীগোঁপ-সমাচ্ছন্ন মুখখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার মুখখানি অত্যন্ত মলিন, মুখমণ্ডল শোণিত-সংস্পর্শশূন্য; তাহা মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ! তখন তাহার বিন্দুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না; উৎকট নেশায় সম্পূর্ণ অভিভূত।

স্মিথ তাহার সন্ধান লইয়া পর্দার অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে স্বীয় শয্যার অভিমুখে প্রত্যাগমন করিল; পূর্ব্বে সে যেখানে বসিয়া ছিল, তাহার ঊর্দ্ধ-দেশে ডাণ্ডির উপর একখানি তক্তা ছিল। সে মাথা তুলিয়া শয্যার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সেই ডাণ্ডিতে হঠাৎ তাহার মাথা বাধিয়া গেল, এবং তাহার মাথার যে পরচুলা ছিল তাহা খসিয়া পড়িল! দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আ-সু কক্ষান্তর হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; ডাণ্ডিতে স্মিথের মাথা বাধিয়া শব্দ হওয়ায় আ-সু বিস্ফারিত নেত্রে স্মিথের দিকে চাহিল; এবং স্মিথের পরচুলা খসিয়া পড়িয়াছে, ইহা দেখিতে পাইল। আ-সু স্মিথের মুখের দিকে কট-মট করিয়া চাহিতে লাগিল; স্মিথও সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। এইভাবে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হইল বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল কেহই কোন কথা কহিল না।

# দশম পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িয়া স্মিথের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা সে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। সে বুঝিল, সে যে ছদ্মবেশী ইংরাজ, তাহা আ-লু বুঝিতে পারিয়াছে; সুতরাং সেই নির্ম্মম ধর্ম্মজ্ঞানরহিত নরপিশাচের কবল হইতে তাহার মুক্তিলাভের আশা নাই! সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাকে আক্রমণ করিবে; তখন প্রাণরক্ষা দুরূহ হইবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্মিথ পকেট হইতে টোটা-ভরা পিস্তলটি ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিয়া লইল। আ-লুও, তাহার বিস্ময়াবেগ প্রশমিত হইলে, পুলিসের কোন গুপ্তচর তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে মনে করিয়া, তাহার ঢিলা ম্রেজায়ের পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে স্মিথের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

আ-লু স্মিথের সম্মুখে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; সে রক্তাক্ত নেত্রে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অস্ফুট হুঙ্কার করিল; এতক্ষণে সে স্মিথকে চিনিতে পারিয়াছিল!

আ-লু দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া সক্রোধে গর্জ্জন পূর্ব্বক স্মিথকে বলিল, "ওরে সয়তানের বাচ্চা! আমি তোকে চিনিতে পারিয়াছি! তুই গোয়েন্দা ব্লেকের সাকরেদ স্মিথ! তুই চীনাম্যান সাজিয়া মনে করিয়াছিলি আমার চোখে ধূলা দিবি। কেন এখানে মরিতে আসিয়াছিস্? আজ আ-লুর হাতে তোকে পটল তুলিতে হইবে; আজ আর তোর নিস্তার নাই।"

স্মিথ সভয়ে আ-লুর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া, সে তাহার পিস্তলটি আ-লুর মস্তকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিল, "ওরে চীনে ভূত! তুই যদি আর এক পা-ও সরিয়া আসিস্, তাহা হইলে আমি তোকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিব; বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়।"

স্মিথের কথা শুনিয়া আ-লুর গোল গোল চক্ষু দুটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; সেই দৃষ্টি ক্রুদ্ধ অজগরের দৃষ্টির ন্যায় ক্রূর! সে রুদ্ধ নিশ্বাসে স্মিথকে বলিল, "ওরে ইতর গোয়েন্দা! তুই একবার তোর মনিবের সঙ্গে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলি; কিন্তু পারিয়াছিলি কি? সেই সময় আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তোর মনিবকে ও তোকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইব। এতদিনে আমার সেই সুযোগ উপস্থিত! তুই আসিয়াছিস্, তোর মনিব কোথায়? আগে তোর মাথা লই, তার পর তোর মনিবের গর্দ্দানা লইব।"

এই কথা বলিয়াই আ-লু ব্যাঘ্রের ন্যায় স্মিথের উপর লাফাইয়া পড়িল; তাহার বিশাল দেহের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইবার আশঙ্কায় স্মিথ চক্ষুর নিমিষে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল; কিন্তু চীনাম্যানটা তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়ায় পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আ-লুর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে আ-লু তাহার বিশাল হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া স্মিথকে সবলে জড়াইয়া ধরিল; এবং তাহাকে কক্ষে লইয়া তাহার পঞ্জরে ছুরিকাখানি বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল।

স্মিথ তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা না করিয়া পুনর্ব্বার গুলি করিল; কিন্তু পিস্তলের গুলি এবারও তাহার দেহে বিদ্ধ হইল না, তবে পিস্তলের মুখ-নিঃসৃত অনলশিখায় তাহার দেহে আঁচ লাগিল; সুতরাং সে আহত হইয়াছে মনে করিয়া স্মিথকে সাপ্টাইয়া ধরিয়া শয্যার উপর পড়িল; স্মিথও সঙ্গে সঙ্গে ভূতলশায়ী হইল।

আ-লু স্মিথকে হত্যা করিবার জন্য পুনর্ব্বার ছুরিকা উদ্যত করিয়াছে, এমন সময় স্মিথ যে ব্যক্তির সন্ধানে এই চণ্ডুর আড্ডায় আসিয়াছিল—সে তাড়াতাড়ি পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহির হইয়া একলম্ফে আ-লুকে আক্রমণ করিল, এবং তাহার পশ্চাৎ হইতে দুই হস্তে তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল; সুতরাং আ-লু আর স্মিথকে ছুরিকাঘাত করিবার অবসর পাইল না। সে অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া তাহার আততায়ীকে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল।—ইত্যবসরে স্মিথ তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্মিথ এইরূপে আ-লুর ছুরিকাঘাত হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইল না। যে চীনাম্যানটা অন্য কক্ষে টেবিলের উপর মদের গ্লাস সাজাইতেছিল, ও যে লোকটা এই আড্ডাঘরে বসিয়া পূর্ব্বে ছিটা প্রস্তুত করিতেছিল, তাহারা উভয়েই স্মিথের পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া অন্য কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এই শেষোক্ত চীনাম্যানটা ব্যাপার কি, মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিয়া স্মিথের সম্মুখে আসিয়া তাহার জানুর উপর এরূপ বেগে পদাঘাত করিল যে, স্মিথ ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! আ-লুও তাহার আততায়ীর সহিত ধস্তাধস্তি করিতে করিতে স্মিথের ধরালুণ্ঠিত দেহের উপর জগদ্দল পাষাণের ন্যায় চাপিয়া পড়িল! আ-লুর দেহের গুরুভারে স্মিথের নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

পিস্তলটা পূর্ব্বেই স্মিথের হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, আলুর দেহভারে পিষ্ট হইয়া স্মিথ দেখিল, প্রাণ যায়! সে ব্যাকুলভাবে উভয় হস্ত প্রসারিত করিতেই ভূপতিত পিস্তলটিতে তাহার দক্ষিণ হস্তস্পর্শ হইল। সে তাহা তুলিয়া লইয়া তাহার কুঁদা দ্বারা আ-লুর চেপ্‌টা নাকের উপর সবলে আঘাত করিল। সেই নিদারুণ আঘাতে আ-লুর নাক ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল। আ-লু নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া সবেগে দণ্ডায়মান হইল; তাহার পর ছোরাখানি কুড়াইয়া লইয়া উভয় জানুর উপর উপবেশন পূর্ব্বক বামহস্তে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ছোরাখানি তাহার বক্ষস্থলে আমূল প্রোথিত করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ হস্ত উদ্যত করিল।—স্মিথ বুঝিল, তাহার জীবন সংশয়!

আ-লুর বামহস্তের নিদারুণ নিষ্পেষণে স্মিথের প্রাণ তখন কণ্ঠাগত, তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তাহার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; তাহার চক্ষুর উপর মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সে বুঝিল, আর তাহার রক্ষা নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের কথা তাহার মনে পড়িল। সে কি জানিত, এই নিশীথকালে চণ্ডুর আড্ডায় একটা চীনা গুণ্ডার হস্তে এ ভাবে তাহার ইহজীবনের অবসান হইবে?—সে চক্ষু মুদিয়া অনাথের নাথ, বিপন্নের আশ্রয়, জগৎপিতার করুণা

প্রার্থনা করিল। মনে মনে বলিল, "প্রভু, শতবার শত বিপদে যাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আজ এই বিপদে তাহাকে রক্ষা কর।"

মুহূর্ত্ত পরে স্মিথের বোধ হইল, তাহার উরুদেশ হইতে কে যেন আ-লুকে দূরে নিক্ষেপ করিল; মুহূর্ত্তে তাহার কণ্ঠ হইতে আ-লুর হস্ত অপসারিত হইল। স্মিথ চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইল, সে যাহার অনুসরণে এখানে আসিয়াছিল সেই লোকটিই আ-লুকে অদূরে টানিয়া লইয়া গিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়াছে।

আ-লু তাহার আততায়ীকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? তুমি আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন? শীঘ্র আমার হাত ছাড়িয়া দাও।"

দাড়িওয়ালা চণ্ডুখোর বলিল, "দেখ আ-লু, আমরা তোমাকে এখানে খুন-খারাপি করিতে দিব না। এখানে কোন হাঙ্গামা বাধিলে তুমি একা বিপন্ন পড়িবে না, আমাদের পর্য্যন্ত প্রাণ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইবে। মরিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তুমি মরিতে পার, কিন্তু তোমার জন্য আমরা ফৌজদারীর আসামী হইব কেন? তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?"

ইতিমধ্যে আ-লুর একটি অনুচর স্মিথকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল; তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্মিথ ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। চীনাম্যানটা তাহার উপর আসিয়া পড়িবামাত্র স্মিথ তাহার পদদ্বয় দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করিতেই সে মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু স্মিথ সেই কক্ষ হইতে পলায়নের চেষ্টায় উঠিতে না উঠিতে আ-লু তাহার আক্রমণকারীকে এক ধাক্কায় ভূতলশায়ী করিয়া স্মিথকে উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে আ-লুর সহকারীও গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।—স্মিথ বুঝিল, এবার আর তাহার নিষ্কৃতি নাই।

আ-লু স্মিথকে হত্যা করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহার ছোরা তুলিয়াছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে কে গম্ভীর স্বরে বলিল, "ছোরা ফেলিয়া দাও, নতুবা এখনই গুলি করিব।"

স্মিথের মৃতদেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল; সে মাথা ফিরাইয়া দেখিল, মিঃ ব্লেক অদূরে সশস্ত্র দণ্ডায়মান!—তাঁহার সঙ্গে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন, ও ইউনিফরম্‌ধারী দুইজন পুলিশ কন্‌ষ্টেবল।—তিনজনেই প্রকাণ্ড জোয়ান!

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী; সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র। বিপদের আশঙ্কায় তিনি কোনদিন কর্ত্তব্যপালনে কুণ্ঠিত হইতেন না; তিনি কন্‌ষ্টেবলদ্বয়কে বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে এই বদ্‌মাসদের গ্রেপ্তার কর।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি আ-লুকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

আ-লু অত্যন্ত স্থূলকায় হইলেও চক্ষুর নিমিষে কয়েক হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার ছোরাখানি ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন বিদ্যুদ্বেগে মস্তক সরাইয়া লওয়াতে ছোরা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইল।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় আ-লু ক্রুদ্ধ ষণ্ডের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। এদিকে মিঃ ব্লেক কন্‌ষ্টেবলদ্বয়কে লইয়া আ-লুর সহকারী চীনাম্যানদ্বয়কে আক্রমণ পূর্ব্বক ভূতলশায়ী করিলেন; এবং চক্ষুর নিমিষে তাহাদের হাতে হাতকড়া আঁটিয়া দিলেন।

আ-লু ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া ছুরিকা-হস্তে ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনের উপর নিপতিত হইবামাত্র মার্টিন তাহার দক্ষিণ হস্তখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন! আ-লু তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাঁহার মণিবন্ধে এরূপ জোরে দংশন করিয়াছিল যে, তাহার তীক্ষ্ণধার দন্তে মাংস কাটিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন দংশন-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আ-লুকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।—তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া স্মিথ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল।

স্মিথকে সম্মুখে দেখিয়া আ-লুর সকল ক্রোধ তাহার উপর গিয়া পড়িল; তাহার হস্তস্থিত ভীষণ ছুরিকা স্মিথের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া উত্তত করিল।

স্মিথের জীবনসংশয় দেখিয়া, স্মিথ যাহার অনুসরণে এই আড্ডায় আসিয়াছিল সেই লোকটি, স্মিথের প্রাণরক্ষার জন্য চক্ষুর নিমিষে তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া স্বয়ং আ-লুর সম্মুখে আসিল ; এবং তাহার হাত হইতে ছোরাখানি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই আ-লুর ছোরা স্মিথের পরিবর্ত্তে সেই লোকটির হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইল!

এই ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন উভয়েই মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন আ-লুকে পশ্চাৎ হইতে জাপ্‌টাইয়া ধরিলেন, এবং মিঃ ব্লেক তাহার হাত হইতে ছোরাখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পিস্তলের কুঁদা দ্বারা তাহার ললাটে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে আ-লুর মাথা ঘুরিয়া গেল, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল ; এবং আর্ত্তনাদ করিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। সেই অবসরে মিঃ ব্লেক ও মার্টিন তাহার উভয় হস্ত একত্র করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিলেন। আ-লু নিষ্ফল আক্রোশে অধীর হইয়া লৌহবলয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য টানাটানি করিতে লাগিল ; কিন্তু হাতকড়া খুলিল না।

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন বলিলেন, "লোহার হাতকড়া ভাঙ্গিবার আশা বৃথা! এইবার তোমার পায়ে বেড়ী পরাইব, তাহা হইলেই তোমার লম্ফ-ঝম্ফ বন্ধ হইবে।—মিঃ ব্লেক এই জানোয়ারটাকে লইয়া এখন কি করিবেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনের কথা মিঃ ব্লেকের কর্ণে প্রবেশ করিল না ; তিনি তখন উভয় জানু নত করিয়া বিদীর্ণবক্ষ ভূতলশায়ী লোকটির ক্ষত পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "ছুরী ইহার মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়াছে ; এ আঘাত বোধ হয় সাংঘাতিক।"

স্মিথ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমি এই লোকটিরই অনুসরণ করিয়াছিলাম ; হতভাগ্য আমার প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এই কি ডাক্তার বোকার্ ?"

মিঃ ব্লেক স্মিথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই পকেট হইতে তাঁহার বৈদ্যুতিক দীপ বাহির করিলেন; এবং তাহা জ্বালিয়া আহত ব্যক্তির জুতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জুতাজোড়াটি জীর্ণ, ও বহুস্থানে তালিবিশিষ্ট; তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, তাহার একখানি পা বিকৃত!

মিঃ ব্লেক মাথা তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, এই ব্যক্তিই গভীর রাত্রে মিস্ মার্সারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এই দুর্বৃত্তই মিস্ মার্সারের বিপদের মূল কারণ; ইহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

ইন্স্পেক্টর মার্টিন বলিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকেই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক্ বলিলেন, "হাঁ, ইহাকেই ধরিতে আসিয়াছিলাম। ছুরিকাখানি ইহার বক্ষঃস্থলে যেভাবে বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হইতেছে, এই আঘাতেই ইহার প্রাণবিয়োগ হইবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহার চেতনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। পরমেশ্বর কি তাহা করিবেন না? আমি বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এই ব্যক্তিই মিস্ মার্সারের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সিন্দুক খুলিয়া প্রেস্ক্রিপ্সনের পরিবর্ত্তন করিয়াছিল; কিন্তু আমি আদালতে একথা কিরূপে সপ্রমাণ করিব? যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে অতি অল্প সময়ের জন্যও ইহার চেতনাসঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমি ইহার মৃত্যুকালীন এজাহার গ্রহণ করিতে পারি। হতভাগা মৃত্যুকালে অপরাধ স্বীকার করিলে মিস্ মার্সার নরহত্যার অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; নতুবা তিনি যে নিরপরাধ, জজ্ ও জুরীগণের মনে এ বিশ্বাস উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন হইবে।"

ইন্স্পেক্টর মার্টিন মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ! এই ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দাও, এই কক্ষের দূষিত বায়ুমণ্ডল ইহার অনুকূল নহে; যে দুই এক ঘণ্টা ইহার বাঁচিবার আশা ছিল, ততক্ষণও বোধ হয় বাঁচিবে না। এই কক্ষের ধূমে আমাদেরই দম্বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে!"

স্মিথ তাড়াতাড়ি রুদ্ধ বাতায়নগুলি উন্মুক্ত করিল। তখন একজন কন্‌ষ্টেবল সেই কক্ষস্থিত অন্যান্য চণ্ডুখোরদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই জানোয়ারগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?"

বলা বাহুল্য, সেই কক্ষে যে সকল চণ্ডুখোর নেশায় অজ্ঞানপ্রায় হইয়া ফরাসে নিপতিত ছিল, বর্ত্তমান বিভ্রাটে তাহাদের কাহারও কাহারও নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু কেহ কেহ তখন পর্য্যন্ত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল। পাছে ফ্যাসাদে পড়িতে হয় বা কোন ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাহারা চক্ষু খুলিতে সাহস করে নাই ; কিন্তু তাহারা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কেহ কেহ বা দেওয়াল ঘেঁসিয়া কুকুরের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন বলিলেন, "উহাদিগকে বেত মারিয়া এখান হইতে হাঁকাইয়া দাও। পাশের কুঠুরীতে যাহারা জুয়া খেলিতেছিল, তাহারা গোলমাল দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না ; যদি তাহারা পলাইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও দূর করিয়া দাও। তাহারা বে-আইনী কার্য্য করিলেও বর্ত্তমান বিভ্রাটের মধ্যে তাহাদিগকে ধরিয়া আপাততঃ টানাটানি করিবার আবশ্যক নাই ; তবে যে দুইজন চীনাম্যান আমাদিগকে বাধা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িও না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাহারা অন্য কক্ষে জুয়া খেলিতেছিল, তাহাদের জন্য কোন চিন্তা নাই ; তাহারা এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে, ধরা দিবার জন্য দল বাঁধিয়া বসিয়া থাকিবে।"

যাহা হউক, কন্‌ষ্টেবলদ্বয় কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিল খেলোয়াড়ের দল নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সকলেই চম্পট দিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভালই করিয়াছে ; এখন এই তিনজনের জন্য কি ব্যবস্থা করা যাইবে ?"

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন বলিলেন, "আ-লু ও তাহার সহকারীদ্বয়কে থানায় লইয়া গিয়া গারোদে পূরিয়া রাখিব ; শীঘ্র একখানা গাড়ী আন।"

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনের আদেশে একজন কন্‌ষ্টেবল গাড়ী আনিতে চলিল ; মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি যত শীঘ্র পার একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আন, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিও না।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশে গমনোদ্যত হইয়া তাহার শিরঃভ্রষ্ট পরচুলা আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "যাইতেছি ; কিন্তু একটা কথা শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে। আপনারা এখানে উপস্থিত হইতে আর এক মিনিট বিলম্ব করিলে আমার প্রাণ যাইত ; আপনারা ঠিক সময়ে আসিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।—কিরূপে আসিলেন তাহা শুনিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খোঁড়ার পা যেমন খানায় পড়ে, তুমিও সেইরূপ বিপদে পড় ; ইচ্ছা করিয়া তুমি বিপন্ন হও। তুমি টেলিগ্রামে উ-ফং-সিটএর কথা লিখিয়াছিলে ; সে ও আ-লু যে একই লোক, তাহা আমি জানিতাম। সুতরাং তুমি কিরূপ ভয়ানক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছ, তাহা তোমার টেলিগ্রাম পাঠেই বুঝিয়াছিলাম ; এইজন্য আমি তোমার টেলিগ্রাম পাঠমাত্র থানায় গিয়া ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন ও দুইজন কন্‌ষ্টেবলের সাহায্য প্রার্থনা করি। ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই আড্ডায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম, তোমার জীবনসংশয় উপস্থিত! তোমার পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াই ব্যাপার কিরূপ গুরুতর, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "আপনাদের আসিতে আর একটু বিলম্ব হইলে আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না, আমার মৃতদেহ দেখিতে হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত সাবধান হইবে না, একদিন হয় ত তোমার মৃতদেহই দেখিতে হইবে। যাহা হউক, আর বিলম্ব করিও না ; অবিলম্বে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার কোন কথা না বলিয়া ডাক্তার বোকার্লের ক্ষত পরীক্ষা করিলেন, এবং ক্ষত ধৌত করিয়া সাবধানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে বলিলেন, "কিরূপ বুঝিতেছেন?"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বুঝিব আর কি, মৃত্যু নিশ্চিত; তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে চেতনা হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।—চৈতনা হইলেও হইতে পারে, তবে আমার আর কিছুই করিবার নাই।"

# একাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন ও স্মিথ উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার বোকার্লকে তখন স্থানান্তরিত করিবার উপায় ছিল না, সুতরাং মিঃ ব্লেক তাহাকে সেই চণ্ডুর আড্ডায় ফেলিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিতে পারিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন ও স্মিথ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নহে; অগত্যা তাঁহারা সেই কক্ষের মলিন ফরাসে ক্লান্ত দেহ প্রসারিত করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন যে কন্‌ষ্টেবলকে গাড়ী আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, সে গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিলে, ইন্‌স্পেক্টর আড্ডাধারী আ-লু ও তাহার অনুচরদ্বয়কে পুলিশ কন্‌ষ্টেবলদ্বয়ের জিম্বায় থানায় পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইতেন না, তন্দ্রা আসিয়াও তাঁহাকে কাতর করিতে পারিত না; তিনি হতচেতন ডাক্তার বোকার্লের শয্যা-প্রান্তে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ডাক্তার বোকার্লের মুখের উপর ন্যস্ত; তিনি তাহার চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে কাটিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন তাঁহার সহিত সমস্তরাত্রি কষ্টভোগ করেন, মিঃ ব্লেকের এরূপ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ডাক্তার বোকার্লের যদি চেতনা-সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য একজন সাক্ষীর আবশ্যক হইতে পারে বুঝিয়াই তিনি ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনকে সেখানে রাত্রিবাসের জন্য অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর একজন সাক্ষীর আবশ্যক বলিয়া তিনি স্মিথকেও সেখানে রাখিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, স্মিথ তাঁহাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতীত হইল। নিশাশেষে পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলোক-ছটা লক্ষিত হইল, তখনও মিঃ ব্লেক সেইভাবে আহত ডাক্তার বোকার্লের

শয্যা-প্রান্তে বসিয়া রহিলেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। রাশি রাশি চুরুট ভস্মে পরিণত হইল! প্রত্যূষেও ডাক্তার বোকার্লের চেতনা-সঞ্চারের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সময় হইল; মিঃ ব্লেক ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন সাতটা বাজিয়াছে। মিঃ ব্লেক ডাক্তার বোকার্লের ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, নিশ্বাস অত্যন্ত মৃদু।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপ পকেটে রাখিয়া ডাক্তার বোকার্লের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ডাক্তারের মুদিত নেত্র ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। প্রায় দুই মিনিট পরে ডাক্তার চক্ষু মেলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন ও স্মিথের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; মিঃ ব্লেক তাঁহাদিগকে ধাক্কা দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ মেরী, কর কি? এখনও উঠিবার সময় হয় নাই; যাও, বিরক্ত করিও না।"

ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে নিদ্রিত আছেন, এবং তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন!

মিঃ ব্লেক ইহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন, আপনাকে এখনই উঠিতে হইবে।"

মিঃ মার্টিন উভয় হস্তে চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। মিঃ ব্লেক, ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাক্তারের চেতনা হইয়াছে, আর সময় নষ্ট করা হইবে না। স্মিথ, তুমিও শয্যা ত্যাগ কর।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ডাক্তার বোকার্লের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া দেখিলেন, ডাক্তার বোকার্লের ললাটে ঘর্ম্মের ধারা বহিতেছে! ইহা যে কাল ঘাম, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতল

বাহির করিয়া মরণাহত ডাক্তারের মুখের ভিতর কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন; তাহার কতকটা ডাক্তারের গলাধঃকরণ হইল। ডাক্তার বোকার্ল পুনর্ব্বার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার নাম কি ডাক্তার বোকার্ল?"

ডাক্তার বোকার্ল অতি কষ্টে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার নাম? হাঁ, আমার ঐ নামই ছিল বটে; কিন্তু এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, এখন আমার নামে আপনার কি প্রয়োজন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, ইহা কি আপনি বুঝিয়াছেন?"

ডাক্তার পূর্ব্ববৎ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইহা বালকেও বুঝিতে পারে, আর আমি বুঝি নাই? বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।—আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক?"

মিঃ ব্লেক ডাক্তারের ললাট হইতে স্থূল ঘর্ম্ম বিন্দু অপসারিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আপনি পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিছিন্ন করিয়া পরলোকে পরমেশ্বরের নিকট জবাবদিহি করিতে চলিলেন। কিন্তু আপনি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এখনও তাহার প্রতিবিধানের সময় আছে। আপনি তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

ডাক্তার বোকার্ল ভগ্নস্বরে বলিল, "আমি! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি? অন্যায় কার্য্য আমি কিছুই করি নাই।"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার বোকার্ল, এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আপনি সেকথা অস্বীকার করিবেন না; আপনি যে মহাবিচারকের বিচারালয়ে যাইতেছেন, তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার উপায় নাই। সেই বিচারালয়ে সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার আবশ্যক হয় না। মনের অগোচর পাপ নাই; আপনার পাপ কি, তাহা কত গুরুতর, একথা আপনার অজ্ঞাত নহে। যদি তাহা আপনার স্মরণ না হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার মিস্ ইসোবেল মার্সারের শয়ন-কক্ষে গোপনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগী লর্ড ওয়ারিংএর একখানি ব্যবস্থাপত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মরণাহত ডাক্তারের চক্ষু হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া নিদারুণ প্রতিহিংসায় তাহার হৃদয় উত্তেজিত হইল ; সে বলিল, "একথা আমি কেন স্বীকার করিব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই গর্হিত কার্য্যের জন্য মিস্ মার্সারকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্-অনুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার মার্সারের হঠাৎ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। লর্ড ওয়ারিংএর উইল সূত্রে তাঁহার কিছু টাকা পাইবার আশা ছিল বলিয়াই লর্ড ওয়ারিংএর আকস্মিক মৃত্যুতে পুলিসের সন্দেহ হইয়াছে, সেই টাকা পাইবার আশাতেই মিস্ মার্সার ঔষধে অধিক মাত্রায় মর্ফিয়া প্রয়োগ করিয়া লর্ড ওয়ারিংকে হত্যা করিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শ্রবণ করিয়া ডাক্তার বোকার্ল এতই উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইল যে, সে মৃত্যু-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। তাহার উভয় চক্ষুতে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইল। সে সোৎসাহে বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমি কিরূপ সুখী হইলাম, বলিতে পারি না। আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে ; এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। আপনাকে বলিতে আপত্তি নাই, একঢিলে দুই পাখী মারিবার জন্য, আমার উভয় শত্রুকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত—আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে কি আনন্দ !"

আকস্মিক উত্তেজনায় এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ডাক্তার বোকার্ল হাঁফাইতে লাগিল ; তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল ; তাহার বিস্মৃতি-সমাচ্ছন্ন নেত্রে নরকের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল !

মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি তাহাকে কোমল স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি মানুষ, না পিশাচ ? পৃথিবীর সহিত আপনার সকল সম্বন্ধ আর কয়েক মিনিট পরেই বিলুপ্ত হইবে ; এ অবস্থায় আপনার প্রতিহিংসার সার্থকতা কি ? মিস্ মার্সার পবিত্রহৃদয়া পরোপকারিণী ধার্ম্মিকা রমণী ; তাঁহার সম্মুখে উজ্জ্বল

কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। কত সুখের আশায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ! তাঁহার প্রণয়ী রূপবান গুণবান যুবক, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। বিশেষতঃ, মিস্ মার্সার কোন দিন আপনার কোনও অনিষ্ট করেন নাই। এ অবস্থায় আপনি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবেন, তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিবেন; তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইবেন? আপনি ত মৃত্যুদ্বারে দণ্ডায়মান, আর দুই পাঁচ মিনিটের অধিক আপনার পরমায়ু নাই। জীবনের এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আপনি দুইটি নিরপরাধ জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া কি লাভবান হইবেন? পরমেশ্বরের নিকট কি জবাবদিহি করিবেন? আপনার যদি তাঁহার নিকট মার্জ্জনা লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে ডাক্তার মার্সারকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করুন।—পরমেশ্বরের দোহাই, ইহা আপনাকে করিতেই হইবে।"

ডাক্তার বোকার্ল মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি যাহা বলিলেন তাহাই হউক; মৃত্যুকালে আমি আর কাহারও দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা করি না। আমার পৃথিবীর সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ইন্‌স্পেক্টর মার্টিনকে কাগজ কলম আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কাগজ কলম নিকটেই ছিল, তাহা ডাক্তার বোকার্লের শয্যা-প্রান্তে আনীত হইলে মিঃ ব্লেক মার্টিনকে বলিলেন, "ডাক্তার বোকার্লের এজাহার লিখিয়া লউন।"

ডাক্তার বোকার্ল অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিল, "শীঘ্র লিখিয়া লও, আমার আর অধিক সময় নাই; আমার কণ্ঠরোধ হইবার পূর্ব্বে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া যাইব।"

ডাক্তার বোকার্ল মৃত্যুকালে যে এজেহার দিল, তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লওয়া হইল; স্মিথ ও ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাক্ষীরূপে তাহাতে নাম সাক্ষর করিলেন। ডাক্তার বোকার্লও চক্ষু মুদিত করিল।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন করোনার লর্ড ওয়ারিংএর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য ক্ষুদ্র লল্‌হাম গ্রামে উপস্থিত হইয়া, লর্ড ওয়ারিংএর হল-ঘরে সাময়িক আদালত বসাইয়া বিচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বরাত্রে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় লণ্ডন ও তৎসন্নিহিত বহুস্থানের অনেক ঘর বাড়ী এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ধরাশায়ী হইয়াছিল। এই ভীষণ ঝটিকায় রেল-পথ পর্য্যন্ত অনেক স্থানে দুর্গম হইয়াছিল; এবং টেলিগ্রাফের স্তম্ভসমূহ উৎপাটিত হওয়ায় ও তার ছিন্ন হওয়ায় লণ্ডন হইতে লল্‌হামে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় রহিত হইয়াছিল। সুতরাং করোনারের বিচার আরম্ভ হইলেও ডাক্তার ইসোবেল মার্সার বা তাঁহার প্রণয়ী মিঃ জ্যাক পি গার্ভি মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাইলেন না। তাঁহাদের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। যিনি মিস্ মার্সারকে মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করিবেন—তাঁহার সাক্ষাৎ নাই, তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং সে সময় তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! —তাঁহাদের সকল আশা বিলুপ্ত হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লর্ড ওয়ারিংএর সুপ্রশস্ত হলে বিচার আরম্ভ হইল। জুরীরা, সাক্ষীরা, পুলিশ কর্ম্মচারীগণ দলবদ্ধ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন; বহুসংখ্যক দর্শকও এই রহস্যপূর্ণ মামলার বিচার দেখিতে আসিল।—বিচারালয়ে আর লোক ধরে না!

বিচারারম্ভের পূর্ব্বে দুইজন ডাক্তার লর্ড ওয়ারিংএর শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সার চার্লস্ রিডারের সহিত বিচারকের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। মিঃ গার্ভি বিষন্ন বদনে তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

যে দুইজন ডাক্তার শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন প্রথমেই তাঁহাদের জবানবন্দী গৃহীত হইল; তাঁহাদের জবানবন্দীতে কোন নূতন কথা ছিল না।—অতিরিক্ত অহিফেন প্রয়োগই যে লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, এই ডাক্তার দ্বয়ের জবানবন্দীতে তাহা প্রতিপন্ন হইল।

ডাক্তারদ্বয়ের জবানবন্দীর পর ডাক্তার মার্সারের বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার জেমিসন সাক্ষ্য দিতে উঠিল। সে যে জবানবন্দী দিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—সে ঘটনার দিন প্রভাতে ডাক্তার মার্সারের টেলিগ্রাম পাইয়া পরিচারিকার সাক্ষাতে সিন্দুক খুলিয়াছিল, এবং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে মার্ফিয়ার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল; সে পরিচারিকাকেও সেকথা জানাইয়াছিল; কিন্তু ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতে সে বাধ্য বলিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

জেমিসনের জবানবন্দী শেষ হইলে করোনার তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই, তুমি যাইতে পার।"

অতঃপর মিস্ মার্সারের পরিচারিকা মেরীর জবানবন্দী গৃহীত হইল; সে কম্পাউণ্ডারের উক্তির সমর্থন করিল।

মিঃ জ্যাক গার্ভি সাক্ষীগণের জবানবন্দী শ্রবণ করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন; তিনি বুঝিলেন, ঘটনাচক্র যেরূপ প্রতিকূল, তাহাতে মিস্ মার্সারের অব্যাহতি লাভের আশা নাই।—প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

ডাক্তার সার চার্লস রিডারের জবানবন্দীতেও কোন আশার কথা ছিল না; অন্য ডাক্তারদ্বয়ের ন্যায় তিনি স্পষ্টভাষায় নির্দ্দেশ করিলেন, অতিরিক্ত মর্ফিয়া প্রয়োগে লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার জবানবন্দীতে শবব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা সম্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্র-ঘটিত যে সকল যুক্তির অবতারণা করিলেন, তাহা সাধারণ পাঠকের প্রীতিকর হইবে না বলিয়া আমরা এখানে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম।

এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে করোনার বলিলেন, "এইবার আমি কুসীদজীবি পার্সিভাল কিথ্ মণ্টলির জবানবন্দী লইব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন পুলিস কন্‌ষ্টেবল দ্বারপ্রান্ত হইতে পার্সিভালকে আহ্বান করিল।

পার্সিভাল জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কক্ষান্তর হইতে করোনারের সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন পূর্ব্বক টেবিলের এক কোণে দণ্ডায়মান হইল। সে যথারীতি হলপ লইলে করোনার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সুদি কারবার কর?"

পার্সিভাল বলিল, "হাঁ হুজুর!"

করোনার বলিলেন, "গত ৫ই প্রভাতে ইসোবেল মার্সার তোমার নিকট গিয়াছিল কি? সত্য কথা বলিবে।"

পার্সিভাল বলিল, "হাঁ, হুজুর! তিনি আমার নিকট পনের হাজার টাকা ধার করিতে গিয়াছিলেন।"

করোনার বলিলেন, "এত টাকা সে কি জন্য ধার করিতে গিয়াছিল?"

পার্সিভাল বলিল, "তাঁহার ভাই কি একটা বিপদে পড়িয়াছিল; তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার এই টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, টাকাটা তাঁহাকে অবিলম্বেই দিতে হইবে।"

করোনার বলিলেন, "তুমি কি তাহাকে টাকা ধার দিয়াছিলে?"

পার্সিভাল বলিল, "না হুজুর! তিনি যে দলিলের বলে এই টাকা কর্জ্জ লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দলিলে নির্ভর করিয়া এতটাকা কর্জ্জ দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি নাই।"

করোনার বলিলেন, "কিরূপ দলিল?"

পার্সিভাল বলিল, "তিনি আমাকে দলিল দেন নাই; তবে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একটি রোগী আছে, এই রোগীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার উইল-সূত্রে পঁচাত্তর হাজার টাকা পাইবেন; সেই টাকা পাইলেই আমার দেনা শোধ করিবেন।"

এই মামলায় যে সকল জুরী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মগারিজ্ নামক একটি জুরী কাণে কম শুনিত; সে পার্সিভালের কথা শুনিতে না পাইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বলিলে শুনিতে পাইলাম না, পুনর্ব্বার বল।"

জুরীর কথা শুনিয়া করোনার ক্রুদ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "মিঃ মগারিজ, তুমি কি কোনও কথা শুনিতে পাও না? এই পঞ্চমবার তুমি আদালতের কার্য্যে বাধা দান করিলে।"

সাইমন মগারিজ্ ক্ষুদ্র লল্হাম গ্রামে মুদিখানার দোকান করিত; এই মামলায় তাহাকে জুরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। লোকটা বদ্ধ কালা! করোনারের তাড়া খাইয়া সে কাতরভাবে বলিল, "হাঁ! হুজুর আমি কানে কিছু কম শুনি।"

করোনার বলিলেন, "তুমি কোন কথা শুনিতে পাও না, ইহা আমাকে পূর্ব্বে জানাও নাই কেন? তাহা হইলে আমি তোমার মত অকর্ম্মণ্য জুরী গ্রহণ করিতাম না; এখানে জুরীর অভাব হইত না।"

যাহা হউক, পার্সিভাল পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, এবার উচ্চৈঃস্বরে তাহার পুনরুক্তি করিল। করোনারের তাড়া খাইয়া মগারিজ্ এবার আর শুনিতে পায় নাই বলিল না।—পার্সিভাল বলিতে লাগিল, "আমি মিস্ মার্সারকে জানাইলাম, তিনি ভবিষ্যতে কাহার নিকট কি পাইবেন না পাইবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহাকে এত টাকা কর্জ্জ দিতে পারি না; তবে যদি লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যু হইত, ও আমি তাঁহার উইল বা উইলের নকল দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম বাস্তবিকই মিস্ মার্সারের অর্থলাভের আশা আছে, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে আমার আপত্তি হইত না।"

পার্সিভালের জবানবন্দীর পর ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর কলেজের ডাক পড়িল। তিনি জবানবন্দী দিলেন, তিনি মিস্ মার্সারের ডেস্কের খোপে একখানি অসম্পূর্ণ পত্র পাইয়াছিলেন, সেই পত্রখানি মিঃ জ্যাক, পি, গার্ভিকে লক্ষ্য করিয়া লেখা; কিন্তু তাহা ডাকে প্রেরণ করা হয় নাই। ইন্স্পেক্টর কলেজ সেই পত্রখানি আদালতে দাখিল করিলেন।

করোনার ইন্‌স্পেক্টর কলেজকে বলিলেন, "পত্রের শেষাংশে লেখা রহিয়াছে, তোমার নিকট 'এই টাকা না পাইলে আমাকে বোধ হয় কোন দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে'—মিস্ মার্সারের এই উক্তির অর্থ আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর পর একথার অর্থ বুঝিতে বোধ হয় কাহারও অসুবিধা হইবে না। মিস্ মার্সার টাকা না পাইয়া কিরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কলেজ সম্বন্ধে মিঃ গার্ভির ধারণা প্রথম হইতেই ভাল ছিল না; মিঃ গার্ভি তাঁহার কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। আদালতের বাহিরে একথা বলিলে মিঃ গার্ভি বোধ হয় ইন্‌স্পেক্টর কলেজকে ঘুঁসি মারিতেন; কিন্তু বিচারকের সমক্ষে তাহা সঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের কথা তাঁহার মনে পড়িল; মিঃ ব্লেক তাঁহাকে ও মিস্ মার্সারকে আশা দিয়াছিলেন, তিনি রহস্যভেদ করিবেন; নিরপরাধ মিস্ মার্সার এই গুরুতর অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।—কিন্তু তাহার পর আর তাঁহার সাক্ষাৎ নাই! এ সময় তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে তাঁহার আসা-না-আসা সমান; এ সঙ্কটে অভাগিনী যুবতীকে কে রক্ষা করিবে ?"

মিঃ গার্ভি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় করোনার মাথা তুলিয়া ডাকিলেন, "ডাক্তার ইসোবেল মার্সার!"

করোনারের কথা শুনিয়াই মিঃ গার্ভির চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, মলিনবদনা বিষাদের প্রতিমাস্বরূপিণী ইসোবেল অবনত বদনে সেই কক্ষে' প্রবেশ করিতেছেন! তিনি বাহ্যিক অধীরতা প্রকাশ না করিলেও তাঁহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার তুফান বহিতেছিল, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল। দর্শকগণ সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তিনি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না

করিয়া টেবিলের অন্য প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বাইবেলখানি ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া হলপ লইলেন।

করোনার তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও জেরা করিলেন, মিস্ মার্সার নিম্নস্বরে সংযত ভাবে তাহার উত্তর দিলেন; একটি কথাও অতি-রঞ্জিত করিয়া বলিলেন না। তাঁহার জবানবন্দী শেষ হইলে করোনার তাঁহাকে বলিলেন, "লর্ড ওয়ারিংএর জন্য আপনি যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ছয় ফোঁটা মর্ফাইনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিলেন; সেই ছয় ফোঁটা কিরূপে যাট্ ফোঁটায় দাঁড়াইল, তাহা আপনি বলিতে পারেন? আপনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানি আপনার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সিন্দুকটি এরূপ কৌশলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, সে কৌশল আপনি ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না।"

ইসোবেল বলিলেন, "ছয় ফোঁটা মর্ফাইন কিরূপে যাট্ ফোঁটা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ছয় ফোঁটা মর্ফাইনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; উহা আমার কম্পাউণ্ডারের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার কম্পাউণ্ডার প্রভাতে সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বেই অন্য কোন লোক আমার সিন্দুক খুলিয়াছিল, তাহার অন্য প্রমাণও পাইয়াছি; কারণ আমি সিন্দুকে যে কয়েকখানি নোট রাখিয়াছিলাম তাহাও পাওয়া যায় নাই।"

করোনার ইসোবেলের কথা বিশ্বাস করিলেন না, অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান্ আপনার নোটগুলি চুরি গিয়াছে?"

ইসোবেল বলিলেন, "হাঁ!"

করোনার বলিলেন, "ইহা আপনি সপ্রমাণ করিতে পারেন?"

ইসোবেল বলিলেন, "না, ইহা আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব না; কারণ আমি নোটের নম্বর রাখি নাই।"

মগারিজ নামক জুরীটি এই সময় বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার কি বলিলেন আমি শুনিতে পাই নাই।"

করোনার মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তুমি গোল্লায় যাও !"

যাহা হউক, করোনারের আদেশে ইসোবেল পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি করিলেন ; তাহার পর তিনি ইসোবেলকে বলিলেন, "আপনাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই ; তবে আমি দুইটি কথা জানিতে চাই, লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর পর তাঁহার উইলসূত্রে আপনার পঁচাত্তর হাজার টাকা পাইবার আশা আছে, এ কথা কি সত্য ?"

ইসোবেল কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, সত্য।"—"তাঁহার এই কথা শুনিয়া জুরীরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল।"

করেনার বলিলেন, "আপনার ভাইকে বাঁচাইবার জন্য আপনার পনের হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল, এ কথা কি সত্য ?"

ইসোবেল বলিলেন, "হাঁ, সত্য।"

করোনার বলিলেন, "ডাক্তার মার্সার, আপনি এখন বসিতে পারেন।"

অনন্তর করোনার জুরীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আপনারা ডাক্তার সার চার্লস রিডার ও তাঁহার সহযোগী ডাক্তারদ্বয়ের জবানবন্দী শ্রবণ করিলেন ; তাহা হইতে আপনারা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন, অপরিমিত মর্ফাইন প্রয়োগই লর্ড ওয়ারিংএর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর কলেজ ও কুসীদজীবি পার্শিভাল কিথ্‌মণ্টলি যে জবানবন্দী দিয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বর্ত্তমান দুর্ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের হঠাৎ অনেকগুলি টাকার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ডাক্তার মার্সারও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন ; এখন কি, ডাক্তার মার্সার মিঃ জ্যাক পি গার্ভিকে যে পত্রখানি লিখিতেছিলেন, সেই পত্রেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই টাকাগুলি না পাইলে তাঁহাকে সম্ভবতঃ কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে !

"আপনারা ডাক্তার ইসোবেল মার্সারের পরিচারিকা মেরী, ও কম্পাউণ্ডার জর্জ্জ জেমিসনের জবানবন্দীতে শুনিতে পাইয়াছেন, ডাক্তার মার্সারের সিন্দুক